পু রা ত নী

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

সূচী

ভূমিকা

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে এই বইখানির নাম দিয়েছি 'পুরাতনী'। নামেই বিষযবস্তুর প্রকাশ হলেও আমার মনে হয় সেই বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পাবে। এক হচ্ছে ব্যক্তিগত—অর্থাৎ আমার পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। অনেককাল আগে মনে আছে বাবা আমার মায়ের জীবনী কী ভাবে লেখা যেতে পারে তাব কতকগুলি নির্দেশ দিযেছিলেন, যথা—

রাঁচী, মে—১৯১৮।

জ্ঞানদাচরিত

১। বংশ—জন্মভূমি।

বাপ-মা, শৈশবশিক্ষা ইত্যাদি।

২। বিবাহ—শ্বশুবালয *entourage*—কেশবেব আগমন—আমার বিলাত যাত্রা ইত্যাদি।

৩। বোম্বাই যাত্রা—প্রথম অন্তঃপুব ছাড়া—স্টীমার ভ্রমণ—বোম্বাই প্রবাস—মানেকজী করসদজী বাডী পরিবার—পরিচ্ছদ সমস্যা—আহম' বাদ ও অন্যান্য প্রদেশ—কাবওযাব নাসিক সিন্ধু দেখা।

৪। প্রথম বিলাত যাত্রা—কচিকাচা নিযে একলা মেয়ে—কী মনে. জোর!

৫। ঘটনাচক্র—সাঙ্ঘাতিক পীডা—Lister-এব চিকিৎসা—অনেক দিন পবে গুরুচবণ কবিরাজেব শিঙ্গার তেলে আরোগ্যলাভ।

৬। দেশে ফিরে আসা—ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সিমলার পাহাড়ে—ছুটিতে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসা—সেকাল আর একাল!

প্রথম গৃহত্যাগ: পুনঃপ্রবেশ—কী তফাৎ!

চরিত্রগত প্রধান প্রধান নিদর্শন

১। মাতৃস্নেহ: পিতৃভক্তি—পিতামাতার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান।

২। অপত্যস্নেহ—পুত্রকন্যার শিক্ষাদান—সিমলায় অবস্থান ইত্যাদি।

৩। পিতামাতাভ্রাতার মৃত্যু—পরলোকবার্তা।

৪। আত্মীয়স্বজনের উপর মমতা।

৫। জীবজন্তুর 'পরে ভালবাসা—রামসীতা গরুর কাহিনী।

৬। বাগানের সখ—গাছপালা ভালবাসা—বৃক্ষলতাদের বিয়ে দেওয়া—প্রকৃতির শোভা উপভোগ—গাছপালার মধ্যে সময়ক্ষেপ, বিশ্রান্তিলাভ—বোম্বায়ে পাহাড় যাপন—মহাবালেশ্বর, মাথেরান, মুথেশ্বর, সিংহগড় ইত্যাদি।

৭। জ্ঞানস্পৃহা—আপনার যত্নচেষ্টায় ইংরাজী ফরাসী সংস্কৃত শিক্ষা।

৮। কর্তব্যনিষ্ঠা—ঘরকন্না—পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন—রোগীর সেবাশুশ্রূষা—সেবাধর্ম মূর্তিমতী। দানশীলতা—একদিকে সংসারখরচের কষাকষি, অন্যদিকে মুক্তহস্তে দান—টাকার জন্য কৃপণের মত টাকার মায়া নয়—দানের জন্য অর্থসঞ্চয়। 'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং' বড়লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ—অতিথিসেবা জাতিনির্বিচারে।

৯। সৌভ্রাত্র, সাম্য—equality, fraternity—জাতিনির্বিশেষে মানুষ বলে মানুষের আদর—মুসলমান, খ্রীস্টান, কোল, ভীল—সবারই প্রতি সমদৃষ্টি। তিনি বলতেন,

"কোলদের সঙ্গে তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে আমার বড় ভাল লাগে—বড় বড় পার্টিতে যাওয়া আমার পক্ষে জুলুম।"

১০। ধর্ম বিষয়ে উদারপন্থী—সর্বধর্ম হতে সত্য গ্রহণ, সকলেই আপন আপন ধর্মে আত্মতুষ্টি লাভ করে—মিশনরিদের ধর্মপ্রচার অনর্থক পণ্ডশ্রম।

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—সম্ভবতঃ এই তাঁর মত।

গীতার আর একটি শ্লোকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সায় দেন—

> 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।'

১১। দেশভক্তি—স্বদেশের প্রতি বিশেষ টান—স্বদেশী রুচি—গৃহসজ্জা—আহার, ব্যায়াম, পরিচ্ছদ ইত্যাদি। বোম্বায়ে প্রথম যখন তুর্কী সাজে গেলেন, তা তাঁকে বেশ মানিয়েছিল; কিন্তু বিদেশী পরিচ্ছদ বলে তাঁর মনঃপূত হল না। শেষে শাড়ি জামা ওড়না—আধুনিক ভদ্রসমাজে বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের প্রথম পথ-প্রদর্শক তাঁকে বলা যেতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান—Home Rule-এর পক্ষপাতী।

১২। আত্মাভিমানশূন্যতা, আত্ম-অবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা রক্ষা।

কতকগুলো চরিত্রগত দোষেরও উল্লেখ করা যেতে পারে, সেগুলো অনেকটা 'গুণ হয়েও দোষ'—Impulsiveness, ঝোঁকের মাথায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া—

অতিব্যস্ততা—Worry'র দরুণ আপনাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া। Oversensitiveness—স্নেহমমতার আতিশয্যেও অনেক সময় অনিষ্ট ঘটে, যেমন সুরেনের বিলাত যাওয়া বন্ধ ইত্যাদি, ছোটখাটো খুঁত ধরা সহজ। মানুষ দোষে গুণে জড়িত, কাউকে 'সর্বগুণে গুণাকর' বলা যায় না—তবে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে মোটের উপর বলা যেতে পারে—

'একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ'— —শ্রীস

আমরা তাঁদের অযোগ্য সন্তান তাই যুগপৎ তাঁর ইচ্ছা এবং আমাদের কর্তব্য-পালনে সময়মত যত্নবান হইনি, সেটি এখানে লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি। তবু যে এত বিলম্বেও কিঞ্চিৎমাত্র পিতৃঋণ শোধ করতে পেরেছি, সেজন্য যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন এই জীবনসন্ধ্যায় তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই। এই পুস্তকে পিতৃদেবের প্রত্যেক নির্দেশ যে পালন করা হয়নি তার কৈফিয়ৎ এই যে, এতে মাতৃদেবীর জীবনের যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যই তাঁর আত্মকথা; অর্থাৎ নিজের মুখে তিনি যা বলে গিয়েছেন তাই আমি লিখেছি—তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা নয়। সুতরাং যা বাদ গিয়েছে, সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, যৎ শ্রুতম্ তৎ লিখিতম্। তবে পিতৃদেবের ইচ্ছা পূরণার্থে এই আত্মকথায় মাতৃদেবীর জীবনের যে সামান্য ঘটনাগুলি বাদ পড়েছে সেগুলিও এইখানে যোগ করে দিচ্ছি।

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালীন বঙ্গসমাজের বিষয়ে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার দরুণ তাঁর কলুটোলার পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে মহর্ষির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সস্ত্রীক আশ্রয় নেন। মায়ের এই আত্মকথায় যদিও এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি অনেক সময় মুখে গল্প করেছেন যে, কেশববাবু আর তাঁর স্ত্রী বাড়ীর কোন্ ঘরে তাঁদের সঙ্গে দিনকতক বাস করেছেন এবং মহর্ষি কেমন বাড়ীর ভিতর এসে রোজ তাঁদের খোঁজখবর করে যেতেন। বেশ বোঝা যায় যে দৈনন্দিন জীবনে এই অতিথি সমাগমটি বিশেষ বৈচিত্র্য আর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

(খ) তাঁর পিতামাতার মৃত্যু সম্বন্ধে শুধু ঘটনাটির উল্লেখ করা ছাড়া এইটুকু বলবার আছে যে, মা তাঁদের খুব ভালবাসলেও কিম্বা হয়ত বেশী ভালবাসতেন বলেই তাঁদের কষ্ট দেখলে নিজের কষ্ট হবে বলে কাছে থাকলেও তাঁদের অসুখের সময় নিজে গিয়ে দেখাশুনা বা সেবা করতে পারতেন না। মামার মৃত্যুর সময় তিনি দূরেই ছিলেন, রাঁচীতে সে খবর পান। অন্যান্য স্নেহ-ভাজনদের ক্ষেত্রেও দেখেছি তিনি তাঁর অতি সংবেদনশীল স্বভাবের জন্য তাদের সংকট সময়ে কাছে থাকতে পারতেন না, দূরে পালিয়ে যেতেন।

(গ) জীবজন্তুর প্রতি তাঁর ভালবাসার বিষয়ে বাবা যা বলেছেন সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ১৯নং স্টোর রোডের বাড়ীতে (অধুনা বিড়লা পার্ক) বাসকালে তিনি তাঁর একটি পুকুরে দুটি সাদা ও কালো রাজহাঁস ছেড়ে দিয়ে তাদের নল-দময়ন্তী নাম দিয়েছিলেন এবং এক কসাইয়ের হাত থেকে তিনটি বাছুরকে রক্ষা করবার জন্য তাদের কিনে নিয়ে পালন করেছিলেন ও নাম দিয়েছিলেন রাম সীতা লক্ষ্মণ। তিনি ১৯ নম্বরেব বিস্তীর্ণ বাগানে একটি বাঁধানো গাছতলার বেদীতে বসে নিজের হাতে তাদের খাওয়াতেন—সে দৃশ্যটি এখনও মনে আছে। ছেলেবেলায় পুজাব পাঁঠাবলির সময় তিনি কিরকম কষ্টবোধ করতেন একথা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। জীবজন্তু পালন এবং বাগান করা এই দুটি সখ আমার বাবা-মা দুজনেরই সমভাবে ছিল। প্রথম জীবনে বোম্বাই বাস থেকে আবম্ভ করে শেষ জীবনে বাঁচী বাস পর্যন্ত তার পরিচয় পেয়েছি।

পূর্বেই বলেছি যে, তাঁব স্মৃতিকথা লিখতে সময়মত আবম্ভ কবিনি, সেটি আমারই দোষ। সেইজন্য খাপছাড়া ভাবে মধ্যে মধ্যে তাঁব সুবিধামত লিখতে হয়েছে, ধারাবাহিকতাও সব সময় রক্ষিত হযনি। তাঁর মতামত অপেক্ষা ঘটনার দিকেই বেশি নজব দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে বাবাব কথাই প্রামাণ্য বলে ধরতে হবে এবং এ বিষয়ে তাঁরই বেশি জানবার কথা। দোষ সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে। ছেলেমেয়েব পক্ষে বিচারকেব আসনে বসা কঠিন, হযত অনুচিতও। তবে এতদিন পবে এইটুকু বলতে পারি যে, তাঁব অনুভূতি এত গভীর ও প্রবল ছিল যে, তাঁর আত্মীয পরিজনের পক্ষে কখন কখন কষ্টদাযক হত। অপরপক্ষে বাবার স্নেহ ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং প্রকৃতি ধীরশান্ত। তবে আমরা যখন দুজনেরই অপর্যাপ্ত স্নেহলাভে ধন্য হযেছি তখন আর এসব তুলনা অনাবশ্যক।

পূর্বে যে দুটি ভাগেব উল্লেখ কবেছি, তারমধ্যে একটিকে বলা যেতে পারে পিতৃঋণ। আবেকটি সমাজগত, সেটিকে বলা যেতে পারে নরঋণ। সংক্ষেপে হলেও বাবার পত্র আর মার স্মৃতিকথা—এই দুই খণ্ড মিলে সেকালের সমাজের একটি বিশিষ্ট স্তরের ছবি পাওযা যায়। আশা করি সেটি একালের পাঠকদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে।

বাকি থাকে দেবঋণ। আমাদের শাস্ত্রে বলে থাকে 'মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব' এবং 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রাযন্তে সর্বদেবতা', সুতরাং তাঁদের তুষ্টিতে দেবতারও তুষ্টি হবে বলে মনে করি।

শান্তিনিকেতন
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী

স্মৃতিকথা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

ছেলেবেলার কথা

(বাপের বাড়ী)

"যশোর নগরধাম প্রতাপ আদিত্য নাম"—সেই যশোর নগরধামের অধিকারভুক্ত নরেন্দ্রপুর গ্রাম আমার জন্মস্থান। শুনেছি নরেন্দ্র রায় বলে এক প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন, তাঁর নামে এই গ্রামের নামকরণ হয়। বংশের পরিচয় বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। সেই সুদূর বালিকাকালের ঝাপ্‌সা স্মৃতিপটে সনতারিখশূন্য অগ্রপশ্চাৎ সীমাবিহীন যে দুচারটে জিনিস অঙ্কিত আছে, তাই বলছি।

শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারা কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁরা নাকি কুলীন ব্রাহ্মণ ফুলের মুখুটি ছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছিলুম যে, তাঁর শ্বশুরের নামের সঙ্গে মেলে বলে তিনি 'নীল' আর 'কমল' এই দুটো কথা উচ্চারণ করেন না, তাই বুঝেছিলুম যে তাঁর নাম ছিল নীলকমল মুখোপাধ্যায়। আমার বাবামশায় আট নয় বৎসর বয়সকালে, কি কারণে জানিনে, তাঁর বাপের উপর রাগ ও অভিমান করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্যহীনভাবে পথে চলতে চলতে তিনি যশোরের দক্ষিণদিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেই গ্রামে সে সময় রায়বংশের একটি বড় ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার বাস করতেন। ঘটনাক্রমে বাবামশায় সেই পরিবারের কর্তাব্যক্তির সামনে এসে পড়েন। তিনি দিব্য একটি সুন্দর ছেলে দেখে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে কাছে ডেকে নামধাম ও সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাবামশায় তাঁর নামধাম ও বংশপরিচয় যা দিলেন তাতে রায়মহাশয় যেন বেশ সন্তুষ্ট হলেন, আর বল্লেন,—তুমি ছেলেমানুষ, একলা একলা কোথায় ঘুরে বেড়াবে; আজ থেকে আমার এখানে থাকো। পরের ঘটনা থেকে মনে হয় যে, প্রথম থেকেই রায়মশায়ের

মনে ছেলেটিকে বাড়ীতে রাখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাবামশায় সম্মত হওয়ায় রায়মশায় তাঁকে যত্নের সহিত লালন-পালন করতে লাগলেন। তখনকার মতে বিয়ের বয়স হলে রায়মশায় তাঁর নবম বর্ষীয়া কন্যা নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে বাবামশায়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখলেন। আমার ঠাকুরদাদা তাঁর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকে বরাবরই তার খোঁজ করছিলেন, কিন্তু এতদিন খোঁজ পাননি। বাবামশায়ের বিয়ে হবার পর তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর ছেলে দক্ষিণদিহির কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আছেন। খোঁজ পেয়ে যখন তিনি দক্ষিণদিহিতে এসে শুনলেন যে, পিরালী ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছে, তখন তিনি রাগে দুঃখে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন আর পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলেন যে, অভয়াচরণ নির্বংশ হোক্। বাবামশায়ের নাম ছিল অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়।

বছর কতক পরে বাবামশায়ের মনে ঘরজামাই থাকতে ভারী একটা বিতৃষ্ণা জন্মালো। তখন তিনি কোনরকমে লুকিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বার নানান উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন দুপুর রাত্রে স্ত্রীকে জাগিয়ে তাঁর হাত ধরে দক্ষিণদিহি থেকে নরেন্দ্রপুর গ্রামে চলে এলেন। শ্বশুরের অনেক চেষ্টাতেও আর শ্বশুরবাড়ী ফিরলেন না। নরেন্দ্রপুরে কোন এক কাছারিতে তিন চার টাকা মাইনের একটা চাকরি করতে লাগলেন। মায়ের কাছে শুনেছি সেই সময়টা তাঁর বড়ই কষ্টে গিয়েছে। বাপের বাড়ী ছেড়ে আসার দুঃখ, তাছাড়া তখন তিনি ঘরসংসারের কাজকর্ম কিছুই জানতেন না। পাড়ার কোনো কোনো গৃহিণী তাঁর দুঃখকষ্ট দেখে কিছু কিছু ঘরের কাজ দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। অল্প আয়ের সংসার, জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত তাঁকে বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনতে হত, কাঁটা খোঁচায় হাত ছড়ে গেলেও কাঁদতে কাঁদতে ডাল ভেঙ্গে এনে উনুন ধরাতে হত। কতক দিন এরকম দুঃখেকষ্টে কাটবার পর কলকাতার এক খুব ধনী জমিদার

মহিলা কোন সূত্রে বাবামশায়ের সব খবর শুনতে পেয়ে তাঁকে কলকাতায় এনে একটা বেশী আয়ের কাজে নিযুক্ত করে, নিজের বাড়ীতে যত্নে রাখেন। তিনি বরাবর কলকাতায় থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একমাস বাড়ী আসতেন। সেই সময় আমি মায়ের গর্ভে ছিলুম। মা আমায় যখন-তখন বলতেন যে, তুমি আমার গর্ভে এসে অবধি আমার দারিদ্র্য-দুঃখের শেষ হয়েছে।

সেই মহিলাটি বাবামশায়কে দাদা বলে ডাকতেন। আমি জন্মাবার পর, যখন আমার অন্নপ্রাশনের সময় হল তখন আমার এই ধনী পিসিমা আমার অন্নপ্রাশনের সমস্ত গয়না কাপড় ও খরচপত্র পাঠিয়ে দেন শুনেছি। আর কোন সময় নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি গ্রামে খুব চুরি-ডাকাতি হচ্ছে শুনে পিসিমা আমাদের বাড়ী পাহারার জন্যে নিজের খরচে দুজন পাঠান দরওয়ান রাখিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আমাকে সকালে-বিকালে কোলে কোরে নিয়ে বেড়াত, সেটা এখনও মনে আছে। আমার যখন আড়াই বছর বয়স, তখন পিসিমার বিশেষ অনুরোধে বাবামশায় মাকে ও আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা কিছুদিন পুজোর সময় সেখানে গিয়েছিলুম। সেই অনভ্যস্ত প্রকাণ্ড বাড়ী, জাঁকজমক ও মেলাই চাকর-দাসীর মাঝখানে মা যেন সর্বদাই ভীত সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। বাড়ীর কর্ত্রী পিতার ঘরজামাই মেয়ে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কলকাতার অট্টালিকার ও জমিদারীর অধিকারিণী হন। তিনি অসাধারণ দানশীলা ছিলেন। পুজোর সময় জমিদারীর আমলা ও বাড়ীর চাকর-দাসীদের নতুন কাপড় বিতরণ করবার সময় তিনি মাকে সেই ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে বসালেন। মা দেখলেন যে, একটা বড়ঘরের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত নববস্ত্রে পরিপূর্ণ। একে একে ছোটবড় সমস্ত কর্মচারী ও চাকর-দাসী আসতে লাগ্‌ল আর তিনি তাদের নতুন কাপড় দিতে লাগলেন। মায়ের মনে হল যে, সে যেন এক অফুরান বিরাট দানব্যাপার। শুনেছি ঐ সময়েই নাকি আমার এই পিসিমা

আমার ভাবী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমাকে দেখাতে নিয়ে যান, আর তাঁর এক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেন। এত জাঁকজমক গোলমালের মধ্যে আর বেশীদিন থাকতে মায়ের ভাল লাগছিল না। তাই বাবামশায় আমাদের নরেন্দ্রপুরের বাড়ীতে এনে রেখে গেলেন।

আমরা প্রথমে যে বাড়ীতে ছিলুম, সে বাড়ীর কথা আমার বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। তারপর যে আর এক জায়গায় থাকতে গেলুম, সেই বাড়ীর ঘরদোর আমাব কিছু কিছু মনে আছে। আলাদা আলাদা এক-একখানা ঘর, একটা দক্ষিণের, একটা পশ্চিমের আর একটা উত্তরের —সেইটেই সবচেয়ে বড়। এই তিন ঘরের সামনে একটা বড়ো উঠোন। দক্ষিণের ঘরের একটু পিছন দিকে রান্নাঘর, তার সামনে আর একটা উঠোন। সমস্ত ঘরগুলির চারিপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণের আর উত্তরের ঘরের মাঝের পাঁচিলে সদর দরজা ছিল। দরজার বাইরে উত্তর দিকে একটা বড় ঘর ছিল আর দক্ষিণ দিকে দরওয়ানদের থাকবার একটা ঘর ছিল। তার পরেই চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ফুলবাগান ছিল। বাগানের প্রতি বাবামশায়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেই ফুলবাগানে তিনি অনেকরকম দুর্লভ ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। পশ্চিমের দিকে অনেকটা জমি ছিল। তাতে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, তার এক পাড়ে একটি বড় কলাবাগান আর অপর তিন পাড়ে অন্যান্য গাছ লাগানো ছিল। সেই পুকুরের জলেই আমাদের স্নান পান রান্না সব কাজ চলত। একবার বাবামশায়ের গুরুমশায় এসে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, সব দানের চেয়ে বিদ্যাদান বড়। তাই থেকে বাবামশায়ের মনে হল যে পাঁচিলের বাইরে উত্তরের বড় ঘরটায় একটা পাঠশালা বসাবেন। তার জন্য একজন গুরুমশায় রাখা হল, আর শীঘ্রই অনেক পোড়ো এসে জুট্‌লো। পাঠশালা রীতিমত চল্‌তে লাগ্‌ল। তখন বাবামশায়ের মনে হল যে, বাড়ীতেই যখন পাঠশালা হল, গুরুমশায়ও রাখা হল, তখন আমার মেয়েটিকেও পাঠশালায় পড়তে দিই—ছোট মেয়ে, তাতে বোধ হয় কোন দোষ হবে না। সে

সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেল্‌লেন, পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি। আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন। তবু কি-রকম করে' টের পেয়ে লেখাপড়া করেন বলে পাড়ার লোকে তাঁর নিন্দা করত। পাঠশালা সম্বন্ধে আমার যা-কিছু জ্ঞান, তা এই পাঠশালা থেকেই হয়েছিল ; যদিও তখন আমার চার পাঁচ বছরের বেশি বয়স হবে না। বাবামশায় যখন আমাকে এই পাঠশালায় নিয়ে গেলেন, তখন আমি লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হয়ে মুখ হেঁট করে বসে রইলুম। মনে আছে মনে হল চারিদিকে অপরিচিত মস্ত মস্ত পুরুষ মানুষ (অবশ্য আমার তুলনায়)—তাদের দিকে তাকাতেও পারলুম না। প্রথমে তালপাতায়, যতটা চওড়া পাতা তত বড় অক্ষর আমাকে লিখতে দিলে। তারপর সে লেখা অভ্যাস হলে কিছু কম চওড়া আট ভাঁজের কাগজে লিখতে দিলে। আর হাত পাকলে শেষে ষোলো ভাঁজের কাগজে লেখালে, সেই হল চূড়ান্ত। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই বলে আমাকে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু ছেলেদের উপর মারধোর হত, সেটা বুঝতে পারতুম। যে ছেলে লেখাপড়ার দিকে চোখ না রেখে এদিক ওদিক তাকাত, তাকে কিরকম শাস্তি দেওয়া হত আমার একটু একটু মনে আছে। সে যত বড় হাঁ করতে পারে সেই হাঁয়ের মাপে একটা ছোট কঞ্চি কেটে তার নীচের ও উপরের দাঁতের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হত, কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকতে হত। কোন পোড়ো গরহাজির হলে তাকে ধরে আনবার জন্যে গুরুমশায় জনকতক পোড়োকে পাঠাতেন। তারা যখন তাকে ধরে আনত, তখন কি একটা ছড়া বলতে বলতে আসত, তার এক লাইন মনে আছে—"গুরুমশায়, গুরুমশায়, তোমার পোড়ো হাজির।" হাজির হলে পর তার শাস্তি হত। দুরকম

শাস্তির কথা মনে আছে। উঁচুতে টাঙানো একটা আড়া বাঁশের সঙ্গে তার দুহাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে বেত মারা হত, এই একটা; আর একটা হচ্ছে বিছুটি গাছ কেটে এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হ'ত, আর তার উপরে তাকে খালি গায়ে গড়াতে বলা হত। মা বাপেরা গুরুমশায়ের কাছে ছেলে দিয়ে যাবার সময় নাকি বলত—দেখবেন, যেন নাক চোখ কান বজায় থাকে। কত দিন যে আমি পাঠশালায় পড়েছিলুম মনে নেই, তবে বোধ হয় ষোলো ভাঁজে লেখা পর্যন্ত শেষ হয়।

আমাদের পাড়ায় আমার সমবয়সী ছেলেমানুষ কেউ ছিল না। আমারও বাইরের লোকের বাড়ী যেতে ভাল লাগ্‌ত না। বাড়ীর লোক ছাড়া অপর কারো কাছে বড় সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়ে পড়তুম। আমি একটা ঘরের কোণে বসে নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতুম। সকালবেলায় উঠে সাজি হাতে করে' আমাদের ফুলবাগানে পুজোর ফুল তুলতে যেতে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। ক্রমে যখন পুষ্পপাত্রে পুজোর ফুল দুর্বা বিল্বপত্র কিরকম করে' সাজাতে হয়, কেমন করে শিব গড়তে হয় এইসব শিখলুম, তখন আমার মা আইমাও যেমন খুসি হলেন, আমারও তেমনি আনন্দ হল। আমাদের বাড়ীতে মা আইমা (আমার মায়ের পিসি) আর পিসিমা এঁরা থাকতেন। পিসিমা কখনো আমাদের বাড়ী, কখনো তাঁর শ্বশুরবাড়ী জগন্নাথপুরে থাকতেন। বাবামশায় কলকাতাতেই থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একবার করে' বাড়ী আসতেন। আইমার শ্বশুরবাড়ী ছিল মজুমদার পাড়ায়, বোধ হয় আমাদের বাড়ী থেকে আধ ক্রোশটাক্ দূরে। আইমা প্রায়ই আমাকে কোলে করে নিয়ে মজুমদার পাড়ায় যেতেন। পথে পাছে আমার খিদে পায় বলে একটা বাটিতে দুধ-ভাত মেখে সেটা গামছায় বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতেন। মজুমদারেরা এক বড় গুষ্টি ছিলেন, তাঁদের আলাদা আলাদা বাড়ী সব কাছাকাছি ছিল, তার মধ্যে বড়র বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত। কেবল সেইখানেই সেই

ছেলেবেলায় আমি দুর্গাপুজো দেখেছি। বলির সময় মজুমদার বাড়ীর সব ছেলেরা খুব আহ্লাদের সঙ্গে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখত আর বলি হয়ে যাবার পর নাচতে নাচতে পাঁঠার মুণ্ড মাথায় করে নিয়ে গিয়ে দুর্গা প্রতিমার পায়ের কাছে রেখে দিত। আমার কিন্তু আনন্দ হওয়া দূরে থাক্, বলির পাঁঠা আর হাড়কাঠ দেখলে বড় ভয় ও দুঃখ হত। বলির আগে আমি দূরে সরে' গিয়ে চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে কেবল বলতুম, "হে মা দুর্গা, আমার উপর রাগ কর' না।" বলিও দেখতে পারতুম না, অথচ মা দুর্গা সেজন্যে রাগ করবেন বলে' মনে মনে খুবই ভয় পেতুম। একটা লম্বা ঘরে পুজোর ভোগ রাঁধা হত, সেখানে চক্রবর্তী বাড়ীর মেয়েরা সকাল সকাল স্নান করে এসে রান্না করতেন। আমাদের দেশে সে সময় টাকা দিয়ে রাঁধবার বামুন পাওয়া যেত না। তাই পুজো বা কোন ক্রিয়াকর্মে রাঁধবার লোক দরকার হলে চক্রবর্তী বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধ করে ডেকে আনা হত, তারপর কাজকর্ম হয়ে গেলে তাঁদের উপহারের মত কাপড়চোপড় দেওয়া হত।

নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি দক্ষিণদিহি চেঙ্গটে জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামে আমাদের এক এক ঘর আত্মীয় ছিলেন। এই সব জায়গায় আমি আইমার সঙ্গে বেড়াতে যেতুম, তিনি আমাকে খানিক কোলে করে খানিক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন আত্মীয়ের অনুরোধে হয়ত দু-চার দিন তাঁদের বাড়ী থেকেও আসতুম। সব জায়গাতেই প্রচুর আদর যত্ন পেতুম। এইরকম বেড়ানো আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। যখন বাড়ী থাকতুম, একা একা খেলনা নিয়ে খেলা করা ছাড়া আমার আর এক আমোদ ছিল ফাঁদ পেতে পায়রা ধরা। আমাদের পশ্চিমের ঘরে কেউ বাস করতেন না, সেখানে ধান চাল ও নানারকম জিনিস থাকত। তারই সামনের উঠোনে একটা দড়ির এক মুখে ফাঁস দিয়ে তার মধ্যে ধান ছড়িয়ে রাখতুম, আর তার আর এক মুখ ধরে আমি ঘরের দরজায় বসে থাকতুম। যেই একটা পায়রা ধান খেতে আসত অমনি আস্তে আস্তে দড়িটা ধরে টানতুম। ক্রমে ফাঁসটা ছোট হয়ে হয়ে তার পায়ে

গিরের মত আটকে যেত; তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পুষতুম। কিন্তু অনেক সময় পায়রা ধান খেতে আসতে দেরী করত কিম্বা মোটেই আসত না, তখন আমি মনে মনে খালি মা-কালীর কাছে বার বার মানত করতুম—"হে মা কালী, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক; হে মা কালী, তোমায় জোড়া পাঁঠা আর এক বোতল মদ দেব, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক।" এইরকম মানত করা আর সুবচনীর পুজো দেওয়া, মোকদ্দমা হারজিতের সময় চারদিকে শুনতে পেতুম। মোকদ্দমা হারজিত এ-সব যে কি ব্যাপার তা কিছুই জানতুম না। কেবল কথাগুলোই জানতুম। তাই আমারও যখন কিছু পাবার ইচ্ছে হত, তখন ঐ জোড়া পাঁঠা আর মদ মা-কালীর কাছে মানতুম। আমাদের বাড়ীর কাছেই এক কালীমন্দিব ছিল। কারো মানসিক পূর্ণ হলে, কারো আবোগ্যলাভ বা মকদ্দমায় জিত এইরকম কোন কারণ ঘটলে, তাঁরা সেখানে পাঁঠা পাঠিয়ে দিতেন ও মদ নিয়ে যেতেন। এইরকম কোন উপলক্ষ্যে দেখেছি পাড়ার কতকগুলি বৃদ্ধা নিজেবা মদ ও শুদ্ধি পাঁচ রকমেব ভাজা নিয়ে কালীমন্দিরের ভিতর যেতেন। আইমাকে ডাকলে তিনি আমাকেও সঙ্গে নিতেন, আর নিজেরা কালী ঠাকুরের সামনে বসতেন। মা-কালীর হাতে ছোট একটা পাতলা পিতলের বাটি থাকত, পুরুত ঠাকুর প্রথমে সেই পাত্রটিতে মদ ঢেলে দিতেন। তারপর কুমারী কন্যা বলে সকলের আগে আমার হাতে ঐরকম একটা ছোট বাটিতে মদ দিতেন, আর পাত্রটি আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে, প্রথম আঙ্গুলে ও কড়ে আঙ্গুলের উপর ঠিক করে বসিয়ে দিতেন। মাঝের আঙ্গুল দুটো মুড়ে রাখতে হত। পরে পুরুত ঠাকুর নিজে এক পাত্র নিতেন ও আর সকলের হাতে এক একটি পাত্র দিতেন। তাঁরাও ঐভাবে ধরতেন আর ডান হাত দিয়ে মদের সঙ্গে সঙ্গে ভাজা খেতেন। যে বৃদ্ধাদের দাঁত নেই তাঁদের জন্য ভাজা গুঁড়ো করা থাকত। কালী-মন্দিরের আর একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম মনে আছে। আমার মা বোধ হয় কারো ব্যামোর সময় মানত করেছিলেন যে, আরোগ্যলাভ হলে

কালীর সামনে হাতে ধুনো পোড়াবেন আর বুক চিরে রুধির দেবেন। যেদিন এই ক্রিয়া হবে সেদিন মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন। পুরুতের কথামত মা কালী-প্রতিমার সামনে আসন হয়ে বসলেন। বুক চিরে রুধির দেওয়ার ব্যাপারটা আমি আর নজর করে দেখিনি, তেমন মনে নেই। দেখলাম, আমার মায়ের দুই হাতের তেলোয় আর মাথার তেলোয় তিনটে বিড়ে বেখে তার উপর পুরুত ঠাকুর তিনটি আগুন-ভরা মালসা রাখলেন। মা স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন আর পুরুত সেই আগুনের উপর ধুনো দিতে লাগলেন। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত চকিত হয়ে দেখতে লাগলুম। তারপর এমন কান্না জুড়ে দিলুম যে কেউ আমাকে থামাতে পাবল না। তখন পুরুত ঠাকুর বাধ্য হয়ে বোধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনটি মালসা নাবিয়ে নিলেন। আমিও মায়ের কোলে গিয়ে খুশি হয়ে গেলুম।

একবার পাড়ার এক সধবা গৃহিণী আমাকে কুমারী পুজো করেছিলেন। তিমি আমাকে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে একখানা জলচৌকিতে বসিয়ে দিলেন। তাবপর ফুল চন্দন এইসব নিয়ে কি পুজোর মত করলেন তা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। বড় বয়সে আমাব এই কুমারী পুজোর কথা একজন খ্রীস্টান ভদ্রলোকের কাছে গল্প করেছিলুম। তিনি শুনে বেশ খুশি হয়ে বল্লেন, এইরকম আমাদের দেশেও পুজো করে।

আমি খুবই আদরের মেয়ে ছিলুম। আমি যেন এই ক্ষুদ্র সংসারটির কেন্দ্রস্থল ছিলুম। আমার জন্যই সংসারের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা হত। আমার ভালমন্দ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সকলেই ব্যস্ত থাকতেন। পিসিমা সকালে উঠে বাসী কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে প্রথম আমার খাবার ভাত রাঁধতে যেতেন, তাকে যশোরে 'আনালে' ভাত বলত—বোধ হয় স্নান না করে রাঁধা হত বলে। আমাদের দেশ থেকে গঙ্গা দূর বলে এক বোতল গঙ্গাজল রান্নাঘরে টাঙানো থাকত। তাড়াতাড়ি ছেলেপিলের খাবার বা রোগার পথ্য

রাঁধতে হলে স্নান না করে' সেইটে স্পর্শ করা হত, অর্থাৎ একটু গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হত। একবার আমি অনেকদিন পালাজ্বরে ভুগেছিলুম। সে সময়ে আমাকে যে জিনিস খেতে দেওয়া হত, বাড়ীর আর সকলে কেবল সেই জিনিসই খেতেন। আর কোন খাবার জিনিস সে সময়ে বাড়ীতে আনা হত না, পাছে দেখে আমার লোভ হয়, বা না খেতে পেলে মনে কষ্ট হয়। এখনকার স্বাস্থ্যেব নিয়ম সম্বন্ধে যা শুনি ও পড়ি, আমার মনে হয় ছেলেবেলায় অনেকটা সেইরকম নিয়মেই আমাদেব খাওয়া-দাওয়া হত। পুকুরে ধরা টাট্‌কা মাছ, কখনো কচ্ছপের মাংস, কচ্ছপের ডিম, ঘরের গরুর দুধ, গুলেল দিয়ে কেউ মাঝে মাঝে জলের পাখী বা অন্য কিছু শিকার করে আনলে তাব মাংস, নিজের বা কোন বাড়ীর বলির মাংসও প্রায়ই হত, হরিণের মাংস কেউ আনলে বাবামহাশয় খুব খুশি হতেন। আমার বাপের বাড়ী ভক্ত শাক্ত পরিবার। হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া আর সব মাংসই সেখানে খাওয়া হত। সকালে প্রথমে উঠেই তো ঐ 'আনালে' ভাত খেতুম, দুপুরবেলা ভাতের সঙ্গে কতক রকম শাক-তরকারি, টাট্‌কা মাছের ঝোল, কচ্ছপেব ডিমের বড়া কিম্বা কচ্ছপের মাংসের ঝোল। বিকেলে ঘরের সর-বসানো দুধ, গরম গরম মুড়কি দিয়ে জলখাবার হত। এই খাওয়াটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। রাত্রে মাছের ঝোল ভাত, কোন কোন দিন পাঁঠার ঝোল। আমার যখন কর্ণবেধ হয়, আমি বড় কাঁদছিলুম। লোকে আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে, হয়ে গেলেই সর-বসানো দুধে গরম মুড়কি খেতে পাব। তখন আমি চুপ করে কান বিঁধতে রাজী হলুম। কাপড়ের মধ্যে একখানা শাড়ি পরতুম, আর শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁঠ বেঁধে দেওয়া হত। নতুন কাপড় পরবার আগে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, কাপড়ের একদিক থেকে একটা সুতো বের করে নিয়ে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে 'কাঁটা নাও', 'খোঁচা নাও', 'আগুন নাও', এইরকম বলে' বলে' কাপড়ের অনিষ্টকারী সব জিনিসকে এক এক টুকরো

দিয়ে তবে কাপড় পরতে হয়। আর যখন দুধে দাঁত পড়তে আরম্ভ হল, তখন দাঁতটি হাতে করে নিয়ে একটা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে 'ইঁদুর, পড়া দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমাকে দাও' বলে সেই গর্তে ফেলে দিতে হত। এই কথাটা বিশেষ করে আমার মনে আছে এইজন্যে যে, বিয়ের পরে যখন বাকি দুধের দাঁতগুলি পড়ত তখন কলকাতার সেই পাকা ইট-চুনের বাড়িতে দাঁত ফেলতে ইঁদুরের গর্ত কোথায় খুঁজ্‌ব তা ভেবে পেতুম না। এখন সর্বদা শুনতে পাই যে, খোলা বাতাসে থাকা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটা বড় দরকারী জিনিস। আমি বাপের বাড়িতে যেরকম ঘরে থাকতুম তাতে দিনরাত খোলা বাতাসেই থাকা হত। বাড়ীর নিচের ভাগটা সমস্ত মাটি দিয়েই করা হত, এতটা উঁচু করা হত যে চার পাঁচটা ধাপ উঠে তবে মেঝেতে পৌঁছন যেত। আমাদেব উত্তরের ঘরটা সব চেয়ে বড় আর সবচেয়ে উঁচু ছিল, আরও বেশি ধাপ উঠে তাতে যেতে হত। প্রত্যেক ঘরের সামনে সমান লম্বা একটা বারান্দা ছিল, আর ঘরের চারিদিকটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই বেড়ার বাঁশ কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে, লম্বাদিকে চিরে দুখানা করে সেই এক এক ভাগকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে সরু জালির মত করা হত। সেই জালি বাঁশের বেড়ার ভিতর দিয়ে আলো হাওয়া যথেষ্ট প্রবেশ করতে পারত, আবশ্যকমত জানালা দরজাও রাখা হত। কাঠের কপাটের উপর নানারকম ফুল পাতার তোলা কাজ নিজের নিজের রুচি অনুসারে করা হত। ঘরের উপরে বেশ পরিষ্কার কাটাছাঁটা খড়ের চাল থাকত। বারান্দার মেঝে রোজ সকালে গোবর মাটি জল গুলে লেপন করা হত, সমস্ত উঠোনটা গোবর মাটির ছড়া দিয়ে ঝাঁট দিয়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হত। কোন জায়গায় আবর্জনা জমা করে রাখা গৃহিণীর পক্ষে বড় লজ্জার বিষয় ছিল।

আমার ছেলেবেলায় কতকগুলি জিনিসে খুব আমোদ হত। তার মধ্যে হরির লুট ছিল সবচেয়ে স্মরণীয় অনুষ্ঠান। নিজেদের বা অন্য

কারো বাড়ী অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ হলেই হরির লুট মানা হত। যেখানেই হোক না কেন, পাড়ার সকলেই তাতে যোগ দিত। দেবতা অধিষ্ঠিত কোন বট অশ্বত্থ বা বড় পুরনো গাছতলায়ই প্রায় হরির লুট দেওয়া হত। পাড়ার সকলের সঙ্গে আইমা আমাকেও কোলে করে নিয়ে সেই জায়গায় যেতেন। বাতাসা ছড়ানো আরম্ভ হলে তিনি আমাকে কুড়োবার জন্যে কোল থেকে নাবিয়ে দিতেন। মস্ত লম্বা হাত-পাওয়ালা লোক সব ছুটোছুটি করে হরির লুট কুড়োতেন, আমার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা তার ভিতরে প্রায় কিছুই কুড়োতে পারত না। কুড়োবার খানিক চেষ্টা করে শেষে কাঁদতে কাঁদতে আইমার কাছে এসে দাঁড়াতুম, তিনি কোলে করে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। আর সেদিনকার কর্তা বা কর্ত্রী আমার কান্না দেখে আবার কিছু বাতাসা আনিয়ে আমার সামনে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁদের কথায় সেই বাতাসা নিতুম বটে কিন্তু আগে সকলের সঙ্গে কুড়োতে পারিনি—সে দুঃখটা মন থেকে যেত না। এক এক দিন পাড়ার মেয়েরা সব পরামর্শ করে ঠিক করতেন 'জাগরণ' করবেন, পূর্ণিমার রাত্রেই প্রায় করা হত। মেয়েদের সব ঘরকন্নার কাজ খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে পুরুষরা সব শুতে গেলে, যেবার যে বাড়ীতে জাগরণ হবে সেখানকার পরিষ্কার উঠোনে মাদুর পাতা হত। গ্রামের সব মেয়েরা পান হাতে করে এসে জুটতেন, তারপর মাদুরে বসে নানারকম কথাবার্তা হাসি-গল্প এইসব হত। যিনি গাইতে পারেন গাইতেন। আমাদের দেশে ক্ষুদে নাচ বলে একরকম নাচ আছে, তাও কেউ কেউ নেচে দেখাতেন। এইরকমে খুব হাসি আমোদে অনেক রাত কেটে যেত। আমার জাগবার খুব ইচ্ছে থাকলেও খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়তুম। নষ্টচন্দ্রের রাত্রে খুব মজা হত। পাড়াপড়শীর বাড়ী থেকে সেদিন ফল তরকারি প্রভৃতি কিছু একটা চুরি করে আনতেই হবে, এমন করে যাতে ধরা না পড়ে। নিজের বাগানের চোরকে ধরা আর পরের বাগান থেকে ধরা না পড়ে কিছু চুরি

করে আনা—এই নিয়ে খুব ছুটোছুটি হুটোপুটি হাসাহাসি পড়ে যেত। আমাকে নষ্টচন্দ্র দেখতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ দেখলে কলঙ্ক হয়। নিষিদ্ধ জিনিসের যেমন ফল হয়ে থাকে, সেইদিকে ঝোঁকটা বেশি বাড়ে, তেমনি আমারও নষ্টচন্দ্র দেখবার জন্যে খুব একটা ছটফটানি হত, এদিকে আবার কলঙ্কের ভয়ও খুব হত। যদিও 'কলঙ্ক' কথাটা ছাড়া তার মর্মার্থ কী তা জানতাম না, বুঝতামও না। এক একবার চোখ বুঁজে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা চোখ একটুখানি খুলে অল্প দেখে নিয়ে তখনই ভয়ে ভয়ে মুখ নিচু করতুম।

আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি নানারকম জাতের লোকেরা বাস করত—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর জাত, মুসলমান প্রভৃতি। আমার এখন মনে হয় তাদের সকলের পরস্পরেব প্রতি ব্যবহার ও কথাবার্তায় বেশ একটা সহজ স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভাব দেখতে পেতুম। সকলের সঙ্গেই যেন সকলের একটা কিছু পাতানো সম্পর্ক থাকত। মা মাসি দিদি দাদা যেখানে পাতানো না থাকত, সেখানে বয়স অনুসারে কায়েত ঠাকরুণ, মুখুজ্যে মেয়ে বা ঘোষ মশায়—এইবকম কিছু বলা হত। এরকম সম্বোধন কেমন বেমালুম বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে যায়, যেমন ফুলের সঙ্গে ফুল গাঁথা। আর 'মিস্টার', 'মিসেস্', 'মিস' এই সব শব্দগুলি শুনলে মনে হয় যেন ফুলের গাঁথ্নীর ভিতের মাঝখান থেকে কঠোর খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে ধাতুর টুকরো এসে পড়ল। মুসলমান ও হিন্দু পাড়াপড়শীর ভিতরেও ঐরকম সম্পর্ক পাতানো থাকত। আমার মনে আছে একটি মুসলমান মেয়ে আমার আইমাকে মা বলেছিল। আইমা তাকে মেয়ে বলতেন আর তার স্বামীকে জামাই বলতেন, ও জামাই-ষষ্ঠীর সময় তাকে রীতিমত জামাইষষ্ঠী দিতেন। ঘরসংসারের কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে বিকেলবেলা সকলে পরস্পরের বাড়ী যাওয়া-আসা করত। মুসলমান চাষীরা সূর্যোদয়ের আগে মিষ্টি খেজুর রস এনে আমাদের খেতে দিত, আর রাত্রি নটা দশটায় সব

চেয়ে মিষ্টি যে জিরেন রস তাই আনত, আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়ানো হত। বাপের বাড়ী ছেড়ে অবধি সেরকম রস আর কখনো খাইনি। খুব সুগন্ধ নতুন খেজুর গুড়ও তারাই এনে দিত, তেমন গুড়ও আর কখনো পাইনি। পুকুরধারের বড় কলাবাগানে মা একজন গরিব ক্যাওড়াব মেয়েকে থাকতে জায়গা দিয়েছিলেন, সে সেখানে ঘর বেঁধেছিল। সে আমাদের উঠোনের ছড়া ঝাঁট-এব কাজটা করত, ওঁরা তাকে খেতে দিতেন। তার একটু পয়সা রোজগার করবার দরকার হলে সে মাকে এসে বলত—মা ঠাকরুণ, একখানা ভাল কাপড় আর কিছু গয়না যদি আমাকে দেন তো আমি সাজগোজ করে ছুচার বাড়িতে গিয়ে ক্ষুদে-নাচন নেচে কিছু পয়সা যোগাড় করে আনতে পারি। মা তাকে একখানা ভাল শাড়ি ও কিছু গয়না দিতেন, সেইগুলো নিয়ে সে নাচ সেরে আবার ছু একদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দিত, মা তার উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে তুলতেন। মুসলমান পাড়াপড়শীরাও মা ও বাবামশায়ের কাছে এসে এমন সহজভাবে আপনার জায়গা বুঝে নিয়ে সেখানে বসত ও গল্প করত যাতে কোন পক্ষের কোন দ্বিধাবোধ বা মনোমালিন্যের কারণ কিছুমাত্র থাকৃত না। তাদের বাগানের কোন নতুন ফল বা তরকারি হলে তারা কত আহ্লাদের সহিত আমাদের এনে দিত। মা বাবামশায়রাও নিজের ঘরের তৈরী বা বাগানের কোন জিনিস কত খুশির সঙ্গে তাদের দিতেন।

বিবাহের কথা

(শ্বশুর বাড়ী)

একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—কিরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন—সাত বছর বয়সে বিয়ে দিলে, অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়। কলকাতার ঠাকুরবাড়ী থেকে তখন যশোরে মেয়ে খুঁজতে পাঠাত, কারণ যশোরের মেয়েরা নাকি সুন্দরী হত। যে সব দাসীরা মনিবের পছন্দ ঠিক বুঝতে পারে, তাদের খেলনা দিয়ে তাঁরা মেয়ে দেখতে পাঠাতেন। আমাদের ওখানেও এইরকম দাসী গিয়েছিল।

আমার শাশুড়ীর (মহর্ষির স্ত্রী) রং খুব সাফ ছিল। তাঁর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়ীকে (তিনি তখন ছয় বৎসরের মেয়ে) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ী ছিলেন না—গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ী এসে, মেয়েকে তাঁর দেওর না বলে-কয়ে নিয়ে গেছেন শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন। আমার দিদিশাশুড়ীও খুব সুন্দরী ছিলেন শুনেছি। তাঁকেও নাকি মনুবুড়ি বলে এক পুরনো দাসী পছন্দ করে এনেছিল।

আমাকে বোধ হয় দাসী পছন্দ করে' গিয়েছিল। যখন আমার বিয়ের দিন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন তাঁরা আমাকে আনতে সরকার চাকর দাসী ইত্যাদি পাঠালেন।

বিয়ের পর বাসী বিয়েতে আমাকে মেয়েপুরুষ মিলে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে নিতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ীর অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধ হয় আমার শাশুড়ী আমাকে কোলে করে' তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভারী মোটা শরীর ছিল, কিন্তু আমি খুব

রোগা ও ছোট ছিলুম বলে’ কোলে করতে পেরেছিলেন। আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক কোণে বসিয়ে রাখলেন। মাথায় এক গলা ঘোমটা, আর পায়ে গুজরী-পঞ্চম ইত্যাদি কত কি গয়না বিঁধছে। আমার পাশে একজন গুরুসম্পর্কীয়া বসে যৌতুকের টাকা কুড়োতে লাগলেন। আমি তো সমস্তক্ষণ কাঁদছিলুম। আমার শ্বশুর যখন যৌতুক করতে এলেন তখন একটু জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলুম। তিনি জিগ্যেস করলেন—কেন কাঁদছে? লোকে বললে—বাপের বাড়ী যাবার জন্যে। তাতে তিনি বললেন—বল পাঠিয়ে দেব। সকলে বলতে লাগলেন—দেখেছ কী সেয়ানা বউ! ঠিক তাকমাফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে, যখন শ্বশুর যৌতুক করতে এসেছে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকে আমাকে রোজই দেখতে আসত ও নানারকম ফরমাশ করত—উপর বাগে চাও তো মা ইত্যাদি। মেয়েরা কাপড় পর্যন্ত খুলে দেখত। আমি খুব লাজুক ছিলাম। সমবয়সীদের সঙ্গে ভালভাবে কথা কইতুম না। ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা কেটে গেল।

সেকালে আমাদের অন্দরমহলে এক ছেলে-মানুষ-করা পুরনো লোক ছাড়া কেউ আসতে পারত না। বিবাহিত লোকেরা ছাড়া কেউ রাতে বাড়ীর ভিতর আসতেন না, কিন্তু কখন কখন দিনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন। আমার পাঁচজন নন্দাইদের একজন ছাড়া সকলেই ঘরজামাই ছিলেন। নন্দাইরা প্রায় সকলেই কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, হয়ত কলকাতায় পড়তে এসেছেন, সুন্দর চেহারা দেখে এঁরা ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পিরালী ঘরে বিয়ে করবার পরে তাঁদের নিজেদের বাড়ীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। একজনের বাপ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন শুনেছি।

আমার বড় ননদ সৌদামিনী দেবী আমাদের খুব যত্ন করতেন। বাপের বাড়ীর জন্য যখন কাঁদতুম তখন সান্ত্বনা দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন—সে সব তখন কিছুই জানতাম না। ক্রমে ক্রমে যখন ওঁদের

সঙ্গে মিশে গেলুম তখন অন্দরমহলে বেশ সুখেই ছিলুম। দাসীরা গঙ্গা নাইতে গেলে বলতুম ছোট ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনতে, তাই দিয়ে আমাদের ঘুঁটি খেলা হত। তাস খেলাও বোধহয় শিখেছিলুম, তাতেও খুব আনন্দ পেতুম।

অনেকদিন বাদে বাদে বাবামশায় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আসতেন। আগেই বলেছি, তাঁকে ভয় করতুম, তাই বেশি কথা বলতুম না।

আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ী ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ী আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি সামনে বসে থাকতেন তক্তপোশের উপর, আর দাসীরা আমাদের ঐসব মাখাত। দিন কতক পরে যতদূর হবার হলে ছেড়ে দিতেন। আমরা মেয়েরা বউয়েরা সকলেই ঠিক তাঁর কথামত চলতুম। আমি বড্ড রোগা ছিলুম। একদিন কাদের বাড়ীর বউরা বেড়াতে এসেছে সেজেগুজে, তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে মা বল্লেন, "এরা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখ দেখি, আর তোরা সব যেন বৃষকাষ্ঠ!" তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই সুন্দর চাঁপার কলির মত হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি দালানে গিয়ে বমি করব।

বিয়ের দুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে সুদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে রইলেন। মা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন ভাড়া বাড়িতে বউ পাঠাবেন না। আমি তাঁর উপর তো কখন কিছু বলিনি, এই কথা শুনে লুকিয়ে ছাতের এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলুম। দাসীদের ভয় করতুম, কেননা তারা মায়ের কাছে লাগিয়ে দিয়ে বকুনি খাওয়াত। এমন সময় উনি মায়ের কাছে কি একটা কথা বলতে এলেন। বড়ঠাকুরঝিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—সে কোথা? বড়

ঠাকুরঝি বল্লেন—তার মা তাকে আনতে পালকি পাঠিয়েছেন কিন্তু ভাড়া বাড়িতে মা পাঠাবেন না বলেছেন, তাই সে ছাতে বসে কাঁদছে। উনি এই কথা শুনে তখনি বাবামশায়ের কাছে চলে গেলেন। তিনি বাপের কাছে যত স্পষ্ট কথা বলতেন, এমন আর কোন ছেলে সাহস করত না। বাবামশায় যখন শুনলেন মা এই কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ীর ভিতর চলে এলেন। এসে মাকে বল্লেন—সত্যেন্দ্রর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়া বাড়ী বলে' তাকে যেতে দাও নি? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও।—একথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হল। মায়ের কাছে গিয়ে শুধু তাঁকে মা বলে ডাকতে এত আনন্দ হচ্ছিল যে একটা আলাদা ঘরে গিয়ে মা মা বলতে লাগলুম। সামনে বারবার বলতে লজ্জা করছিল।

আমাদের অসুখ বিসুখ করলে দাসীরা গিয়ে মাকে খবর দিলে তিনি বলতেন, যা দপ্তরখানায় খবর দে গে যা। সেখানকার কর্তা ছিলেন আমার মামাশ্বশুর। তিনি ডাক্তারকে খবর পাঠাতেন।

তখনকার ভাল ডাক্তারদের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙালী ডাক্তার আমাদের পরিবারে বাঁধা ছিলেন। একবার মনে আছে একটা অসুখ হয়ে কোণে পড়ে আছি। ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। মামা নিয়মিত খাইয়ে গেলেন। তারপর পড়েই আছি। আর কোন খোঁজ খবর নেই। আমার বড় ননদ তখন আঁতুড়ে, তা বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব আঁতুড় ঘরের কাছে গিয়েই বসলুম। তখন ভয়ানক খিদে পেয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। বড় ঠাকুরঝির খাবার জন্যে একজন ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে দিয়ে গেল, তাতে বুঝি নাড়ী শুকোয়। তিনি তখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—খাবে? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তখন এত শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছিল যে, লজ্জা করবার অবস্থা ছিল না। সেই চিঁড়ে খেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ এল।

আমার শাশুড়ীর একটু স্থূল শরীর ছিল, তাই বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। সংসারের ভাঁড়ারাদির কাজ বোধ হয় দপ্তরখানা থেকেই করা হত। দৈনিক বাজারে আমাদের কিছু করতে হত না। কেবল পৌষপার্বণে রাশীকৃত পিঠে গড়তে হত বলে লোক কম পড়লে মেয়েদের বউদের ডাক পড়ত। ঝাল কাসুন্দি বড় বড় তোলোহাঁড়িতে করা হত। কাঠি দিয়ে জল মাপা হত, তার আবার অনেক বিচার, একটুকুতেই অশুচি হত। ক্রিয়া-কর্মে আনন্দনাড়ু করবারও ধুম পড়ে যেত। আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে। আর মা একখানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন ; এই ছিল তাঁর রাত্রের সাজ।

একবার জমিদারীর আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদেব রাঁধতে শেখাও। রান্নাঘরের রান্না বড় সুবিধের হত না। দপ্তরখানা থেকে ঘি তেল এনে বামুনরা চুরি করত। কেবল বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন মা রান্নাঘরে নিজে গিয়ে বসতেন। তখন তারা একটু ভয়ে থাকত। কৈলাস মুখুজ্জে বলে একজন খুব আমুদে সরকার ছিল। ছেলে বাবুদের সঙ্গে রঙ্গরস করত। সে বামুনদের চুরি ধরবার মতলবে এক-একদিন রান্নাঘরে খেত। তারা ফন্দি করে কাঁচাকাঠ উনুনে দিয়ে খুব ধোঁয়া বার করলে, যাতে মুখুজ্জে দেখতে না পায়। কিন্তু চোরাই মাল রাখবে কোথায় ? তাই একজন বামুন নিজের পেটে চালাবার উপক্রম যেই করেছে অমনি কৈলাস চোখমুখ পুঁছে তাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরেছে। আমরা রান্নাঘরের রান্না অল্পই খেতুম। তবে দুএক টাকা করে মাসহারা পেতুম, তাই দিয়ে কখন কখন সখ করে কিছু খাবার আনিয়ে আমোদ করে খেতুম। একাদশীর দিন দাসীরা পয়সা চাইত, দু এক পয়সা পেলেই খুশি হয়ে যেত। তাদের দিয়ে কখন কাঁচা আম কি জামরুল লেবু

আনাতুম। মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে লেবু খেতে খেতে ছাতে পায়চারি করতুম। ছেলে বাবুদের মাসহারা বেশি ছিল।

মা বোধ হয় কৃপণতা করে বাজারের টাকা থেকে কিছু বাঁচাতেন কারণ কর্তামশায় প্রায় পাহাড়ে ভগবানের ধ্যান করে বেড়াতেন বলে কবে বাড়ী আসবেন তাই গুণে বলে দেবার জন্যে দৈবজ্ঞদের পয়সা দিতেন। এক আচার্যানী ও তার ছেলে আসত—তারা তাঁর কল্যাণের জন্য স্বস্তি স্বস্ত্যয়ন করতে বলত, সেজন্য মা মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। মা তাঁর জন্য শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতেন, তাই সংসারের কাজে বড় একটা মন দিতে পারতেন না। এতে অযথা অনেক ব্যয় হত বলে ছেলেরা দরোয়ানকে বলে আচার্যানীর আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু মা সে কথা টের পেয়ে কান্নাকাটি বকাবকি করাতে সে আবার এল।

এই সময়ে মায়ের খুড়ী, কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী মায়ের কাছে থাকতে এলেন। তিনি এসে মায়েব ও আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনো আর অসুখে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন; তিনি এসে সবদিকে সকলের সুবিধা হল। তাঁকে আমরা দিদিমা বলতুম। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না, তাই ক্রমে আমাদের ওখানেই রয়ে গেলেন। তিনি প্রায় মায়েরই সমবয়সী ছিলেন ও তাঁর বেশ সঙ্গিনী হলেন।

আমরা তখন শুধু একখানা শাড়িই পরতুম—তাঁর উপর শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় হয়ত একটা দোলাই গায়ে দিতুম। বিয়ের আগে ছেলেরা বাইরেই থাকত, বিয়ে হলে সকলেরই একখানা আলাদা ঘর হত, সেখানে রাত্রে শুতে আসত। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন—কিন্তু আমারত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ীর ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দু'জনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ীর ভিতরে এলেন। তার পরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম;

আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার এক পাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই—। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।

মনোমোহনের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। তিনিই ওঁকে প্রথমে পরামর্শ দিলেন যে—ভিক্টোরিয়া ত আমাদের দেশের লোককে সিবিল সার্বিসে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে যায়নি। চলনা দেখি আমাদের সিবিল সার্বিসে নেয় কিনা। তিনি ক্রমাগত এইভাবে লইয়ে লইয়ে ওঁর বিলেত যাবার মত করালেন। বাবামশায়ের ইচ্ছে ছিল যে সব ছেলেরাই বড় হয়ে জমিদারী দেখে। কিন্তু উনি অনেক বলা-কওয়ায় বিলেত যাবার অনুমতি দিলেন।

আমি প্রথম প্রথম লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতুম না। লজ্জা আমার অসাধারণরকমের ছিল। তখন উনি একবার বলেছিলেন যে—তুমি যদি কথা বলো ত যা চাও তাই দেব। তাতে আমি একটা ঘড়ি চেয়েছিলুম, উনিও দিয়েছিলেন। ওঁর বিলেত যাবার সময় অবশ্য সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিলুম। আমার নাম জ্ঞানদা বলে উনি আমাকে 'জ্ঞেনি' বলে ডাকতেন।

একদিন ওঁর যাবার সময় সময় দিদিমার কাছে বসে আমার একটা গান লেখবার সখ হল। এই পর্যন্ত লেখা হয়েছিল—

"কেমনে বিদায় দেব থাকিতে জীবন
তুমি তো যাবে আনন্দে, সঙ্গীগণ লয়ে সঙ্গে"—

তারপরে আর এগোয় নি।

সেই কাগজটা আমি ঘরে ফেলে গিয়েছিলুম, দিদিমা আবার ওঁকে সেটা দেখালেন। তারপর উনি এই গানটা রচনা করে ফেল্লেন—

কেমনে বিদায় দিব থাকিতে জীবন—
কোন প্রাণে যাব চলি বিজন গহন।

কেমনে ছাড়িব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন।
শরীর যদিও যাবে— মন সদা হেথা রবে
যার ধন তারই কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত
কভু না ছাড়ায় তবু পাদপবন্ধন।

তাঁর গান লেখার খুব অভ্যাস ছিল, ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক রচনা করেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দিকে ওঁর খুব ঝোঁক ছিল, এবং বোধ হয় সেইটেই জীবনের ব্রত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। মনে আছে একবার বলেছিলেন—আমি যখন প্রচার করতে বেরব তখন ত রাত জাগতে হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। অবশ্য বিলেত যাওয়াতে সে সাধ পূর্ণ হল না। কিন্তু সেখান থেকেও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে পাঠাতেন; এক একটা নতুন গান পেয়ে মহর্ষি খুব সন্তুষ্ট হতেন।

আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত, রোজ সকালে আমাদের তৈরি হবার জন্য আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা পড়ত। তার আগে আমরা কিছু খেতুম না। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লে দালানে নেবে যেতুম। মহর্ষি থাকলে তিনিই উপাসনা করতেন, তখন মাও গিয়ে বসতেন। না হয়ত বড়ঠাকুর কিম্বা উনি বসতেন। মেয়েরা একদিকে বসতুম পুরুষেরা আর একদিকে। উপাসনাব পব খেতুম লুচি তরকাবি দুধ ইত্যাদি। চায়ের রেওয়াজ তখন বড় একটা ছিল না। তারপর নাইতে যেতুম। একতলায় একটা ঘরে বড় একটা চৌবাচ্চা ছিল, সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে আমোদ করে নাইতুম। এ ওর গায়ে জল দিচ্ছে, কেউ সর ময়দা মাখছে, কেউ মাখাচ্ছে। আমার সেজননদ নানারকম মাখতেন বলে ওঁর স্নান সব শেষে সারা হত। তিনি ওই চৌবাচ্চাতেই সাঁতার দিতে শিখেছিলেন। মোটা ছিলেন বলে সহজেই ভাসতে পারতেন। আমার আর শেষ পর্যন্ত সাঁতার শেখা হল না।

স্নানের পর সবাই মিলে গল্প করতে করতে একসঙ্গে খেতুম। রান্নাঘরের রান্না বড় ভাল লাগত না, তাই চচ্চড়ি বা ঝোলের মাছ নিয়ে টক কি কিছু দিয়ে খেয়ে নিতুম। পাতে যা থাকত তা দাসীরা খেত, তাছাড়া আলাদা চাল পেত। তখনকার কালে দাসীদের ১৲, চাকরদের ২৲ ২॥০ টাকা এই রকম মাইনে ছিল। পরে ক্রমশ বেড়ে গেল। নতুন দাসী এলে তাদের ঘরের কথা জানতে আমাদের খুব আমোদ বোধ হত। তার স্বামী আছে কিনা, তাকে ভালবাসে কিনা ইত্যাদি। দাসীদের নিচে আলাদা ঘর ছিল, সেখানে খাবার নিয়ে গিয়ে খেত, কাপড় রাখত।

উনি বিলেত যাবার পর ওঁর মাসহারা আট টাকা আমাকে দেওয়া হল; তাতে নিজেকে খুব বড়লোক মনে করলুম। তার থেকে মাসে মাসে কোন খাবার আনাতুম, দাসীদেরও খাওয়াতে ভালবাসতুম।

বিয়ের পরে আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমার বাবামশায় একটা পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে মুসলমান পর্যন্ত বড় বড় ছেলেরা যেত; কেবল আমি একলা ছোট মেয়ে ছিলুম। আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত; এখনো লাগে। উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরিজী শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় নি। সেজন্য বোম্বাই গিয়ে ওঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলুম, বেশ মনে আছে।

তখন বাড়ীর ছেলেদের জন্যে একজন কুস্তিগির পালোয়ান মাইনে করা থাকত। ছেলেরা সকলেই কুস্তি শিখত। কুস্তির জন্য গোলা-

বাড়িতে একটা আলাদা চালাঘর ছিল। তাতে অনেকটা ঢিলে নরম মাটি কিরকম তেল দিয়ে মাখা থাকত, যাতে পড়লে না লাগে। বম্বে গিয়েও প্রথম প্রথম উনি ঐরকম মাটির আখড়া তৈরি করাতেন। সেজঠাকুরপোই বেশি কুস্তি করতেন। বোধ হয় ছেড়ে দেবার পর যে বাতে ধরল তাতেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গেলেন। উনিও দাঁও প্যাঁচ খুব জানতেন। আর শীতকালে ভোরবেলা ঈডেন গার্ডেনে হেঁটে যাবার একটা নিয়ম ছিল। সেখানে দরজা বন্ধ থাকত ও কেউ গেলে সান্ত্রী বলত "হুকুম সর্দার" অর্থাৎ who comes there?

উনি বিলেত যাবার সময় আমাকে দিদিমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। আমার মনে আছে একদিন রাত্রে বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাঝখানে দিদিমা, একপাশে উনি আর একপাশে আমি। আমি লজ্জায় কিছু বলছিনে, কিন্তু চোখে একটু একটু জল আসছে। উনি দিদিমার হাতে আমাকে দিয়ে বল্লেন— একে তোমার মেয়ের মত দেখ। ওঁর কথা দিদিমা যথার্থ ই রেখেছিলেন। আমাকে তিনি খুবই যত্ন করতেন। যখন পূর্ণিমার দিন খুব জ্যোৎস্না হত, আমি কিছুতেই ঘরে থাকতে পারতুম না, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। শীতকাল হলে দিদিমাকে আমি একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে দিতুম, বেচারা বুড়োমানুষ বসে থাকতেন। এই জ্যোৎস্না ভালবাসবার কথা ওঁর বম্বের চিঠিতেও পরে উল্লেখ করেছেন।

বিলেত থেকে উনি আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। আমি লিখতুম কিনা মনে নেই। ফিরে এসে বম্বে থেকে যখন কলকাতায় আসতুম, তখন আমাদের নিয়মিত চিঠি লেখালিখি চলত। ওঁর সে সময়কার খানকতক চিঠি এখনো আমার কাছে আছে। আমার মেয়ে সেগুলো নকল করে দিয়েছে, নইলে পুরনো কাগজ সব খসে খসে পড়ছিল।

মনোমোহন ঘোষ ওঁর সঙ্গেই বিলেত গিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ওঁদের যাওয়া হল, কিন্তু তিনি সিবিল সার্বিস পাশ করতে পারলেন না, —উনি করলেন। তবে সেজন্য তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ পরে তিনি খুব বড় ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর সম্বন্ধে বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজে বের করবার আগে তাঁকে কন্‌ভেণ্টে দিয়ে ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয় নি। তবে সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে' তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন,—বোধহয় তাদের মতে Oriental যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে ওঁর পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না। দুচারখানা শাড়িও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।

কর্তামশায় আমাকে বম্বে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলে, আমাকে ঐ পোশাক পরিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। জাহাজে অপরিচিত বিদেশী খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত ছিলুম না। উনিই আমাকে সব করেকর্মে দিতেন। মতি বলে একজন চালাক মুসলমান চাকর সঙ্গে নিয়েছিলেন। উনি সংসারের বিশেষ কিছু বুঝতেন না, তারই হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে তার বদলী যখন অন্য চাকর এল, তখন বুঝলুম সে আমাদের কত ঠকিয়েছিল। ওঁর যেমন যেমন মাইনে বাড়ত সবই নিয়ে নিত। ক্রমে আমিও সংসারের কাজ একটু একটু শিখলুম।

বোম্বে গিয়ে আমরা প্রথমে মানেকজী করসেদজী নামে এক ভদ্রলোকের পরিবারে গিয়ে উঠলুম। এখান থেকেই সেটা ঠিক হয়ে ছিল। তিনি তাঁর দুই মেয়েকে এখানে লেখাপড়া শিখিয়ে পরে বিলেত ঘুরিয়ে এনেছিলেন। তাদের নাম আইমাই ও সিরীণবাই। ওঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন, ইংরেজ বড়লোকের সঙ্গে যাতায়াত ছিল।

সিরীণবাই এখনও (১৯৩৭ খ্রীঃ) বেঁচে আছেন, বোধহয় নব্বইএর উপর বয়স হয়ে গেছে। একদিন বম্বের লাটসাহেব Sir Bartle Frere ওঁদের ওখানে এসেছেন আর প্রথম দেশী সিবিলিয়ানের স্ত্রী বলে ওঁরা আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভদ্রতা করে আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমার তখন যা ইংরিজী বিছার দৌড়, তাঁর এক কথাও বুঝতে পারলুম না। পরে তিনি চলে গেলে উনি আমাকে খুব বকলেন যে, লাট সাহেব তোমার সঙ্গে অত কথা বললেন আর তুমি একটিও উত্তর দিলে না? আমি তাঁকে আর কি বলব। তিনি ভেবেছিলেন হেমেন্দ্র বুঝি আমাকে তৈরী করে রেখেছেন। কিন্তু আমি যে কেবল ছুতিন অক্ষর বানান করে পড়তে পারি, তা তো জানেন না। বকুনি খেয়ে আমি ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম, তখন সিরীণবাই এসে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

মানেকজীদের বাড়ীতে আমরা মাসকতক ছিলুম। তার মধ্যে বড় মেয়ে আইমাইএর বিয়ে হল। সিরীণবাই চিরকালই অবিবাহিত ছিলেন। মানেকজী খুব আমুদে লোক ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে থেকে ওঁদের আচার ব্যবহার কতক কতক জানতে পারলুম আর তাঁদের সঙ্গে লোকসমাজে একটু একটু বেরতে আরম্ভ করে লজ্জা ভাঙতে লাগল। আমি লজ্জায় কথা কইতুম না বলে মানেকজী আমাকে "মুগী মাসি" (বোবা) বলতেন। টেবিলে বসে কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে তাঁদের কাছেই শিখলুম। তাঁরা প্রায়ই লোকজন নিমন্ত্রণ করতেন। ওঁদের ভ.ষা গুজরাটীরই মত; আমার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা হত। আমার সেই অদ্ভুত পোশাক ছেড়ে ক্রমে ওঁদের মত কাপড় পরতে লাগলুম। ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরে। পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মত বাঁ কাঁধে পরতুম, সায়া পরতুম। ওরা সর্বদাই রেশমী কাপড় পরে, আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পাতলা পিরাণ মত জামার তলায় পরে। ওদের ধর্মের সঙ্গে এগুলোর সব যোগ আছে। আর আতস বায়রাম বলে একটা ঘরে ওরা সর্বদাই অগ্নিরক্ষা

করে। সেখানে বিধর্মীদের যেতে দেয় না। ওরা অগ্নি-উপাসক বলে তামাক পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ, যদিও আধুনিক লোকে তা মানে না।

কিছুদিন পরে সরকার থেকে খবর দিলে যে, ওঁকে Asst. Collector হয়ে আমেদাবাদে যেতে হবে। উনি মতিকে কিছু টাকা দিয়ে আগে আলাদা পাঠিয়ে দিলেন, ঘর গুছিয়ে রাখবার জন্য। আমাদের ট্রেনে আর একজন দেশী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে উনি ইংরিজীতে কি কথা বলে আমাকে এসে বল্লেন—এক জায়গায় আমাদের নাবা উচিত ছিল সেখানে নাবা হয়নি, অনেক দূর ছাড়িয়ে চলে এসেছি। ঐ ভদ্রলোকটি সুরাটের নবাব। তিনি সে রাত্তিরটা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখবেন, পরে ঠিক গাড়িতে তুলিয়ে দেবেন। ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হল, নইলে কোথায় চলে যেতুম কে জানে। হাতে পয়সাও বেশি ছিল না। তাদের ওখানে বড় বড় মাংসের ডিশ এল। চাকররা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদের দিতে লাগল। তাদের ছুরিকাঁটা ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না। পরদিন সকালে খাইয়ে দাইয়ে তাঁর জাঁকালো জুড়ি গাড়িতে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। উনি মাঝে মাঝে এইরকম ভুল করতেন। সিবিল সার্বিস পাশ করলেও সংসারজ্ঞান বেশি ছিল না। এই গল্প শুনে মানেকজী খুব হেসেছিলেন ও লোকজন বাড়িতে এলে বলতেন—Do you know how Tagore went to Ahmedabad? বম্বে মাঝে মাঝে আসতে হলে আমরা তাঁদের বাড়িতেই এসে থাকতুম। তাঁরা আমাদের খুবই যত্ন করতেন। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলে আর এক মারহাট্টি পরিবারের সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। আনা, দুর্গা ও মানিক বলে তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল। গোবিন্দ কড়কড়ে বলে এক খ্রীস্টান মারহাট্টি বন্ধুও আমাদের ছিল। তাঁর বিস্তারিত ইতিহাস ওঁর আত্মজীবনীতে আছে।

বম্বেতে ব্রাহ্মসমাজকে বলে প্রার্থনাসমাজ। আমরা যেখানেই যেতুম প্রার্থনাসমাজে যেতে হত। মারহাট্টি গুজরাটি সব ভাষাতেই ওঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আমিও শুনে শুনে একটু বুঝতে

শিখেছিলুম। ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে তারা নিজের ভাষা বলত, আমি হিন্দী বলতুম। ক্রমে হিন্দুস্তানী শিখে গিয়েছিলুম।

আমাদের সঙ্গে বোম্বাই প্রবাসে ওঁর ভাইবোনদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রায়ই থাকতেন, আমরা তাঁদের অনুরোধ করে নিয়ে আসতুম। আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আর আমার ননদ স্বর্ণকুমারী—এঁরাই প্রথমদিকে গিয়েছিলেন। আমেদাবাদের পর মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সিন্ধুদেশ, কানাড়া প্রভৃতি বোম্বাইয়ের সব প্রদেশেই ক্রমশঃ বদলি হয়ে হয়ে ঘুরেছি। উনি যেখানে যেখানে যেতেন সেখানকার ভাষা শিখতে হত। একবার মনে আছে কানাড়ী ভাষায় পরীক্ষা দিলে উনি ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন, সেই ভরসায় উনি বম্বে গিয়ে ৩০০০৲টাকার আসবাবের ফরমাশ দিয়ে এলেন ; অথচ পরীক্ষায় পাশ হলেন না। অগত্যা বাবামশায়কে তার করলেন ৩।৪০০০৲ টাকা পাঠাতে। কি উত্তর আসে সেই ভাবনায় আমরা দুজনে বসে বসে Huntley Palmersএর এক টিন বিস্কুট সামনে রেখে এক একটা করে খাচ্ছি। তারপরে তার এল যে টাকা দিতে পারবেন না। সারাদিন আমরা মুখ শুকিয়ে বসে রইলুম—পরে সন্ধ্যায় টাকা এল। মানেকজী এই কথা শুনে বলেছিলেন—prodigal son of a thrifty father!

ওঁর অল্প বয়সে অনেকদিন ধরে পায়ে বাতের ব্যথায় ভুগেছিলেন। তাই আমরা মাঝে মাঝে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যেতুম ও লম্বা ছুটিতেও যেতুম। আমরা বাড়ী গেলে আত্মীয়স্বজন খুব খুশি হতেন। ওবাড়ীর খুড়তুতো ভাইরা, বিশেষ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওঁর কাছে সর্বদা এসে বসতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ও রাশভারি ছিলেন। তখনকার কালে একজন গরীব নাট্যকারকে দিয়ে প্রথম এক নাটক লিখিয়ে অনেক খরচ ও ধুমধাম করে নিজের বাড়ীতে অভিনয় করিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীর দুএকটি ছেলে অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। নাটকটির নাম বোধহয় নবনাটক। আমাদের মেয়েদের দেখবার জন্যেও আলাদা জায়গা করে দিয়েছিলেন।

একবার এমনি যখন কলকাতায় এসেছি, উনি আমাকে লাটসাহেবের বাড়ীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অসুস্থ বলে যেতে পারেন নি, আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন—বোধ হয় Lady Phaer। বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিঁথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, তাঁকে আবার নিয়ে গিয়ে দেখালেন। সেখানে ঠাকুরগুষ্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঠাকুরবাড়ীর একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন—পরে শুনলুম। ওঁকে ছেলেবেলায় একজন পড়িয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কাছে এসে কথা বল্লেন। তখনকার লাটসাহেব কে ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় Lord Lawrence। বাড়ীর সকলে বল্লেন যে উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি। শুনেছি আমাকে অনেকে মনে করেছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই একমাত্র তখন বেরতেন। তখন আমি খুবই ছেলেমানুষ ছিলুম। তারপরে অনেক-বার অনেক জায়গায় লাটসাহেবের বাড়ী গেছি অবশ্য, তবে শেষ পর্যন্ত হাঁটু নুইয়ে courtesy করাটা ভাল অভ্যাস হয়নি।

প্রথম যখন আমি অন্তঃসত্ত্বা হলুম, তখন আমি কিছু বুঝতুম না বলে দৌড়াদৌড়ি করতুম, তাই দুএকবার সন্তান নষ্ট হয়। তখন আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে nine-pins খেলতুম মনে আছে। তাই ওখানকার একজন দেশি ডাক্তার আমাকে বই দিয়েছিলেন, তা পড়ে একটু একটু জ্ঞান হল। এরকম অবস্থায় একবার কিছুদিন একলা জোড়াসাঁকোয় এসে ছিলুম। সেই সময়কার ওঁর চিঠি কখানা আমার কাছে রয়েছে। তাতে দেখি উনি আমাকে বিবি বা মেম রেখে ইংরিজী পড়তে বা বলতে শেখবার জন্য খুব উপদেশ দিতেন। নিজে কি কি বই পড়ছেন তাও লিখতেন। চিরকালই মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। বিলেতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ভিতরের খড়খড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছেন। কাজেও তাই করেছিলেন। বাইরে কিছু অনুষ্ঠান হলে আমরা ঐ

খড়খড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখতুম, তার বেশি কখনও যেতুম না। সেইটেই অন্দরমহলে যাবার পথ।

উনি যেদিন বম্বেতে প্রথম dinner party দিলেন, আমার মনে আছে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলুম যে খাবার টেবিলে কিছুতেই বসব না, যদিও টেবিলাদি সব সাজিয়ে দিয়েছিলুম। যেই একজন সাহেব আমার হাত তার হাতের ভিতর নিয়ে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেল, অমনি আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। পরে অবশ্য খাবার নিমন্ত্রণ করা, টেবিল ভাল করে সাজানো ইত্যাদি আমার খুব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। রাঁধবার ভাল লোক ছিল বলে আমাদের খানারও সুখ্যাতি হত।

Miss Mary Carpenterকে উনি বিলেতে চিনতেন। তিনি বুড়োবয়সে সখ করে এদেশ দেখতে এসেছিলেন ও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। তখন আমি খুব কমই ইংরিজী বলতে পারতুম, কোনরকম করে তাঁর কথা বুঝতুম। তিনি খুব গোঁড়া একেশ্বরবাদী (Unitarian) খ্রীস্টান ছিলেন ও নিজের দেশে জেলে গিয়ে কয়েদী দেখা প্রভৃতি নানা হিতকর কাজ করতেন। রামমোহন রায়কেও বোধ হয় বিলেতে চিনতেন। তিনি এদেশে মন্দির দেখতে চাইতেন না—পৌত্তলিকতা বলে। আহমদাবাদের বেচরদাস নামক একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর জন্য একটা নিমন্ত্রণ সভা করে একে একে তাঁর তিন স্ত্রীকে আলাপ করিয়ে দিলেন। First Mrs. Becherdas, তারপরে Second Mrs. Becherdas পর্যন্ত Miss Carpenter কোনরকম করে সইলেন ; তারপর যখন Third Mrs. Becherdas এল তখন তাঁর মূর্ছা হয়ে পড়বার উপক্রম, একেবারে চৌকির উপর হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়লেন। একজনের যে তিন স্ত্রী থাকতে পারে, এরকম অধর্মের কাণ্ড তাঁর পক্ষে এতই অভাবনীয় যে, একটা কথাও বলতে পারলেন না।

যে সূর্যকুমার চক্রবর্তীকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী শেখাতে

বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বড় মেয়ে Miss. Carpenterএর সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিল। উনি যখন Miss Carpenterএর সঙ্গে গল্প করতেন আমি তার সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করতুম, যদিও সে আমার বড় ছিল। শ্যামলা রঙের উপর তার মুখশ্রী ভাল ছিল। তাকে আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল; কলকাতায় এসে তাঁকে দেখিয়েওছিলুম। কিন্তু এই সব দেখেশুনে ওর মা তাড়াতাড়ি তাকে কনভেণ্টে নান্ করে দিলেন, পাছে আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে।

বম্বের কোন্ শহরের পর কোন্ শহরে বদলি হলুম তা এখন ঠিক মনে করতে পারছিনে। তবে আমার বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ হবার আগের বছর পুণায় ছিলুম জানি, কারণ আমার ননদ ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল পুনায় হন বেশ মনে আছে, এবং তিনি সুরেনের চেয়ে এক বৎসর বয়সে বড়। স্বর্ণকুমারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুণায় যান। যে বাড়ীতে আমরা ছিলুম সেটা উঁচু একতলা, একজন ধনী পার্সীর বাড়ী, বড় বড় ঘর খুব জাঁকালরকম সাজানো ও নদীর ধারে। আমি তখন ছেলেপিলে হবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতুম না, আমার স্বামীও ধাত্রী প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করেন নি; পূর্বেই বলেছি তিনি সংসারানভিজ্ঞ ছিলেন। একদিন আমরা দুজনে নদীতে স্নান করে ঘরে ফেরবার পর স্বর্ণ বল্লেন তাঁর অস্বস্তি করছে। আমি পেটে তেল মালিশ করতে লাগলুম,—তারপর হঠাৎ একটা কালো মাথা দেখে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ি কি মরি একেবারে চাকরদের ঘরে ছুটে গিয়ে তাদের একজনের বুড়ী মাকে ধরে নিয়ে এলুম। সে যা দরকার সব করলে, তারপরে অবশ্য দাই প্রভৃতি এসে পড়ল।

আমার বড় ছেলে সুরেনের জন্ম ১৮৭২ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঐ পুণাতেই হয়। বড় হয়ে তিনি নিজেই মজা করে বলতেন যে, ইংরেজরা যে দুই জিনিস দুচক্ষে দেখতে পারে না, আমি একাধারে তাই—Bengali

Babu আর Poona Brahmin! আমার পুত্রসন্তান হবার সংবাদ পেয়ে আমার শ্বশুরমশায় আহ্লাদ প্রকাশ করে স্বহস্তে আমাকে আশীর্বাদ করে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা আমি পরম সৌভাগ্য মনে করেছিলুম মনে আছে। সুরেনের রং ছেলেবেলায় খুব সাফ ছিল। তার এক বৎসর ও আমার একুশ বৎসর এক সঙ্গে আরম্ভ হল, আমাদের ঠিক কুড়ি বৎসর বয়সের তফাৎ।

পুণার কাছে সিংহগড় ব'লে একটা পাহাড় আছে, সেটা পেশোয়া-দের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেখানে সুরেনকে ছেলেবেলায় বেড়াতে নিয়ে যেতুম মনে পড়ে। মাথায় জরির টুপি পরে খেলে বেড়াত, দেখতে বেশ লাগত।

আমার মেয়ে ইন্দিরার জন্ম হয় বিজাপুরের কালাদ্‌গি শহরে, ১৮৭৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে। সে সময় আমার খুব অসুখ করেছিল ও একজন মেম খুব যত্ন করেছিল মনে আছে। তাই আমার মেয়েকে এক মুসলমানী দাইয়ের দুধ খেতে হয়েছিল, তার নাম আমিনা। আমি ছোট ছেলেপিলেকে চাকর দাসীর কাছে রেখে বাইরে যেতে কখনোই ভালবাসতুম না, তার জন্য উনি কখনো কখনো অসন্তুষ্ট হতেন। এখনকার মেয়ে বউরাও তা করলে আমার ভাল লাগে না, তাদের বকি। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী চাকর-দাসী ছোট মেয়েদের বলে বিবি, তাই থেকে আমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত আপনার লোক সকলে বিবি বলেই ডাকে। আমার ছেলের রং খুবই সাফ ছিল, তার তুলনায় মেয়ের রং ময়লা হয়েছিল বলে উনি তাকে একেবারে কালো বলে হেনস্তা করতেন প্রথমে; যদিও পরে খুবই ভালবাসতেন। আমি যখন দুই ছেলে নিয়ে প্রথমে বাড়ী এলুম তখন আমার খুব আদর হল। বৌএর ছেলে না হলে আর আদর হত না। বাঁজা বউয়ের আদর নেই। আমার শাশুড়ী বিকেলে মুখ হাত ধুয়ে তক্তপোশের বিছানায় বসে দাসীদের বলতেন অমুকের ছেলে কি মেয়েকে নিয়ে আয়। তারা কোলে করে থাকত, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতেন, নিজে বড় একটা

কোলে নিতেন না। যারা সুন্দর তাদেরই ডাকতেন, অন্যদের নয়। তাই আমি ভাবলুম যে মা যদি আমার ছেলেদের ডাকেন তবেই বুঝব যে তারা সুন্দর হয়েছে।

আমরা সিন্ধুদেশে হাইদ্রাবাদ ও শিকারপুরে গিয়েছিলুম। সে দেশটা খুব শুকনো ও গরম। ইংরেজরা নাকি বলে যে ভগবান যখন সক্কর সৃষ্টি করেছেন, তখন নবক সৃষ্টি করবার কী দরকার ছিল? বিকেলে ওঁর কাজ হয়ে গেলে আমরা নৌকো করে সিন্ধু নদে বেড়াতে যেতুম। আর সঙ্গে একটি শিখ ছেলে যেত, সন্ধ্যায় সে গান করত "গগন মে থাল ববিচন্দ দীপক বনে, তাবকা মণ্ডল চমকে মোতিরে"—বেশ লাগত। সুবেনেব এক চাকর ছিল, তাকে সব কথায় 'ক্যাওয়াস্তে' বলে বলে বিরক্ত করে মারত। শেষকালে সে এক জবাব দিত 'পেট্‌কাওয়াস্তে'। ওখানকার লোকে খুব তীরন্দাজ,—একজনের হাতের তীর আর একজন তীর দিয়ে কাটবে। তাই সুরেনও খুব তীর ছুঁড়তে শিখেছিল।

ওদেশে জলের খুব অভাব। তাই খুব গভীর গর্ত খুঁড়ে কুয়ো করে। আর ছোট ছোট কলসির একরকম মালা দড়িতে বাঁধে, সেটা একটা চাকার উপর লাগিয়ে দেয়। সেই চাকা ঘুরিয়ে দিলে প্রত্যেক কলসিতে জল ভরে যেই কুয়োর মুখে আসে, তখন তার কাছে কাটা একটা নালার মধ্যে জলটা পড়ে যায় ও ক্ষেতের ভিতর চারিয়ে যায়।

ওখানকার 'পাল্লা' বলে একরকম মাছ খুব বিখ্যাত—আমাদের ইলিশ মাছের মত। খালি হাঁড়ির উপর বুক দিয়ে জেলেরা ভাসতে ভাসতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়—ধরে সেই হাঁড়ির মধ্যে রাখে। আমার এক আয়া ছিল, সে বলত—'পাল্লা মচ্ছি খানা, সিন্ধ্‌ মুলুক ছোড়কে নহি যানা।'

ওখানকার বড় লোকদের বলে মীর। তাদের স্ত্রীরা খুব পর্দানশীন, কারও সামনে বেরয় না। ওঁর সঙ্গে কত লোকের আলাপ ছিল, কিন্তু তাদের স্ত্রীদের কখনও দেখিনি। মিস্ কার্পেণ্টার আসতে একজন দুপুর রাত্রে তাঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, যাতে কেউ টের না পায়।

আমার আর একটি পুত্রসন্তান বোধ হয় সিন্ধুদেশেই হয়। তার নাম রেখেছিলুম কবীন্দ্র, ডাকনাম চোবি। এই তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ বিলেত যাই, যতদূর মনে আছে। সেই সময় এক ইংরেজ দম্পতী বিলেত যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, বোধ হয় ওদের ভাষা কায়দাকানুন শেখবার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন। কিন্তু জাহাজে সমুদ্রপীড়ার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়েছিল, প্রায়ই শুয়ে থাকতুম। তখন রামা বলে আমাদের এক সুরতী চাকর ছিল, তাছাড়া এক মুসলমান চাকর বিলেত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই দেশে ফিরে গেল। সে জাহাজে আমাদের খুব যত্ন করেছিল।

বিলাতের কথা

উনি আমাদের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আমার বিলেত যাবার কথা লিখেছিলেন। তাঁরা আমাদের নাবিয়ে নিতে জাহাজে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি খ্রীস্টান হয়ে খ্রীস্টান কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন বলে তাঁর বাপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। সেই অবধি তিনি সপরিবারে বিলেতে বাস করছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে ছিল—বলেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা, তাঁদের ডাকনাম ছিল বালা ও সতু। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রং খুব সাফ ছিল। তিনি আদরের ছেলে ছিলেন বলে বাপ অল্প বয়সে যশোরের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীর তিনি খুব অনুগত হয়ে পড়েছিলেন, এমন কি পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াতেন ও দিনরাত কাছে কাছে থাকতেন। সেই স্ত্রী মারা যেতে তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন, সেই সময় কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ নামে এক পাত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে খ্রীস্টান করে ফেল্লেন। বাপের মৃত্যুর সময় নাকি তিনি একবার দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে ঢুকতে পারেন নি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর অত্যন্ত বেঁটে ছিলেন বলে' তাঁর গুষ্টিসুদ্ধ তিন চার পুরুষ পর্যন্ত বেঁটে রয়ে গেছে। বালা ও সতু খুব বেঁটে ছিলেন, চেহারাও তেমন ভাল ছিল না, কেবল খুব চুল ও বড় বড় চোখ ছিল। তখনকার ধরণের ইংরিজী পোশাক পরতেন। তাঁদের ওখানে যে-সব ইংরাজ ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ হত—হয়ত বিয়ের সম্বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে —তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন যে, এদের বিয়ে করব কি, শরীরে যে কিছু নেই, শুধু কাঠি। বালা ও সতুর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। আর সকলে মারা গেলে অনেকদিন পর সতু বিষয়-কর্মের পরামর্শের জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে কলকাতায় এসেছিল। যদিও জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাপের বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তবু কিছু বিষয় তাঁর ছিল, তার থেকে তাঁর চলত। শেষে তাঁর এক বন্ধু উকীল Ramsdenকে বলেছিলেন যে সে যদি Tagore নাম নেয় ত তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

আমরা প্রথম বিলেতে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠেছিলুম আর আমার ছেলেদের দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন যে, বেশ ঠাকুরবাড়ীর উপযুক্ত হয়েছে। তাদের খেলনাও দিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাদের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। Miss Sharp ও Miss Donkins বলে দুই মেমের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। Miss Sharpএর বয়স হয়েছিল, কিন্তু কুমারীর মত বেশ সাজগোজ করে থাকতেন। তাঁর একজন দাসী ছিল, সে তাঁর পাকাচুল কুঁক্‌ড়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখত। আমি মনে করতুম তিনি আমার বয়সী, পরে শুনলুম ৪০।৫০ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে ব্রাইটন গিয়েছিলুম মনে আছে। সেখানে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতুম। তখন একটু একটু কাজ-চালানো ইংরিজী বলতে পারতুম। বিলেতে প্রথম বরফ-পড়া দেখে আমি এত মোহিত হয়েছিলুম যে, পাতলা রেশমী শাড়ি পরেই বাইরে ছুটে গেলুম, আর যেমন পড়ছে কুড়তে লাগলুম। সবাই বারণ করেছিল যে এখন বাইরে যেও না। তার দরুণ খুব অসুখ করেছিল। উপর-হাতে ফুলো হয়ে ভিতরে ঘা

হয়ে গেল। তখন Lord Lister আমাকে দেখেছিলেন—যিনি পরে antiseptic বের করেন। বহুদিন পরে যখন দেশে এলুম গুরুচরণ কবিরাজের তেলে সেই নালি ঘা সেরে গেল। বিলেতে অনেক দিন slingএ হাত বেঁধে বেঁধে শেষে এতটা উঁচুর বেশি হাত তুলতে পারতুম না।

বিলেতে আমার যে ছেলেটি অসময়ে হয়, তার মাথাটা ভাল করে হয়নি, শীঘ্রই মারা গেল। তাকে বলেছিলুম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের কাছে গোর দিতে।* গত বৎসরও হেমলতা বউমারা গিয়ে সেটা দেখে এসেছেন। তার উপরের চোবি বলে' ছোট ছেলেটিও বিলেতে মারা যায়। আমার মনে হয় রামা বলে চাকরটা তাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বেশি জোরে জোরে হাঁটাত। আমার এখনো তার জন্য দুঃখ হয়। সে Lily of the Valley ফুলের নাম করতে বড় ভালবাসত মনে পড়ে।

ছেলেদের অসুখের সময় Miss Donkins বলে মেমটি আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। সে গৃহস্থের মেয়ে, পরের উপকার করে বেড়াত। ছেলেদের যখন খুব খারাপ অবস্থা, তখন রাত্রি-বেশেই ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল ডাক্তার ডাকতে।

বিলেতে প্রায় আড়াই বছর ভিন্ন ভিন্ন ভাড়া বাড়ীতে ছিলুম। উনি মাঝে বিলেতে এলেন, রবিকেও সঙ্গে এনেছিলেন। বালা পিয়ানো বাজাত, সেই সঙ্গে রবি গাইতেন, তাতে সে খুব খুশি হত। দুজনে খুব জমে গেল। রবির মাথা পরিষ্কার করে আমি চুল আঁচড়ে দিতুম। তারপর তিনি গান গাইতে শিখলে খুব সুখ্যাতি পেলেন। ছেলেরা শুনত 'পাপা আসছে, পাপা আসছে'। কিন্তু সেখানে যত ছেলের পাপার রং সাদা দেখে, আর ওঁর রং কালো দেখে বিবি দরজার আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে বল্ল "That's not my Papa!" ওদের 'পাপার' সঙ্গে ভাব করতে অনেক সময় লাগল। কিছুদিন পরে আমরা একসঙ্গে ফ্রান্সে যাই। Mediterranean-এর নীল জল খুব সুন্দর। ফরাসীতে সমুদ্রের নাম "Mer" আর মায়ের নাম Mère.-এর একই উচ্চারণ।

এই দুইএর তারা তুলনা করত। আমরা Nice-এ একটা হোটেলে ছিলুম। সেখানে ছেলেমেয়েদের একটু একটু ফরাসী শেখাবার জন্য হোটেলের চাকরদের কাছে নিজে গিয়ে দুধ জল প্রভৃতি চাইতে বলতুম।

আর একটি সুন্দর ছোট সাদা কুকুর সেখান থেকে এনেছিলুম বলে' তার নাম রেখেছিলুম Nicois। দেশে এলে বাড়ীর দু' একটি ছেলে তার ভেউ ভেউ ডাক শুনে ভয়ে খাটের উপর উঠে পড়ত মনে আছে। কিন্তু সে আসলে দুষ্টু ছিল না, কামড়াত না। ট্রেনে তাকে টুকরিতে লুকিয়ে বেঞ্চির তলায় রেখে দিলে সে স্টেশনে থামবার সময় গার্ডকে গাড়িতে আসতে দেখলে ভেউ ভেউ করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করত, তাও মনে আছে। হোটেলে আমার মেয়ের চুল দেখে কোন মেম নাকি বলেছিল যে ঠিক যেন কালো রেশমের মত। তাই আবার বিবি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে সে কথা ঠিক কিনা। আর তাকে একটা ছোট পুতুল দিয়েছিলুম; তার সঙ্গে একবাক্স কাপড় ছিল, বদ্‌লে বদ্‌লে পরাবার জন্য। সেই পুতুলটাকে খাবার টেবিলে বিবি রেখে দিত, আর হোটেলের ওয়েটর তাকে ক্ষেপাবার জন্যে তুলে তুলে নিয়ে যেত।

ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত Marseillaise আমার খুব ভাল লাগত। এখনো একটু একটু মনে পড়ে। ওখানে একটা বাড়ী ছেড়ে যখন আর একটা বাড়ীতে উঠে গেলুম তখন প্রথম বাড়িওয়ালী খুব রেগে গেল, বল্লে—এখানে যেরকম ভাল খাবার পাও সেখানে কী তা পাবে?—একটু একটু ফরাসী বলতে পারতুম। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ফরাসী বলতে পারি কিনা; তাতে আমি বল্লুম—Je ne parle pas franc,ais; তখন তিনি বল্লেন, এইত বল্লে। আর একটা কথা মনে আছে, রাস্তা কোথায় জানতে হলে বলতে হত Par ou` faut-il prendre pour aller অমুক জায়গায়। Ollendorf-এর একরকম বই পাওয়া যেত তাতে কথাবার্তা চালান একরকম শেখা যায়। ছোট ছেলেপিলে নিয়ে এই অল্প জ্ঞান নিয়ে বিদেশে যে কি করে কাটিয়েছিলুম, আর উনিই বা কি করে এই অবস্থায় আমাকে

একলা পাঠালেন তাই এখন ভাবি। অবশ্য সেখানকার লোক আমাকে মায়া করত আর সবাই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

বিলেতে থাকতে Tunbridge Wells, Brighton ও Torquay তে গিয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারের জায়গায় ছেলেরা বালি নিয়ে বালতি নিয়ে খেলা করত। দেশের লোকের মধ্যে Mabel Dutt (পরে ওঁর বন্ধু তারকনাথ পালিতের বউ হন) বেশ সুন্দরী ছিলেন। তার বাপ ক্ষেত্র দত্ত মেম বিয়ে করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসতেন। একদিন মদ খেয়ে গেলাসে অল্প রেখে-ছিলেন, বিবি সেটুকু খেয়ে ফেলেছিল। সেজন্যে তাকে খুব বকলুম, কারণ তাঁর জিভেএকটা অসুখ ছিল। মেবল আমাব ছেলেদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল ও তাদের শোবার সময় গল্প বলত। তাতে Beel-zebub-এর কথা থাকত, তারা এখনো মনে করে। আর একজন ছিলেন অ্যানি চক্রবর্তী। তাঁর বাপ গুডীব (সূর্যকুমার) চক্রবর্তী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন ও মালয় ফিরিঙ্গী মেম বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে সিসটার বেনেডিক্টা নামে নান্ হন আগেই বলেছি। এই অ্যানি ছিলেন তাঁর আর একটি মেয়ে ও তাঁর চেহারায় মাতৃকুলের কিছু ছাপ ছিল। তিনি এদেশে এসে প্যারী রায় নামক ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে বহু দিন সুখে সচ্ছন্দে সংসার করেন। তিনি সামাজিক মেলামেশায় খুব পটু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কাল ধরে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর সম্প্রতি পঙ্গু অবস্থায় বেঁচে আছেন শুনতে পাই, তবে আমার সঙ্গে আর দেখাশুনো হয় না।

আমারও এখন শরীর প্রাচীন ও অপটু। চোখে কানে ভাল দেখতে শুনতে পাইনে। সব কথা ভুলে যাই। সেইটেই আমার বেশী কষ্টকর মনে হয়। কাজেই পূর্বজীবনের কথা ধারাবাহিক ভাবে বলা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু আমার মেয়ে ছাড়েন না, তাই তাঁর প্রশ্নের যতটুকু প্যারি উত্তর দিয়ে যাই। তাতে খাপছাড়া ভাবে কিছু জানা যায় মাত্র।

স্ত্রীর প্রতি পত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্ত্রীকে এই পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন নব্বই বিরানব্বই বৎসর পূর্বে। এই সুদীর্ঘকাল পরে পত্রের কাগজগুলি জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইয়া বা কালির দাগ বিবর্ণ হইয়া কতক কতক লেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লেখকের কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সেই নিশ্চিহ্ন অংশগুলিতে সম্ভাব্য শব্দ পূরণ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত শব্দগুলিকে [ ] বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। যেস্থলে অনেকটা অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে সেখানে * * * * এইরূপ তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশক

(১)

Harmondsworth

17th March, '63

স্নেহের জ্ঞেনোদ

তোমরা যখন ১১ মাঘের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলে, আমি তখন [এক] পৃথিবী ছাড়া দেশে পড়িয়া এমন [আনন্দ হারাই]লাম। ১১ মাঘে প্রথম এইবার [বাড়ী] ছাড়া হইলাম। আর ৬ দিন গেলে ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হয়। আর [কত] বৎসর এই রকম করিয়া যায় [বলিতে] পারি না। আর ভাই নূতন কথা কি লিখিব। দিনগুলিন একই রকম করিয়া যাইতেছে। এই নির্জ্জন পল্লীতে আমরা পুস্তক ও অধ্যয়ন লইয়াই আছি। এত [দিন] অন্তর লিখিতেছি বলিয়া ভাবিত হইবে না। ইংরাজিতে এক বাক্য আছে—No news is good news। এ কি বুঝিতে পারিলে? ইহার অর্থ কোন খবর না পাইলে সুখবর মনে করিবে। আমি কি ভাই তোমাকে ভুলিতে পারি? • •

• • • • • • • •

আর তুমিও মনে করিতেছ আমিও মনে করিতেছি কবে আবার চখে চখে দেখা হবে? তুমি কিরকম আছ ও কিরকম করিয়া সময় কাটাও লিখিতে ক্ষান্ত থাকিও না। তুমি যে বিবির কথা লিখিয়াছ দেখি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি কি না। লণ্ডনে কাহারো সঙ্গে দেখা করা সহজ নহে। এক স্থান হইতে আর এক স্থান এত দূর। লণ্ডন ত এক [শহর] নহে, এক পৃথিবী বলিলেও [অত্যুক্তি মনে না] করিয়া তাহা সমুদয় ইংলণ্ড [বিশ্বাস] করিবে।

তোমার সে উপহার মনে আছে—তাহাই তোমাকে প্রেরণ করিয়া এখনকার মত বিদায় লই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON
16th Nov. '63

ভাই বর্জিনি

তুমি মনে করছো আমি তোমাকে বুঝি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এতদিন পত্র লিখি নাই বলিয়া যে তোমাকে ভুলে গিয়েছি তা নয়। তোমাকে আমি সর্ব্বদাই মনে করি। তুমি শুনিয়াছ আমি আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি—আগামী জুলাই মাসে আর এক পরীক্ষা আছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গমন করিব। আমি বোম্বাই গেলে তুমি অবশ্য আমার সঙ্গে যাইবে। তারপর তোমাকে কি প্রকার অবস্থায় রাখিব, তোমার শিক্ষা কিরূপ ভাল হইবে —কোথায় থাকিলে ও কি প্রকার সংসর্গে থাকিলে উন্নতি লাভ করিবে, সে সকল বিষয় আমার সর্ব্বদা মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহার এখনো কিছু স্থির করিতে পারি না। আমাতে মনোতে এ বিষয় লইয়া কত সময় কথা হয়। এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই [ভিন্ন] তা থাকুক, এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্ত্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রীসৌভাগ্য এখনো অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবন-উদ্যানের পুষ্প— তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা। এদেশে সর্ব্বদাই আমার এই প্রকার মনে হয়। আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে, কিন্তু তোমার আপনার উপরেই তাহার অনেক নির্ভর। ইংলণ্ডে

এখন এতদিন থাকিয়া ইহা একপ্রকার বাড়ির মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পূর্ব্বাপেক্ষা কত বলপূর্ব্বক মনে আঘাত করে। কিন্তু সে বিষয়ে বিস্তার করিয়া লিখিবার বিশেষ ফল দেখি না। আমাদের দেশের আচারের বল অত্যন্ত অধিক—প্রত্যেকের নিজের শক্তি অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল দুর্দ্দশার মূল। রোজ একমুষ্টি আহারে উদর পূরণ করা—তারপর ঘটা করিয়া বিবাহ করা—তারপর ছেলেপিলে হলো তো আর কে গোলোযোগ করে। বালিকা ভার্য্যা গৃহিণী হইলেন—আর তাঁহার কি করিবার অবশিষ্ট আছে? এইরূপেই ঘরকন্না লইয়া একরকম করিয়া দিনটা চলে গেলেই হলো। স্ত্রীলোকদের সঙ্গীত শেখা বড় স্পর্দ্ধার কর্ম্ম ও অশেষ অনর্থের মূল—এ-প্রকার ভাব বোধ হয় অনেকের আছে। আমি এখন সত্য সত্য মনে করিয়া পাই না আমাদের স্ত্রীলোকদের সময় কাটাইবার কি আছে। এখানকার কত লোকে আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ভালরূপ উত্তরই দিতে পারি না। একটি বিষয় এখানকার লোকেরা ভাল জানে না—সে এই যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ১৩।১৪ বৎসরে মাতার স্নেহভার ও কর্ত্তব্য লইয়া আক্রান্ত হয়—আর অন্য কিছু করিবার চিন্তা ও আবশ্যক থাকে না। আমি তোমাদের এতদিন পরে পত্র লিখিতেছি—কোথায় আনন্দের কথা হইবে, না দুঃখের কাহিনীতেই পত্র পূর্ণ হইল। আর কয়েক মাস পরেই ত আমাকে ফিরিয়া পাইবে। আগামী গ্রীষ্মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই বা না হই—ইউরোপ হইতে বিদায় লইতে হইবে। এক বিষয়ে দুঃখ হয় যে ইউরোপের ক্রোড় হইতে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধির প্ররোচনা হৃদয়ের ভাবের নিকটে কতক্ষণ দাঁড়াইবে। যখন তোমাদের দেখিবার ইচ্ছা হয়, ও দেশ ও বাড়ি মনে পড়ে, তখন আর সকল চিন্তা মনে স্থান পায় না। তুমি এখন না জানি কত বড় হইয়াছ। এখন তোমার শরীরের স্ফূর্ত্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবার সময়। তোমার যৌবন-কুসুমের কলিকাবস্থা গিয়া তাহা এখন প্রস্ফুটিত হইতে চলিবে। তুমি এখন আপনিই আপনার রক্ষিত্রী—এবং

তোমার আপনার মনের বলের উপর তোমার সুখদুঃখ নির্ভর। তুমি যাঁহার উপর অবলম্বন করিবার আশা কর, তিনি তোমা হইতে দূরে, তোমার আর কিছুদিন এখনো প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমি বাড়ির খবর অনেকদিন পাই নাই। সৌদামিনী সুকুমারী শরৎ স্বর্ণ বর্ণ কি করিতেছে। সৌদামিনীর নেগু ও ইরাবতী কেমন আছে? বৌঠাকরুণ ও তাঁহার দ্বীপেন্দ্র কি করেন? সোম রবি কত বড় হইয়াছে? রবির পরে আমার আর এক ভ্রাতা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম কি হইয়াছে? মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন? দিদিমা কি এখনো আমাদের বাড়িতে আছেন, না আর কোথাও? সকলকেই আমার প্রীতি ও ভালবাসা জানাইবে। আমি এখন লণ্ডনেই রহিয়াছি, হয়ত এ বৎসর সকল সময়ই থাকিতে হইবে।—এখন বিদায় লই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON
11th Jan. '64

ভাই জ্ঞানদা

আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তুমি তাহাতে চিন্তিত হইবে না। আমি লিখিয়াছি যে আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীন পূর্ব্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কি না? যদিও আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব কি। যে পর্য্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল

বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা' জান—আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ, ফলিবার জন্য, উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইংলণ্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। তোমাকে আলিঙ্গন দিবার জন্য কত কত স্ত্রীলোক এখানে হস্ত প্রসারণ করিয়া আছে। তুমি এখানে আপনার বাড়ির স্নেহের মধ্যেই থাকিবে। ইহা না জানিলে আমি বাবামহাশয়কে লিখিতে সাহস করিতাম না। তোমাকে আমি কতদিন দেখি নাই—ইংলণ্ডে দেখিতে পাইলে আমার মনের সকল আশা পূর্ণ হয়। তোমাকে একটা লেফাফার মধ্যে একটি পুষ্পময় পাতা প্রেরণ করিতেছি। তাহা তোমার প্রতি তাঁহার বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ। তোমাব এই স্ত্রীবন্ধুব নাম Miss Carpenter—আমার মনে নাই রামারঞ্জিকায় তুমি তাঁহার নাম পাইয়াছ কি না? কিন্তু তিনি একজন অতি উদাবস্বভাব পরোপকারব্রতী উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক। তিনি অবিবাহিতা কিন্তু কত কন্যার তিনি যথার্থ মাতা—তাহাদের নিজের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মদাতা তুল্য। তুমি Miss Carpenter এর বন্ধুতার চিহ্ন স্বীকার করিয়া আমার নিকট তাঁহাকে এক পত্র লিখো। হেমেন্দ্রের এর মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি হেমেন্দ্রের বধূর সঙ্গে তোমার বড় ভাব। জ্ঞানদা, তোমার জন্য আমি যে বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি, তাহাতে কি তুমি দুঃখিত হইবে? আমার তাহাতে কিছুই স্বার্থপরতা নাই, আমি কেবল তোমার হিতের জন্যই লিখিয়াছি। তোমার মনে কি লাগে . .মাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে, যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না ও আপনার মনের স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান

করিয়াছেন। আমরা যখন আপনারা স্বাধীনপূর্ব্বক নূতন প্রেমের সহিত বিবাহ বন্ধনে প্রবেশ করিতে পারিব, তখন কি সুখী হইব না? আমি এখন কেবল বাবামহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। আমি আরো দুই এক বৎসরের জন্য তোমার সুন্দর চক্ষুর অন্তরে থাকিব, এ বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর, এ অপেক্ষা আমি আর অধিক কি দেখিতে চাই। তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্তে ততই উপকার করিতে পারিবে। তোমার আসিবার যাহাতে সুবিধা হয়, বাবামহাশয় তাহা অবশ্য করিয়া দিতে পারিবেন। জ্যোতি যাহাতে তোমার সঙ্গী হইতে পারে তাহা আমি প্রস্তাব করিয়াছি। আমি অতি আগ্রহের সহিত তোমার ও বাবামহাশয়ের পত্র প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। লিখিতে বিলম্ব করিও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON
18th January, 1864

জ্ঞানদ

বাবামহাশয়কে তোমার ইংলণ্ডে আসিবার কথা লিখিয়াছি, বাবামহাশয় তাহাতে কি মত দিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক রহিয়াছি। তুমি নিজেই হয়ত কত কি মনে করিতেছ—আমি আবার ইংলণ্ডে কেমন করে যাব। আমার মনে আছে তুমি কেমন

লজ্জাশীলা ছিলে—তোমাকে কত বলিয়া একটু নতুন কাপড় কি জুতো কি মোজা পরিতে দিলে তুমি পরিতে চাহিতে না। আমার সামনে এতটুকু খেতেও লজ্জা করিতে। আমাদের স্ত্রীলোকের যা কিছু আচার, যত লজ্জা, যত ভীরুতা, তুমি যেন তার মূর্ত্তিমতী ছিলে। এখনো কি তোমার সবই সেইরূপ ভাব আছে? তুমি ইংলণ্ডে আসিলে তোমার আপনার যে কত উন্নতি হইবে তাহা তুমি আপনি জান না। তুমি হয় ত মনে করিবে এত গোলমালে আবার কে যায় —যেমন আছি বেশ আছি। কিন্তু জানোনা তোমার কত দেখিবার কত শিখিবার আছে, তাহা যদি কখনো এখানে আসো তবেই বুঝিতে পারিবে। তুমি একবার ইংরাজি আরম্ভ করিয়াছিলে, এতদিন যদি তাহা অভ্যাস করিতে তবে কেমন ভাল হইত। যাহা হউক আমার বোধ হয় তুমি দুই এক মাসের মধ্যে ইংরাজি অল্প বলিবার ও বুঝিবার মত শিখিয়া লইতে পারিবে। কিছুতেই চিন্তিত হইও না। যদি তুমি আসিবার মত ভাল সঙ্গী পাও, তবে তাহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিবার ত্রুটি করিও না। স্টীমারে আসিতে তোমার কিছুই ভয় নাই। বাবামহাশয় যদি তোমার আসিবার বিষয় সম্মত হন, তবে এমন সময় বুঝিয়া অবশ্য প্রেরণ করিবেন যখন সমুদ্রে কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার সঙ্গে জ্যোতিকে পাঠান হয় এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছি। তাহা হইলে ভাল হইবে না? জ্যোতি তোমার বেশ সঙ্গী হইবে সন্দেহ নাই। জ্যোতির হেমেন্দ্রের মত এর মধ্যে বিবাহ না হয় তবে বাঁচা যায়। তোমার যদি কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোন ভদ্রসমাজে যাওয়া হইতে পারে না। স্টীমারে আসিতে গেলে তোমার আহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাহা করিতেও অরুচি প্রকাশ করিও না। কেননা আমি জানি তোমাদের যে আহার, তাহার পরিবর্ত্তে বাতাস খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। সমুদ্রের উপর ক্ষুধার আধিক্য হইবে, সুতরাং পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা বিধেয়। সকালে চা

রুটি মাখন ও আর যাহা খাইতে চাও তাহা তোমাকে ঘরেই আনিয়া দিবে। ভোজনের সময় একটু মাংসের ঝোল কি কারি ভাতও খাইতে অসম্মত হইও না। কেশববাবু একবার আমাদের সঙ্গে সিলোনে আসিয়া পথে কেবল আলুভাতে ভাত খাইয়া থাকিতেন—একটু মাংসের ঝোল তাঁহাকে খাওয়ান দুষ্কর হইত। তুমি তাঁহার মত করিয়া শুকাইয়া থাকিও না। সমুদ্রে আসিতে মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নামিতে পাইবে। সিলোন হইতে আদেন পর্য্যন্ত জলের অধিক ভাগ—সুয়েজ হইতে আলেক্সান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত ভূমির অধিক ভাগ—তাহা রেলওয়েতে উত্তীর্ণ হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ পথে এক মাসের অধিক হইবে না। ফ্রান্সে পদনিক্ষেপ করিয়াই আমাকে দেখিতে পাইবে—আমরা তোমাকে সঙ্গে করিয়া ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে লইয়া আসিব। তুমি কিছুতেই ভাবিত হইবে না—ইচ্ছা যেখানে সেখানে উপায় মিলিবে সন্দেহ নাই। প্রথম সকল কর্ম্মই দুরূহ বোধ হয়, পরে যখন যথার্থ ই তাহা সাধন করিতে আরম্ভ করা যায়, তখন সকল সহজ হইয়া পড়ে। তুমি একবার ইংলণ্ডে পৌঁছিতে পারিলে সকল সুবিধা হইবে—তাহার কিছু চিন্তা নাই। আমি এখানে রহিয়াছি, তোমার ভয় কি? হেমেন্দ্র তোমার সঙ্গে আসিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু আমি যথার্থই দেখিতেছি হেমেন্দ্র তাহার স্ত্রীকে এখন ফেলিয়া রাখিয়া আসিতে পারেন না। তিনি যদি এখন বিবাহ করিলেন, তবে বিবাহের যে সকল কর্ত্তব্য তাহাও তাঁহার সাধন করিতে হইবে। আমি থাকিতে থাকিতে তুমি এখানে আসিতে পারিলে আমি কি সুখী হইব! তাহা হইলে এ দেশে যাহাতে তোমার সুন্দররূপ রক্ষা ও শিক্ষা হয়, তাহার উপায় করিয়া যাইতে পারি। ইংলণ্ড এখন এক মাসের পথ বই নয়। তোমাদের যশোর হইতে আমাদের বাড়ি আসিতে তোমার কতদিন লাগিয়াছিল ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমার খাওয়া দাওয়া ও কাপড় পরিবর্ত্তন যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা কেবল সাহসপূর্ব্বক করিবে। বাবামহাশয় যদি আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন, তবে তাহা সাধনের উপায়ের জন্য বড় ভাবিতে হইবে না। বাবামহাশয়ের কিরূপ মত

হয় ও তোমার কি ইচ্ছা আমাকে শীঘ্র লিখিবে। এখন এক চুম্বনের পর বিদায় লই—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর ভিতর তোমার প্রতি বন্ধুত্ব চিহ্নস্বচক Miss Carpenter-এর উপহার পাঠাইলাম।

শ্রীস

(৫)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON
18th February, 1864

ভাই জ্ঞানদ

আমার ইংলণ্ডে থাকিবার দিন চলিয়া যাইতেছে, আর বাড়ি যাইবার দিন সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। তুমি আমাকে এখানে আসিয়া দেখিবে, কি আমি তোমাকে বাড়ি যাইয়া দেখিব? আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার সম্মতি হইলে তুমি এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে পার। এমন দূরই বা কি, একমাসের পথ বইত নয়। তুমি কত দূরে রহিয়াছ, কিন্তু তোমার সঙ্গে মনে মনে এখানকার কত লোকের আলাপ হইয়াছে। কতলোক তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে ও তোমার মঙ্গল, তোমার উন্নতির ইচ্ছা করিতেছে। তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি ও উন্নতির একটুকু স্থান নাই। তুমি এদেশে আইস, তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে।

আমি সেদিন এক চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছি, তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ও হাসি হইতেছে—হঠাৎ আমাদের বাড়ির ভিতরকার কাঠের ঝরকার দিকে নজর পড়িল। তাহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি কাহাকে আদেশ করিলাম—কৈলাস মুখুয্যেকে বুঝি—যে ও সব ঝরকা কেন—সব ভাঙ্গিয়া ফেল। কৈলাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গেল, কিন্তু কতক পরে দেখিলাম তাহা এখনো ভাঙ্গা হয় নাই। ইহাতে কুপিত হইয়া কৈলাসকে আবার ডাকাইয়া বলিলাম, তুমি যদি আমার কথা না শুন তবে বাবামহাশয়কে বলিয়া দেব—আর যে পর্য্যন্ত ও ঝরকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিবে সে পর্য্যন্ত আমি এক গ্রাস অন্ন মুখে করিব না, এক বিন্দু জল পান করিব না। এই কথাগুলি এমন জোরে কুপিতভাবে বলিলাম যে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পার যে আমি তোমাদের জেলখানার যন্ত্রণা কত মনে করি। জ্ঞানদ, বাবা-মহাশয়ের যদি সম্মতি হয় যে তুমি এখানে আস, তবে কি তোমার তাহাতে কিছু আপত্তি আছে? তুমিই আপনিই আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছ যে তুমি আমাকে তোমার কাছে লইয়া চল। তোমার কেবল কতক আচার রীতি পদ্ধতির পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমত তোমার কাপড় পরিবর্ত্তন, তাহাতে তোমার কোন বাধা মনে করা উচিত হয় না। পায়ে মোজা ও পাদুকা পরিতে কি কোন কষ্ট বোধ কর? তারপর স্টীমারে আসিবার সময় তোমার আহারেও পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু এই সকল অল্প যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে পৃথিবীতে এক পাও চলা যায় না। আমি যখন প্রথম স্টীমারে উঠিলাম তখন কত বিষয় নূতন দেখিলাম—কত নূতন রকমে আমাকে চলিতে হইল—অশন বসন শয়ন সকলি নূতন প্রকার। কিন্তু এই সকল নূতন প্রথা শিখিতে কতদিনেরই বা কর্ম্ম,—সহজেই শিক্ষা করা যায়। কেবল

প্রথম একটু সাহস অবলম্বন করা। আমার মনে আছে আমি বাড়ি থাকিতে কত সামান্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনে তুমি কুণ্ঠিত হইতে। জ্ঞানদ, আমি এক্ষণি তোমাকে এখানে দেখিতে পাইলে কি খুসি হইব। আমি উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি বাবামহাশয় আমার প্রস্তাবে কি মত দেন। Miss Carpenter তোমাকে যে বন্ধুতাস্মূচক অভিজ্ঞান প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পাঠাইও। তোমার পিতার পত্র পাইয়াছি—তাঁহাকে আমার প্রণাম দিবে, আর বলিবে আমি শীঘ্র গিয়া হয়ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি কি এখন ইংরাজি কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া থাক। যদি কমলা দেবীর ভগিনী তোমাব সঙ্গিনী হন তবে তাঁহার সঙ্গে ইংরাজি শিখিতে পারিবে ও অনেক বিষয়ে তাহাতে সুবিধা হইবে।

এখন চুম্বনের সহিত বিদায় লই—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমেন্দ্রের পত্র তাহাকে দিবে।

(৬)

লণ্ডন
২৬ ফেব্রুয়ারি

ভাই জ্ঞানোদ

তোমার এবারকার পত্রে লিখিয়াছ কল্য ১১ মাঘের মহোৎসব বাহির বাড়ির ভিতর নানা প্রকাবে সুসজ্জিত হইয়াছে। মনে হয় সেদিন ১১ মাঘ গিয়াছে, কত উৎসব আনন্দের মধ্যে, সকালের গীতবাদ্য হইতে দুইপ্রহরের ব্রহ্ম সঙ্গীত পর্য্যন্ত কত সুখে যাপন করিয়াছি —এবার সে সময়ে কোথায় ? পৃথিবীর আর এক ভাগে, কত যোজন যোজন দূরে। যে সকল জিনিষ হৃদয়ের এমন প্রিয়,—সর্ব্বদাই

দেখিতাম, তাহার কিছুই নাই। তুমি তাও অনেক পরিচিত বস্তুর সহিত রহিয়াছ—প্রিয় সখাদের সঙ্গে কথা কহিয়া তবু এক দণ্ড মন খুলিয়া সুখী হইতেছ—আমার ভাই তাহার কিছুই নাই। নূতন দেশ, নূতন লোক—নূতন আচার পদ্ধতি, বিপরীত জলবায়ু—এক কঠোর পরীক্ষা সম্মুখে। বুঝিতেই পারিতেছ। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ—কবে পরীক্ষা দিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিব, কেন ঠিক করিয়া লিখি নাই। ইহার কারণ এই—এবিষয় আমি এখনো নিজে ঠিক জানি না। আগামী জুন মাসে আমাদের পরীক্ষার সময় আসিতেছে। যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে আরো এক বৎসর তাহার পরে থাকিতে হইবে। ইহার ত আর কোন উপায় নাই, কি করা যায়। আমি এক দেশে রহিয়াছি, তুমি আর এক দেশে রহিয়াছ,—এখন আমাদের কেবল মনের বন্ধন। কেবল আশায় আছি আবার চখে চখে দেখা হবে। আমার তোমাকে দেখিয়া আনন্দ হইবে, যদি দেখিতে পাই তুমি শরীর ও মনে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইয়াছ। তুমি আপনিই তাহা লিখিয়াছ। এখন কিরকম করিয়া সময় যাপন কর তাহা আমাকে অনেকদিন লেখ নাই। হেমেন্দ্রের নিকট কি এখনো অধ্যয়ন করিতেছ? হেমেন্দ্র আমাকে লিখিয়াছেন তিনি ইংলণ্ডে আসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে বাবামহাশয় তাঁহাকে এদেশে পাঠাইবারও মনস্থ করিয়াছেন। তাহা হইলে আমি তাহাকে পাইয়া কত সুখী হইতে পারি। তিনি চলিয়া আসিলে তোমার শিক্ষার কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি। মা ও বাবামহাশয় কাশীপুরের উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, বোধ হয় এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবেন। মা এখন কি তোমার সঙ্গে এক এক সময় কথা টথা কন—না আগেকার মত পৃথকই থাকেন? আমাদের পরিবারে কেমন দেখি সকলের সঙ্গে সকলের মনের মিল—কন্যারা অধ্যয়ন, সঙ্গীত ও নানাপ্রকারে সুখে কাল যাপন করেন। আমি তাহাদের কাছে

গেলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তুমি লিখিয়াছ, দিদিমা আর তোমার সঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে ভালবাসেন না। দিদিমা কেমন আছেন? বড়দাদা কি এক একবার তোমাদের মধ্যে আসিয়া আগেকার মতন হাসির কোলাহল উঠাইয়া তোমাদের আমোদিত করেন না? বৌঠাকুরুণ বুঝি এখন আর একরকম হইয়াছেন—হইবেনই ত? তিনি এখন মার যত্ন ও মার স্নেহ বুঝিতেছেন—সংসারের কত ভাবনাতে এখন আক্রান্ত হইয়াছেন—কেমন বৌঠাকুরুণ? সৌদামিনী ও সুকুমারীকে আমার প্রেম ও আশীর্ব্বাদ দিবে। এবার শীত প্রায় বিদায় লইতে চলিলেন—ভাগ্যে ভাগ্যে তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি আমাদের সামনে ধারণ করেন নাই। এখন এখানকার Prince of Wales (Victoriaর জ্যেষ্ঠ পুত্র) এর বিবাহের কথা উঠিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে ও ডেনমার্কের রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হইলে প্রজালোকের সকল প্রকারেই মনোরঞ্জন হইবে। আর কি বিশেষ—বিদায় লই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON
8th March, 1864

জ্ঞানদ

তোমার কাছে আমি এক অতি সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইতেছি। তাহাকে আমি বড় ভালবাসি। কে, তুমি কি বলিতে পার? আমাকে লিখ দেখি কার ছবি? জ্ঞেনদ তোমাকে আবার কবে দেখিতে পাইব? শীঘ্র আমার কাছে এসো—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮)

University Hall
GORDON SQUARE
LONDON W. C.
2nd July, '64

ভাই বর্জ্জিনি

তোমাকে আমি অনেক দিবস হইতে পত্র লিখি নাই এবং তোমারও পত্র পাই নাই। এতদিন পরীক্ষার ভিড়ে ব্যস্ত ছিলাম—এখন সকল পরীক্ষা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছি, আর কোন ভাবনা নাই। পরীক্ষার কিরূপ ফলাফল হইল তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। শীঘ্র জানিয়া তোমাকে লিখিব। লিখিব কি, আমার পত্র আর আমি হয়ত এক সঙ্গে গিয়াই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব। এতদিন পরে ভরসা হইতেছে আবার তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হইবে। আমি এক একবার মনে করি আমি ইউরোপের উন্নতির তরঙ্গের মধ্যে রহিয়াছি, তোমরা সেই একই সঙ্কীর্ণ স্থানে এক কথা লইয়া রহিয়াছ। আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোন রকম করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবামহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চির জীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারি না বাবামহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে তোমারও শরীর ও মন কখনই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস এই যে স্ত্রীলোকদিগকে

অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকেরা উন্নত ও স্বাধীন হইলে সমাজ যে কত উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে, ইংলণ্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। তুমি যদি ২৫ বৎসর অন্তঃপুরে যেমন আছ এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বৎসর আসিয়া ইংলণ্ডে যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ডের দুই বৎসর অন্তঃপুরের ২৫ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইবে। বর্জিনি, আমার সর্ব্বদাই মনে হয় যে আমাকে ছাড়িয়া তুমি এই দুই বৎসর কি করিয়া যাপন করিলে? এই দুই বৎসরকাল তোমার জীবনের মধ্যে না থাকারই সমান বিবেচনা হয়। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে। সে বিষয়ে ভাবিলে কি হইবে? আবার আমরা যখন মিলিত হইব তখন সকলি সুসার হইবে। বাবামহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন যে প্রথমে বোম্বাই গিয়া তারপর ছুটি লইয়া কলিকাতায় যাইলে ভাল হয়। কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম প্রথমে কলিকাতায় গিয়া তথা হইতে বোম্বাই যাওয়া শ্রেয়স্কর। বোম্বায়ে একবার গেলে সেখানে কখন বাড়ি আসিবার অবকাশ পাইব তাহা বলিবার যো নাই। আবার একবার কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মভঙ্গ করিয়া অবকাশ লওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। এইরূপ নানান্ ভাবিয়া প্রথমে কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। বৌঠাকুরুণকে আমার প্রীতি ও প্রণাম জানাইবে। সৌদামিনী ও সুকুমারী আর স্বর্ণ শরৎকে আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ দিবে। হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও জ্যোতিকে আমার স্নেহ জানাইবে। এবার তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পত্র লিখিলাম না, পরীক্ষার ফলাফল অবগত হইয়া আর সকলকে লিখিব। এই পত্র পাইয়া তুমি আমাকে যে পত্র লিখিবে তাহাতে যেন ব্রজমামা নিম্নলিখিত ঠিকানা লিখিয়া দেন—S. N. Tagore, Aden, Passenger on board P. & O. Com. or Mess. Imp. steamer (To await arrival). এখন প্রেম ও চুম্বনের সহিত বিদায় লই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯)

Dhundorka
24 May

ভাই জ্ঞেনুমণি

আমি ধোলরার অভিমুখী হইয়া আজ রোজকার তাম্বু করিব স্থির করিয়াছি। ধোলরার কার্য্য শেষ করিয়া ধোলকার দিকে চলিবার মানস আছে। ধোলরায় থাকিবার যে সুখ তা ত জান। আর এখন ত আরো ভয়ানক হইবে। এখান হইতে কতক কলসি জল সঙ্গে করিয়া লইতে বলিয়াছি। তোমার ভাই দুই দিন চিঠি পাই নাই কেন? রাজ্ঞীর কিছু কি বন্দোবস্ত হইয়াছে? এখন কি বই আরম্ভ করিয়াছ—সেলাই কি করিতেছ—একলাটি কেমন লাগিতেছে? লিখিবে। ঘোড়ার জন্য কি হইয়াছে—সাজ করিয়া লইয়াছ কি না? পেস্তনজিকে আমি সাজের কথা লিখি নাই, কিন্তু পেস্তনজি আমাকে গাড়িঘোড়া সাজসমেত জন্য লিখিয়াছিল তাহা খণ্ডন করিয়া কোন কথা বলি নাই—ইহাতে বোধ হয় মৌনং সম্মতি লক্ষণং করিয়া লইয়া থাকিবে। যদি অন্য সাজ না করিয়া থাক তবে অল্প টাকায় তাহা ফিরিয়া লইলেও হানি নাই। কি বল ভাই? এখানকার মামলতদার আমার কাছে অনেক সময় আসে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, ইংরাজি না জানিয়াও তাহার মন অপেক্ষাকৃত এত প্রশস্ত ইহা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। আর তাহার এক বিশেষ গুণ এই কাহারো পক্ষ রাখিয়া কথা কহে না। আর কাহার কথা লিখিব। এখানকার লোকদের তো জান। এখানকার বাণিয়ারা আবার বন্দুক তলবার চাপরাস চাহে—কাগের উপর ময়ূরের পুচ্ছে যেমন শোভা তেমনি আর কি!

অসংখ্য অসংখ্য কিস জানিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্র

(১০)

Dhundorka
31 May, 1866

ভাই জ্ঞেনু

দেখিতেছ আবার ভাই আমি ধংধুকায়—ধোলেরায় জল আনিবার পয়সার জন্য এখানকার লোকদিগকেও উত্তেজনা দিবার জন্য "কলক্টর সাহেব" আমাকে লিখিয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি এক পাইও এ লোকদের নিকট হইতে আদায় হইবার নয়, কিন্তু কি করি, বড় সাহেবের অনুজ্ঞা, আর জান ত আমি তাঁহার obedient servant—যদিও তিনিও আমার—অতএব শোধবোধ গেল। ধংধুকা হইতে এবার যে ফিরিব, আর এমুখো হইব না। আমাদের সকল আফিসে কারকুন প্রভৃতির কর্ম্মস্থ সময় অনেক ফেরফার হইয়াছে। কালিদাসের খোলকায় বদলি হইয়াছে শুনিতেছি। তোমাকে রোজানা (১৩। ১৪ বৎসরের বালিকা) কৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক Miss Carpenter হইতে পাইয়াছি তাহা পাঠাইতেছি। তাহাতে মনোমোহনদের Bristol-এ Christmas-এর সময় যাইবার বিবরণ দেখিতে পাইবে। এতটুকু বালিকা কোন সাহায্য ব্যতীত কেমন সরল সহজ ভাষায় লিখিয়াছে দেখিবে। রোজানা Miss Carpenter-এর সঙ্গে তাঁহার মেয়ের মতই থাকে ও তাঁহার পরিচিত। আমি দিন মহম্মদের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছি—সে কিছুই যত্ন করিয়া কর্ম্ম করে না—আজ আমার ঘড়িটা ফেলিয়া দিয়াছিল—তাহার দুই কাঁটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তুমি যদি লইয়া যাইতে ত ভাল হইত। কাল রাত্রে ধোলেরা ছাড়িয়া সিগ্রামে করিয়া আসিলাম। যেন এক মহা পরিত্রাণ পাইয়াছি বোধ হইতেছে। তুমি কেমন আছ, তোমার ভাই চার পাঁচ দিন হইতে পত্র পাই নাই, কেন ভাই? কতদিন জ্ঞেনুকে কিস করিতে পাই নাই—ভারি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। তুমি আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার কাছে লইয়া যাইতে পার? ত বড়ই বাধিত হই। শ্রীসত্যেন্দ্র

(১১)

ওঁ

Allahabad
25 May, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

অদ্য প্রত্যূষে প্রায় ৩।০টার সময় আলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিলাম। ৬টার সময় জব্বলপুরের ট্রেন যায়, মনে করিলাম আলাহাবাদে না আসিয়া একেবারে জব্বলপুরের গাড়িতে উঠি। কিন্তু যথেষ্ট শ্রান্তি বোধ হওয়াতে আর সেরূপ করিতে পারিলাম না। পথিমধ্যে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। কল্য দাসপুরে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে পৌঁছিয়া সুপ মাংস পীচ প্রভৃতি বিলক্ষণ ফলার করিয়া লইলাম। সঙ্গে যে আহার সামগ্রী ছিল, তাহা প্রায় খুলিতে হয় নাই। রৌদ্রের উত্তাপও বিশেষ কিছুই বোধ হইল না। আমি যে গাড়িতে ছিলাম, তাহা আর কেহ অধিকার করে নাই, সমস্ত পথটা একাকীই চলিয়াছি। সঙ্গীর মধ্যে এক হৈমবতী পুস্তক, তাহাকে লইয়া আর কতক্ষণ থাকিতে পারি। তবে বসিয়া শুইয়া ভাবিয়া ত একপ্রকার কালক্ষেপ করিলাম। কল্য সন্ধ্যার সময় 'নব ইন্দুকলা' দেখিয়া তোমাকে মনে পড়িতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে তাহা অস্ত গেল—আমিও শয়ন করিলাম।

তোমাতে আমাতে এবার এক বৎসরের জন্য বিচ্ছেদ হইবে কাহার মনে ছিল কিন্তু তাহাই ঘটিল। বোধহয় কোন দেবতা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া আমাকে, যক্ষের অনুরূপ 'বর্ষভোগ্য কান্তা বিরহ গুরু' শাপ দিয়া থাকিবেন। এক্ষণে আর কি কবা যায়। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও কর্ত্তব্য সাধন মনে করিয়া এক বৎসর কাল কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাক; তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহা জানকীকে বলিলে তাহা আনিয়া দিবে। আর যদি কিছু না পাও ও তোমার কোনরূপ কষ্ট হয়, আমাকে লিখিলেই আমি তাহার উপায় করিয়া দিবার চেষ্টা দেখিব। তোমার যে কোন অসুখ হয়, একজন কাহাকেও সব খুলিয়া

বলা অত্যন্ত আবশ্যক—গোপন করিলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। রাজেন্দ্রবাবু তোমাকে যত্ন করিয়া দেখিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। তোমার যখনি আবশ্যক হয় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে ও তাঁহার পরামর্শ লইবে। যদি কোন বিবিকে রাখিতে ইচ্ছা হয় ত রাখিবে। তোমার কাছে যে টাকা আছে তাহার মধ্য হইতে দিনেকে কতক ও Charles nephewর বিল দিবে—আর টাকা শীঘ্রই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমার নামে বাবামহাশয়ের কোন পত্র আইলে তাহা খুলিয়া দেখিয়া পরে আমার নিকট পাঠাইবে। আমাকে বোম্বায়ে পত্র লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২)

Jubbulpore
PALMER'S HOTEL
27 May 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কল্য সন্ধ্যা ৭টার সময় জব্বলপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। আলাহাবাদে একাকী কি করি, মনে করিলাম নীলকমল মিত্রের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া দেখি। তুই প্রহরের পর তাঁহার নিকট গেলাম। চারু কয়েকজন বন্ধুর সহিত এক বাগানে ছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। নীলকমল বাবু কথায় কথায় বাগানে যাইবার প্রস্তাব করাতে আমি সম্মত হইলাম। আমি হোটেল হইতে যে পক্ষীরাজ ঘোড়া ও তদুপযুক্ত রথে আসিয়াছিলাম তাহাতে করিয়াই চলিলাম। বাগানে আহারের কোন সম্ভব নাই। নীলকমল বাবু বলিলেন তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না। গাড়িতে যাইতে যাইতে একস্থানে নামিয়া তিনি বাজার করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন দোকান হইতে মুরগী হাঁস, কোন দোকান হইতে পোলাওয়ের জন্য চালডাল, খাসির মাংস লইলেন, আর এক রাশ ডিম আনিয়া আপনার

টুপিতে ভরিলেন। যত অল্প দামে যত উত্তম সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে কোন ত্রুটি হইল না। সেই রৌদ্রে গাড়িতে বসিয়া আমার এমন ত্যক্ত ধরিতে লাগিল যে কি বলিব কিন্তু ধন্য নীলকমল! এক ছাতা কাঁধে করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া প্রচুর বন ভোজনের মত আহারসামগ্রী কিনিয়া লইলেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাগানে উপস্থিত হইলাম। তথায় চারু ও আরো দুই একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাগানটি মন্দ নহে। নানারকম ফলের গাছ আছে—আম-পীচ-লিচু-ফলসা-আঙ্গুর-কলা-fig প্রভৃতিতে পূর্ণ স্বর্ণের ঠিক মনোমত বাগান। আমি ত ফলের লোভ সম্বরণ করিত পারিলাম না। আপন হাতে ফল তুলিয়া খাইবার আমোদকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? রাজা বাবুর নিকটে আমার হইয়া বলিবে তিনি যেন ক্ষমা করেন। বাগানের কর্ত্তা রামেশ্বর নামে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ত আমার সিবিলিয়ন পদের পরিচয় পাইয়া আহ্লাদ রাখিতে পারিলেন না তাঁর ছোট ছোট দুই ছেলেকে বললেন—"আমাদের গবর্ণর কমিশনর ইহারা যেমন, ইনিও তাহাদের একজন। শুধু ত খেলিয়ে বেড়ালে হয় না দেখ বিদ্যাতে কত করতে পারে।" রামেশ্বর একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন—mutinyর সময় অনেক পুরস্কার পাইয়া এক্ষণে বিলক্ষণ ধনী হইয়াছেন।

তুমি এখন কেমন আছ? এই দুই তিন দিনে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ অবশিষ্ট কাল কিরূপে থাকিতে হইবে। তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা কে কে থাকেন। স্বর্ণ ও জানকী কি তেতলায় শোন? খাওয়া তোমার একলা হয় কি কেহ ভাগী থাকে? তুমি যেমন চাও তাহা পাইতেছ কি না? সকল বিশেষ করিয়া লিখিবে। নূতনকে আমার স্নেহ জানাইবে ও বলিবে যেন মধ্যে মধ্যে লেখেন—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীলকমল ও চারুর Photo তোমার album-এর জন্য পাঠাইলাম।

শ্রীস

(১৩)

Nagpore Hotel
29 May 1868

ভাই জ্ঞেনু

আলাহাবাদ বাগানে একজন অন্ধ ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি জন্মান্ধ, তবুও বুদ্ধিমান ও বিবেকী বোধ হইল। কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন মন্দ নহে—অর্থাৎ রাগরাগিনী শুদ্ধ না হোক কিন্তু সুর মন্দ নহে। তিনি অন্যের মুখে শুনিয়া উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক সকলের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এমন কি অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষু হারাইবার ভয় কর, কিন্তু দেখ চক্ষু না থাকিলেও কত করা যায়। আলাহাবাদ ২৬এ প্রাতে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন সন্ধ্যার সময় জব্বলপুর পৌঁছিলাম। ভাগ্যে চারুর কাছ থেকে একখানা Novel সংগ্রহ কবিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই পথের এক-প্রকার সম্বল হইয়াছে। এখন সেই গ্রন্থ পাঠ করিতেছি—তাহার নাম Oswald Cray—গ্রন্থকর্ত্তা অথবা গ্রন্থকর্ত্রীর নাম Mrs. Henry Wood। গ্রন্থখানি মন্দ নহে, তুমি আনাইয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবে। ইংরাজ সমাজের দোষগুণ—ভাল দিক মন্দ দিক—তাহার অন্তরের ভাব অনেক লক্ষিত হইবে। এক এক স্থলে বর্ণনা বেশ আছে। আর তাহাতে কতকগুলি কথা অনেকদূর পর্য্যন্ত পাঠকের অগোচর থাকাতে তাহার কৌতূহল উত্তেজিত হয় ও পরে কি হইল জানিতে ইচ্ছা হয়। তুমি পড়িয়া দেখিও—ভাষা সরল, বুঝিবার কোন কষ্ট হইবে না। জব্বলপুরের হোটেল হইতে তোমাকে পত্র লিখিয়াছি—সেই 'গামারের' হোটেল যাতে গতবারে এত কষ্ট পাইয়াছিলে। আমি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম গতবারে জ্যোতির জন্য টাকা রাখিয়া গিয়াছিলাম—তাহার জন্য স্থান ছিল না, তবে টাকা ফিরিয়া দেওয়া হয় নাই কেন? সে বলিল টাকা ফিরিয়া দিয়াছিল। কিশোরী কি মাথায় নাই?

জব্বলপুর ডাকের গাড়ীতে প্রায় ১২ টার সময় চড়িলাম—তাহার পরদিন রাত্রি তিন চারিটার সময় নাগপুরে আইলাম—আসিয়া স্নান করিয়া এখন তোমাকে লিখিতেছি। ঘোড়ারা প্রায়ই দুষ্ট—প্রথমে ত চলিতে কোনমতেই চায় না। এক একটা আবার চলিতে চলিতে থামিয়া পড়ে—মার খাইতেও তেমনি পারে। ভাগ্যে কোন দুর্ঘট হয় নাই। ডাকবাঙ্গলার মধ্যে ধুসা, সিউনি ও দেওলাপার এই তিনটিতে নামিয়াছিলাম। সঙ্গে যে সকল খাবার ছিল তাহা এই সময়েই অনেক কাজে আসিয়াছিল।

তোমার এক পত্র কবে পাইব? বোম্বাই যাইবার দিন দুই পরে পাইবার আশা আছে। আবার ভাই কবে দেখা হইবে? এখনো অনেক দিন। তুমি তবুও ত বন্ধুবর্গের মধ্যে আছ—আমি একাকী। এখন কর্ম্মস্থলে যাইতে পারিলে হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোবিন্দের ছবি অত্রসহ পাঠালাম

শ্রীস

(১৪)

ওঁ

Hope Hall Hotel
BOMBAY
1 June 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কল্যকার পত্রে ১লা জুন তারিখ ছিল, বাস্তবিক আজ ১লা জুন। দেখ এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাই আসিয়া পৌছিয়াছি। এখন যে হোটেলে রহিয়াছি তাহা Adelphi অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। হোটেল হইতে পৃথক একটা বাঙ্গলা পাইয়াছি—গোবিন্দ একটা পার্শ্ববর্ত্তী

বাঙ্গলায় রহিয়াছে—আমরা দুইজন একত্রে আহার করি। গোবিন্দ্ সারাদিনই তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার পরামর্শ দেয়—তাহা এখন আর কি প্রকারে হয়—পরে দেখা যাইবে—কি বল জ্ঞেনু? আজ আমার ছুটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিলাম—তাহার কোন গোল হয় নাই—১৫ই মার্চ হইতে তিন মাসের ছুটি পাইয়াছি—কল্য আমার অবশিষ্ট বেতন আদায় করিয়া লইব। আহমদনগরই এখন আমার কর্ম্মস্থল। কিন্তু আবার আসিষ্টাণ্ট জজের পদ পাইবার চেষ্টা দেখিতেছি, শুনিলাম পুণায় একটা খালি আছে। নূতন এখন কি করিতেছেন—তাহার বিবাহের কি সকল প্রস্তুত হইতেছে? আমি বাবামহাশয়কে লিখিব জ্যোতির বিবাহ দিতে যত ব্যয় হইবে—সেই ব্যয়ে যদি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়, তাহা হইলে জ্যোতির যথার্থ উপকার করা হয়। একবার বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে আর যে তাহার নড়িবার পথ থাকিবে এমন বোধ হয় না। তুমি ভাই কবে লিখিবে, এখনো কোন পত্র পাইলাম না কেন? তুমি কেমন আছ ও কিরূপে কালক্ষেপ করিতেছ তাহা জানিতে না পারিলে আর আমার মন স্থির হইতেছে না। আমার সুশীলার কিরূপ বিক্রয় হইতেছে তাহার উপর যেন দৃষ্টি থাকে। জানকীকে বল যেন মধ্যে মধ্যে আমার নিকট হইতে তাহার খরচ লয়। একজন যে একেবারে কতকগুলি পুস্তক ৩০ টাকা কমিশন হিসাবে লইতে চাহিয়াছিল—তাহাকে কি দেওয়া হইয়াছে? কলিকাতায় কি গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কি ঝড়বৃষ্টি তেমনি চলিতেছে? তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা কে কে থাকেন ও কেহ কি আহারাদি করিয়া থাকেন? তুমি যখন যেমন থাকিবে আমাকে লিখিতে ভুলিও না। পত্র ভরিয়া চুম্বন তোমার নিকট পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৫)

ওঁ

Hope Hall Hotel
BOMBAY
2 June 1868

ভাই জ্ঞেনু

আজও তোমার কোন পত্র পাইলাম না। কাল আত্মারামের সহিত ও আজ প্রাতে মানকজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই—মানকজি বোধকরি ইহার মধ্যে একদিন নিমন্ত্রণ করিবে। বোম্বাইয়ে এক সপ্তাহকাল থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার মধ্যে দেখি পুণায় কোন কর্ম্মকাজ ঘটিয়া উঠে কি না?—আজ আমার ২॥০ মাসের বেতন আদায় করিয়া লইয়াছি; ইহার মধ্যে তোমাকে ৩০০ টাকা পাঠাইয়া দিব। গোবিন্দের সঙ্গে একবার 'বিহারে' বিহার করিবার মানস করিতেছিলাম—কিন্তু এই রৌদ্রে সেখানে যাওয়া বিধেয় বোধ হইতেছে না। বিহার জানত কোথায়? যেখান হইতে বোম্বায়ে নলে করিয়া জল আইসে। বাবামহাশয়ের নিকট হইতে কি কোন পত্রাদি আসিয়াছে? তুমি কি Oswald Cray আনাইয়াছ? কি অন্য কোন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ? Oswald Cray বোধ করি তোমার মনোনীত হইবে। তাহাতে Mrs. Mark Cray অনেকটা শরতের মত—বাহিরের বেশভূষা ও আড়ম্বরপ্রিয়, ও তাহার স্বামী যাহা বলে তাহাই ভাল—স্বামী ঠিক যত্নুর মত না হোক্ কিন্তু কতকটা। 'নীল' একজন ভৃত্য বড় দুষ্ট—তাহার বিবরণ পড়িতে ২ আমার সর্ব্বদা 'জিলা'কে মনে হইত, কেন তাহা জানি না, কারণ জিলার চরিত্রবিষয়ে আমি কিছুই অবগত নহি। Dr. Davenal অতি সৎ ও তাঁহার কন্যা Sarah Davenal অতি সৎস্বভাবা। তুমি পড়িয়া কাহাকে কি মনে কর তাহা লিখিবে। এখন তোমার শরীর কেমন? দুর্ব্বলতার কি কিছু পরিহার হইয়াছে? আমার শরীর বিশেষ ভালও না মন্দও না, একপ্রকার চলিতেছে।

জানকীর ভাগ্যে কি কোন কর্ম্মকাজ জুটিয়াছে ? তুমি আপনার মত সকল করিয়া লইতে পারিয়াছ কি না ? চাকর দাসী সকল কি মনের মত হইয়াছে ? রাজা বাবু কি তোমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন ? আজ প্রায় দশ দিন হইল কিন্তু আমার বোধ হইতেছে কতদিন হইল কলিকাতা ছাড়িয়াছি। আমি যে সকল পত্র লিখি তাহা ত নিয়মিত রূপে পাও ? যদি না পাও ত আমাকে লিখিবে। মা ও দিদিমাকে আমার প্রণাম জানাইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৬)

ওঁ

Hope Hall Hotel
BOMBAY
3 June, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আজ হেমেন্দ্রের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তোমার কোন পত্র ত এখনো পাইলাম না। হেমেন্দ্র কেবল মনোমোহনের বিষয় লিখিয়াছে। হেম আর জ্ঞানেন্দ্র মিলিয়া মনোমোহনকে দেখছি ছিঁড়িয়া কাটিয়া খাইবে। মনোমোহন আপনার গুণেই আপনার উপর এই সকল উৎপাত আনিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি যে Mrs. Phearকে রহস্য করিয়া মনোমোহনের আবার বিবাহ হইলে তাহার স্ত্রীর 'Brides maid' হইতে বলিয়াছিলাম—তাহাতে একটি বিলক্ষণ ভুল হইয়াছিল এখন বুঝিতেছি, কেননা অবিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন Brides maid হয় না—maid বলিলেই অবিবাহিতা স্ত্রী বুঝায়। এখন বোম্বাই আম বিলক্ষণ চলিতেছে—তোমরা শীঘ্র এমন আম পাও না। যদি কোন রকম করিয়া পাঠান যায় তবে কতকগুলি তোমাদের ওখানে

পাঠাইয়া দিই, কিন্তু এ গ্রীষ্মে পথের মধ্যে তাহা নষ্ট হইয়া যায় কোন সন্দেহ নাই। আমি এখনো একপ্রকার অব্যবস্থিত আছি, আমার কর্ম্মস্থলে না যাইতে পারিলে আর সুস্থির হইতেছি না। তোমার নিকট টাকাটা কিরূপে পাঠাই ভাবিতেছি। পত্রের মধ্যে নোট পাঠাইলে পাছে চুরি যায়। শীঘ্রই স্থির করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৭)

BOMBAY
4 June, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ তোমার জন্য তিন শত টাকার হুণ্ডি কিনিয়াছি—কাল পাঠাইব। হুণ্ডির পশ্চাতে তোমার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেই কাহাকে দিয়া টাকা আনাইতে পারিবে। ইহার মধ্য হইতে দুই শত টাকার হারমানের বিল ও জানকীকে বাজীর দরুণ যাহা দিতে হইবে তাহা দিবে। আমার যদি পুণায় কর্ম্ম হয় তবে জিনিষপত্র বড় কিনিতে হইবে না— হয়ত Club-এ থাকিব। তাহা না হইলে কতক কিনিতে হইবে। এখন মেঘ ও মধ্যে ২ ঝড় হইতেছে—বর্ষার আর বড় বিলম্ব নাই। এখানে সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ একবার বেড়াইতে যাই—কল্য প্যারেলের নিকট এক রম্য স্থান দেখিলাম। সমুদ্রের ধারে এখানে যেমন বেড়াইবার আরাম —তেমন ত তোমরা উপভোগ করিতে পাও না। কিন্তু এই সকলেতে আমার মন যে তৃপ্ত রহিয়াছে তাহা নহে। তোমা ব্যতীত কেমন শূন্য বোধ হইতেছে। গোবিন্দ মধ্যে মধ্যে হাসায় ও বিরক্ত করে। কিন্তু তাহা সকল সময় ভাল লাগে না। এখন আমার কর্ম্মস্থলে যাইয়া দেখি কিরূপ থাকি। আমার যেরূপ দুর্ব্বল শরীর—বহুদিন যে এই কর্ম্মে থাকিতে পারিব বোধহয় না। তবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮)

Hope Hall Hotel
BOMBAY
5 June, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

অত্র সহ তিন শত টাকার হুণ্ডি রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠাইতেছি—পৌঁছা সংবাদ লিখিবে। এই হুণ্ডির পশ্চাতে স্বাক্ষর করিয়া Oriental Bank Corporation-এর নিকট পাঠাইলেই টাকা পাইবে। ইহার মধ্য হইতে কি কি ব্যয় আবশ্যক তাহা লিখিয়াছি। রেজিষ্টরি চিঠির সঙ্গে একখানা কাগজ সংলগ্ন থাকে তাহাতে দুই স্থানে তোমার নাম স্বাক্ষর করিয়া ফিরাইয়া দিবে। কল্য সন্ধ্যার সময় মহিম বান্দরা প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইয়া আইলাম। সন্ধ্যা অতি রমণীয় হইয়াছিল—ও যে যে স্থানের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিল তাহার শোভাও উত্তম। আরো চার পাঁচ দিন এখানেই অবস্থিতি করিব। জগজ্জীবন একবার সুরাটে যাইবার জন্য লিখিয়াছে, বোধ করি তাহা হইয়া উঠিবে না। প্রেমচুম্বন ও আলিঙ্গন দিয়া পত্র সাঙ্গ করিলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯)

Hope Hall Hotel
BOMBAY
7 June, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কাল আর তোমাকে পত্র লিখি নাই—তোমার পত্র পাইবার প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার ১লা জুনের পত্র পাইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। তোমাকে কি ভাই সাধ করিয়া লইয়া আসি নাই —কোন উপায় থাকিলে কি আমি বিরত হইতাম? তবে আর কতক

মাস কোনরকম করিয়া কালক্ষেপণ কর—পরে আবার সম্মিলিত হইবে। বাবামহাশয় ত লিখিয়াছেন তেতালা দোতালা যেখানে ইচ্ছা হয় থাকিতে পার। তুমি যাহাতে ভাল থাক সেইরূপ করিয়া থাক—আমার বোধ হয় না যে তাহাতে কোন বাধা হইবে। তোমার কাছে রাত্রে স্বর্ণ জানকী ও দিদিমা থাকেন শুনিয়া খুসী হইলাম। তোমার চাকর দাসী কি মনের মতন পাইয়াছ ? হেমেন্দ্রের জ্বর ও মূর্চ্ছা হইয়াছিল—আর বেলী তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে—বেলী ত বড় দুষ্ট। তবে অবশেষে কি স্থির হইল—আবার কি রাজা বাবু দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হেমেন্দ্রের কি মত ? তোমার শরীর কেমন আছে কিছুই লেখ নাই। কিছু কি পড়িতে শুনিতে পার ? সমস্ত দিন একলাটি বসিয়া কি কর। জানকী যে আমার হৈমবতী চিকিৎসায় ১০০ টাকা দিয়াছে—তাহা শোধ করিবার জন্য বড়দাদাকে লিখিতেছি—জানকীকে বলিবে। বাবামহাশয় বড়-দাদার কাছ থেকে লইতে বলিয়াছেন। আমার জন্য যদি কোন পত্রাদি কলিকাতায় প্রেরিত হয় তবে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও—খবরের কাগজ আর পাঠাইতে হইবে না। এখনকার মত আমার ঠিকানা Hope Hall Hotel—পরে যেখানে হয় জানাইব। বোধ করি আমাকে আহমদনগরেই যাইতে হইবে—আর কোন স্থান খালি নাই। তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি। শুনিতে পাই আহমদনগর মন্দ স্থান নহে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে রমণীয়। জানকী ও স্বর্ণকে আমার ভালবাসা জানাইবে। অবনী (?) কি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে আসে ও আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করে ? সারদা কি সম্পূর্ণ রূপে আরাম হইয়াছে ? সকল খবর লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২০)

AHMEDNAGAR
8 June, 1888

So far away ! so far away !
Thy stars are not the stars I see ;
With me 'tis night, with thee 'tis day,
And day & night are one to me ;
So far—so far away.

I faint beneath those wandering airs
Whose wings around the world go free ;
I snatch at straws the whirlwind bears—
Touched they the land that blooms for thee
So far—so far away ?

The forms that near me breathe & move
Like visions rise, like visions flee ;
I cannot live to other love,
My soul has crossed the deep to thee
So far—so far away !

Earth's drooping shadows close me round
The Heavens have lost their light for me ;
The voice of joy breathes not a sound,
And* hope swoons dead on yonder sea
So far—so far away !

* আমাদের পক্ষে এই লাইনটি খাটে না।

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমি এই কয়েক পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তুমি ইহার বাঙ্গলা করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে সন্তুষ্ট হইব। তবে নতুনের

বিবাহের আর বিলম্ব নাই—শ্যাম গাঙ্গুলীর ৮ বৎসরের মেয়ে—আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন্ হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না। নতুনের কি মত—তিনি সন্তুষ্ট হইলেই হইল। এই বিবাহের পর বোধ করি নতুনের আর বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকিবে না—একবার সংসারী হইয়া বসিলে আর কি নড়িতে ইচ্ছা করে? তুমি দুই বেলাই বাড়ীর ভিতরের রান্না খাও—তাহা কি ভাল লাগে? আমি বোধ করি একবেলা ইচ্ছামত জিতুর ওখানে খাবার হইলে ভাল হয়—যদি পয়সা লইয়া কোন গোল হইয়া থাকে তবে আমি দেব। আমার একটা গরু কিনিবার ইচ্ছা আছে—পাইলেই কিনি। আমি প্রায় গান করি না—কেমন ইচ্ছা হয় না—দৈবাৎ এক একবার রাত্রে করি—অতি অল্পক্ষণের জন্য। তুমি বিবি রাখিবে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ও আশীর্ব্বাদ করি Miss Carpenter-এর মত ইংরাজী কথা কইতে পার। এখন সন্তুষ্ট হইলে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২১)

Hope Hall Hotel
BOMBAY
9 June, 1868

ভাই জ্ঞেনু,

এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এক রাত্রে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইয়াছিল। এখন আহমদনগরেই যাইবার স্থির করিয়াছি। আমাদের সেই পুরাতন ফিরিঙ্গি পাচককে রাখিলাম, সে সঙ্গে যাইবে। আত্মারামের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। আজ রাত্রে মানকজীর ওখানে নিমন্ত্রণ আছে। সিরিণের সঙ্গে সেদিন দেখা হইল—সিরিণ বলেন সেদিন সে তোমাকে এক পত্র লিখিয়া আহমদাবাদে পাঠাইয়াছে—তুমি তাহা

পাইয়াছ কি না ? সিরিণের আবার সেদিন বাতের পীড়া হইয়াছিল—বেচারা বড় কষ্ট পাইতেছে। এখানকার হিন্দুরা ঘরে যেপ্রকার থাকে প্রায় আমাদেরই মতন—তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে জানে না। মারাঠী স্ত্রীলোকেরা যেমন করিয়া সাড়ী পরে তাহা আমার ভাল লাগে না—তাহা অপেক্ষা পারসী স্ত্রীদের বেশ অনেক ভাল। এখানে খণ্ডেরাও ও দুই একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে—তাহারা মন্দ লোক নহে। তাহাদের মধ্যে এখনো নব্য বাঙ্গালীদের মত মদ্য মাংস প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম ক্রমে আরম্ভ হইতেছে। কাল এখানকার কোর্টসকল খুলিবে—কোর্টে যাইয়া দেখিব। পরশু এখান হইতে প্রস্থান। তোমার দ্বিতীয় পত্র কবে পাইব ? রাজা বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে। আমি এখানে জানকীর জন্য যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহই উৎসাহ দেয় না। জানকী আপনি আসিয়া না দেখিলে হইবে না। শীঘ্র শীঘ্র লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২২)

POONA
Western India Club
10 June, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

বোম্বাই ছাড়িবার পূর্ব্ব রাত্রে আত্মারামের ওখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তথায় চার পাঁচজন যুবক, রামচন্দ্রের ও আত্মারামের কন্যাগণ, গোবিন্দ্ প্রভৃতি সকলে একত্রে বসিয়া আহার করিলাম। জয়কর নামক একজন হিন্দু সম্প্রতি ইংলণ্ড গিয়া মেডিকাল সর্বিসের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্যাণ্টলুন ও লাল রঙের কোট—তাহার স্বরূপের অনুরূপ পরিচ্ছদ

পরিয়াছিল—এদিকে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ—প্রথমেই কেমন নিতান্ত ফিরিঙ্গি ফিরিঙ্গি বোধ হইল। তাহার এ দেশের কিছুই আর ভাল লাগেনা। Roast Beef ও Beer ভিন্ন দেশীয় সামগ্রী সকল তাহার মুখরোচক নহে। ভিক্টোরিয়া রাণীর নিতান্ত অনুগত ভক্ত দাস। তাহার পিতা হইতে স্বতন্ত্র বাস করিতেছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু—লণ্ডনের কর্দ্দম-ধূম কোওাসা—মেঘ বাস্প প্রভৃতি তাহার পক্ষে অতীব তৃপ্তিকর। আর এ দেশের জলবায়ু সূর্য্যকিরণ অসহনীয়। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইল। আমরা যত পারি ইংলণ্ডের নিন্দা করিলাম ও সে দেশের জনসমাজের যে সকল কুপ্রথা তাহা বলিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া যেন সে কিছু অপ্রস্তুত হইল। গোবিন্দ্ আট বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়াছে। সে যাহা বলিল তাহা অবশ্য সকলের গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব। এই সকল লোক ইংলণ্ডে গিয়াই ইংলণ্ড যাওয়ার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া দেয় সন্দেহ নাই। সে জয়কর কতকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়াছে বোধ কর—এক বৎসর বৈ নয়—ইহার মধ্যে এদেশের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমার বোধ হয় কিছুকাল গেলে তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হইবে—সে ইংরাজদের এবং তাহার দেশীয় লোকের উভয়েরই অপ্রিয় ও হাস্যাস্পদ হইবে। আমি দেখিলাম গোবিন্দ্, সে প্রকার লোক নহে—যদিও সে খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে—তাহা কেবল মৌখিক মাত্র। আর যদিও ইংরাজী বসন পরিধান করিয়া থাকে, কিন্তু দেশের প্রতি তাহার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। উকীলদের ও অন্যান্য হিন্দুদের সহিত তাহার বেশ সদ্ভাব রহিয়াছে। সে 'পূরণ পুলী' পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিল। গোবিন্দের বিবাহ করাতে নিতান্ত অমত, কিন্তু যদি একজন সুন্দরী সুশিক্ষিতা ব্রাহ্মণের কন্যা পায় তবে বোধ করি এখনি বিবাহ করে। জয়করের এক বিবাহিতা স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাকে লইয়া এখন কি করে বলা যায় না—হয়ত মনোমোহনের মত ব্যবহার করিবে। আমি দুই একটা বাঙ্গলা গান খণ্ডেরাওকে

শুনাইলাম—সে অনেক বুঝিতে পারিল। বাঙ্গলা ও মারাঠীতে অনেক সাদৃশ্য আছে। এখানে কাল Oliphant-দের সহিত Tiffin করিলাম। Mrs. Oliphant তোমার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন—যথা তুমি ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছ কি না—কলিকাতা থাকিতে ভালবাস কি না ইত্যাদি। আমি Mrs. O কে বলিলাম, যদি তুমি আহমদাবাদে তাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে শিখাইতে তবে শিখিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আর তাহার যো নাই। আর বলিলাম, কলিকাতার আর সকল ভাল লাগে, কেবল যদি মনের মত থাকিতে পার। আমাদের সকল পরিবারেরা কেমন একত্রে মিলিয়া একগৃহে বাস করে, তাহা বলিলাম। তুমি বোধ করি Mrs. Oliphant-কে সৌদামিনীর কথা বলিয়া থাকিবে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল তাহার সহিত সেখানে সাক্ষাৎ হয় কিনা? পুণায় দেখিবার মত অতি অল্প স্থান আছে—কাল সন্ধ্যার সময় পার্ব্বতী নামক এক পুরাতন মন্দির আছে তাহা দেখিতে গেলাম। তাহা এক উচ্চ স্থানে স্থাপিত, পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। অনেক কষ্টে উঠিয়া চারিদিকের অতি প্রসারিত দর্শন পাইলাম। পুণার দুই নদী মুঠা ও মুলা, এক পুষ্করিণী, গণেশ খিণ্ড নামক স্থানের Government House—গাছপালা পল্লী প্রভৃতি ও প্রান্তে পাহাড়শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। এই মন্দিরের এক স্থান হইতে পেশওয়া খড়কীর সংগ্রাম নিরীক্ষণ কবিতেছিল, সে স্থান দেখিলাম। সেই সংগ্রামেই পেশওয়া রাজ্যের অধঃপাত ও এদেশে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হয়।* প্রত্যাগমনকালে মন্দিরের রক্ষিত এক অন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল—সে পেশওয়ার সময়ে জীবিত ছিল—সে অনেককাল অন্ধ হইয়াছে, কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া অনেক ইংরাজী কথা কহিতে পারে। সে আমার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত

---

* Deccan Daysএর শেষে তাহার বিবরণ আছে Battle of Kirkee.

আহ্লাদ প্রকাশ করিল। আর একজন ভিক্ষুককে দেখিলাম, সে মাথায় এক লৌহ পিঞ্জর ধারণ করিয়াছে—তাহা তাহার গলদেশে এমন আবদ্ধ যে আর খুলিবার যো নাই। রাতদিন তাহা তাহার স্কন্ধোপরি থাকে। তাহার পেটে কি বেদনা হইয়াছিল তাহাতে সে পণ করিয়াছিল যদি দেবতা আরাম করেন তবে যতদিন না আট হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারিব ততদিন এইরূপ পিঞ্জর ধারণ করিব। রোজ সন্ধ্যায় পূজার সময় সে তাহাতে প্রদীপ জ্বালায়। এখন বুঝি ৪৫০০ লোক ভোজন করাইয়াছে, আর ৩৫০০ বাকি আছে—যাহা কিছু ভিক্ষা পায় তাহাতে সে সেই ব্রতপালন করে। সে কিরূপ করিয়া লোকসংখ্যার গণনা স্মরণ রাখে তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারিল না। চমৎকার ব্রত! না, জ্ঞেনু?

কাল রাত্রে আহমদনগর প্রস্থান করিব, তথায় পত্র লিখিবে। আমার রাশি রাশি চুম্বন জানিবে—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৩)

পুণা
১২ জুন
Western India Club

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

উপরে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে আজ আমি পুণা নগরে। এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং বিলক্ষণ শীতল ও রমণীয় অথচ বায়ু তেমন আর্দ্র নহে। আমি এখানকার ক্লাবে একটা ঘর পাইয়াছি, এখানকার খাবার সামগ্রী ও ব্যবস্থা সকল অতি উত্তম। কল্য প্রাতের ট্রেনে নয়টার সময় ছাড়িয়া এখানে পাঁচটার পর উপস্থিত হইলাম। পথে ঘোরতর বৃষ্টি পাইয়াছিলাম—ও রেলের গাড়ি এমন ভয়ানক যে তাহার ছাতের উপর দিয়ে বিলক্ষণ জল আসিতেছিল। কিন্তু এত ভিজিয়া

আমার বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। এই লাইনের একটা পুল গত বৎসর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা এখনো নির্ম্মিত হয় নাই। কামুলি নামক এক স্থানে নামিয়া তথা হইতে পালকী করিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ গিয়া আর একটা ট্রেন ধরিতে হইল। সঙ্গের জিনিষপত্র-বাহকেরা লইয়া গেল। আসিবার পূর্ব্বে একদিন রাত্রে মানকজীদের সঙ্গে আহার করিলাম। সিরিণ আর মানকজী আর আমার সঙ্গে গোবিন্দ, আর কেহই নহে। সিরিণ তোমার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিল ও তোমার পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত লইয়া অনেক কথা হইতে লাগিল। তাহারা উভয়েই তোমাকে সদ্ভাব জানাইয়াছে। মানকজীরা মালাবার হিলের সেই পুরাতন কাচগৃহে আসিয়া রহিয়াছে। একদিন প্রাতে দাদাভাই বোস্তমজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বোম্বায়ের অবস্থার কথা উত্থাপন করাতে সে বলিল তাহা অতীব শোচনীয়। বাণিজ্য ব্যবসা সংক্রান্ত কর্ম্মে লভ্য মেলা এখন দুষ্কর—আরো বৎসর দুই কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে যদি তেমন মূলধন লইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করা যায়, তবে কিছু হইতে পাবে। কত মূলধন বিবেচনা কর?—প্রায় এক লক্ষ টাকা। জানকীকে বলিবে তিনি যদি লক্ষ টাকার সংস্থান করিতে পারেন তবে বোম্বায়ে আসিয়া যেন কর্ম্ম আরম্ভ করেন। তাহার আর কত কাল অপেক্ষা আছে—লক্ষ টাকা বৈ ত নয়?—অদ্য আমাকে আহমদনগরে যাইবার ডাকের সন্ধান লইতে হইবে, কল্য এখান হইতে প্রস্থান করিব। সুরাট হইতে আমার জিনিষপত্র এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই তাহার জন্য মোতীকে রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। সে আজ আসিবে। আমার সঙ্গে বাবুর্চ্চি রহিয়াছে। তোমার এক পত্র বই আর পাই নাই। তুমি ভাই কেমন আছ ও কলিকাতায় সকল কেমন চলিতেছে তাহার সবিশেষ লিখিবে। চুম্বন চুম্বন চুম্বন দিয়া ক্ষান্ত হইলাম—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখন হইতে পত্র আহমদনগর ঠিকানায় লিখিও।

শ্রীস.

(২৪)

ওঁ

AHMEDNUGGER
16 June 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

পরশু রবিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় ডাকের গাড়িতে পুণা পরিত্যাগ করিয়া কল্য প্রাতে নগরে আসিয়া পৌছিলাম। গাড়িতে যে বড় সুখে চলিয়াছিলাম তাহা নহে। জব্বলপুর ডাকের গাড়ির মত প্রশস্ত পালকী গাড়ি পাই নাই—প্রায় বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত কাটাইতে হইল। নিদ্রা যদি দুই ঘণ্টা হইয়া থাকে। এখানে ভাস্কর দামোদর নামে Small Cause Court-এর জজ, তাঁহাকে আমি আমার জন্য এক গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে লিখিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার টঙ্গা পাঠাইয়াছিলেন। আমি নগরে আসিয়া উহাতে করিয়া তাঁহার বাটীতে আইলাম। লোকটী অতি সৎ ও বিজ্ঞ বোধ হইল—আজীবন হইতে উচ্চদরের লোক। এখানে আসিয়া অতিশয় শ্রান্তি বোধ হওয়াতে কতকক্ষণ নিদ্রা গেলাম। পরে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া কলেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নাম Erskine—দেখিতে অতি শান্তপ্রকৃতি ও ভদ্র। কল্যই আমার ছুটি সাঙ্গ হওয়াতে আমার কর্ম্মের ভার লইলাম। এক্ষণে ভাস্করের বাটী হইতে Travellers' Bungalowতে আসিয়াছি। যতদিন একটা বাঙ্গলা না পাই ততদিন এই স্থানে থাকিব। এখানে এখন উত্তাপ ও গ্রীষ্ম কিছুই নাই—সমস্ত দিন বায়ু বহিতেছে ও অল্প ২ মেঘ রহিয়াছে—বৃষ্টিও বড় হয় না—বোধ করি এ স্থান আমার সম্যক উপযোগী হইবে। দূর হইতে পাহাড় দেখা যায়। পুণার মত গোলমাল নাই অথচ স্থানও উত্তম—তুমি থাকিলে বোধ করি তোমার বেশ মনোমত হইত। এখানকার গাড়ি সকলকে টঙ্গা বলে—উপরে একটা আবরণ আছে ও কতকটা Curricle-এর মত দেখিতে—Curricle হইতে অনেক নীচু। এখানকার ঘোড়া দেখিতে এমন কিছুই নহে কিন্তু বিস্তর খাটিতে পারে।

বোধ করি এই প্রকার একখানা টঙ্গা ও এক জোড়া দেশী ঘোড়া রাখিতে হইবে। আজ হইতে আমার কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। এখনো ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আসে নাই—যতদিন তাহা না পাই—ততদিন কর্ম্ম অতি অল্পই রহিবে। এখন অবধি যে সকল পত্র লিখিবে তাহা এখানকার ঠিকানায় পাঠাইবে ও আর আর সকলকে এইপ্রকার কহিয়া দিবে। তোমার এক খানা পত্রের পর আর পাই নাই। বোধ করি বোম্বাই আসিয়া থাকিবে, এখানে এখনো পৌঁছে নাই। তুমি ভাই কেমন থাক সর্ব্বদাই লিখিবে। স্বর্ণ, সৌদামিনী ও আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৫)

ওঁ

AHMEDNUGGER

17 June 1868

ভাই জ্ঞেনু জ্ঞেনু

এখনো একটা বাঙ্গলো করিয়া লইতে পারি নাই। একটা দেখিয়াছি, ভাড়া অল্প, উপরে একটা ঘর আছে—পূর্ব্বে গোরস্থান ছিল এখন বাসস্থান হইয়াছে—আপাততঃ এই গৃহেই যাইব মনে করিতেছি। কেবল এক গোল এই যে ইহা ক্যাম্পের সীমার মধ্যে, এই নিমিত্তে সৈন্য সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এখানে সকল দ্রব্যই সস্তা—জিনিষ পত্র—আহার সামগ্রী—ভৃত্যের বেতন প্রভৃতি অল্পেই হইবে। আমার নূতন গৃহে গেলে সকল বুঝিতে পারিব। এখন Traveller's Bungalowতেই বাস করিতেছি। এ স্থান আমার বেশ লাগিতেছে। বড় বৃষ্টি হয় না অথচ মেঘ করিয়া আছে ও বায়ু বহিতেছে। ভিজা বায়ু নহে কিন্তু শুষ্ক। এই কয় দিবসের পথের কষ্টে পায়ে বেদনার কিছু আধিক্য হইয়াছে কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট হইতেছে না।

বোধ করি এখানে দুই একদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই কমিয়া যাইবে। এখনো হৈমবতীর কোন ঔষধ আরম্ভ করি নাই। একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে না পারিলে কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমি মহারাষ্ট্র ভাষা আবার শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কথা কহিতে গেলে অনেক গুজরাটী শব্দ আসিয়া পড়ে এই এক দায়। এখানে Bazar Master-এর এক বৃহৎ উদ্যান আছে কল্য দেখিলাম—তাহাতে নানাপ্রকার ফল ও তরকারি হয় ও তাহা অতি সস্তা দরে বিক্রী হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর তোমার ও জ্ঞানকীর পত্র পাইলাম। রাজাবাবু ঘটিত যে প্রকার হইয়াছে তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এ সকল বিষয়ে রোগীর যেরূপ ইচ্ছা তাহা করাই কর্ত্তব্য। হেমেন্দ্র এক্ষণে বেলীর চিকিৎসাতে কেমন আছে? এস্থানে তুমি একবার আসিয়া পড়িতে পারিলে ভাল থাক বটে কিন্তু কতটা পথ বিবেচনা কর দেখি। বোম্বাই হইতে পুণা আসিবার মধ্যে এক সেতু এখনো গ্রথিত হয় নাই—পুণা হইতে নগরের পথও সামান্য কষ্টকর নহে—তুমি ভাই এই দুর্ব্বল শরীরে কি এত পথ এত কষ্টে ভাঙ্গিয়া আসিতে পার? তোমার শরীরের অবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিবে। যদি রাজাবাবুর চিকিৎসা অবলম্বন করা তোমার মনঃপুত হয় তবে লিখিবে। আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৬)

ওঁ

AHMEDNUGGER

18 June 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তুমি যে লিখিয়াছ এখানে থাকিলে পাহাড়ের উপর বসিয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিতে পারিতে, তাহা বড় মিথ্যা নহে। এখানকার এক পাহাড়ের নাম অলাবত খাঁ, তাহা দুই তিন ক্রোশ অন্তর। তথায় বাঙ্গলো

প্রভৃতি আছে ও সহজে যাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল স্থানে বায়ুর বেগ এত অধিক যে তোমরা সাড়ী পরিয়া টিকিতে পার না। আজ আমি আমার নূতন গৃহে যাইতেছি—তাহার আকৃতি মুসলমানদের গোর মন্দিরের মত, যথা উপরে একটা ঘর ও নীচে দুই ঘর, একজনকার মত থাকিবার উপযোগী। এখানকার First Asst. Collectorএর নাম Waddington ও তিনি বিবাহিত—কাল তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে দেখিলাম। তাঁহার স্ত্রী লাল টুকটুকে ও সুন্দরী মন্দ নহে ও হাবভাবশূন্য নহে। তুমি কবে আসিবে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানকার জজ ও আসিস্টাণ্ট জজ বিবাহিত, তাঁহাদের সহিত এখনো সাক্ষাৎ হয় নাই। Candy আমার স্থানে কর্ম্ম করিতেছিল, আমি আসাতে তাহার আপন স্থান 3rd Asst-এর পদে যাইতে হইল। এখানে বেড়াইবার স্থান দেদার পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে একটা উচ্চ ভূমির উপর গিয়া দেখিলাম—তাহার মধ্য দিয়া একটা সুড়ঙ্গ গিয়াছে—এখন পথ বন্ধ কিন্তু প্রবাদ এইরূপ যে মুসলমানদের সময় তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত চলিত। এখান হইতে নিজামের রাজ্য অতি নিকট—ও আরঙ্গাবাদ ১২।১৪ ক্রোশ মাত্র। তথায় যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা আছে। আমার অধীনে এক্ষণে দুই তালুক হইয়াছে—সেওগাম ও রাহুড়ী—বড় দূর নহে ও পথ ভাল। রেবেনিউ কর্ম্মে থাকিবার এক সুবিধা এই যে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান যায়। যদি রাস্তাসকল গুজরাতের রাস্তার মত নিতান্ত বিশ্রী না হয় তবে বেশ। এখানকার ঘোড়াগুলো এ স্থানের ঠিক উপযুক্ত—এমন কঠোরজীবী ও পরিশ্রমী যে বলিবার নহে। দেখিতে ছক্কড় ঘোড়ার মত কিন্তু দিনরাত চলিলেও তাহারা শ্রান্ত হয় না। 'টাঙ্গা' সাধারণের ব্যবহার্য্য গাড়ি—কিন্তু তাহাতে বসিবার বড় আরাম নাই। কতকটা 'করিকলের' মত। এখনো আমি গদি করিয়া লইতে পারি নাই। একটা ভাড়া লইয়াছি। আমার শরীর কেমন থাকে তাহা আর কতকদিন না গেলে বলিতে পারি না। বেদনা পথের কষ্টে কিছু

বাড়িয়াছিল, এক্ষণে কিছু ভাল। এ প্রদেশের বায়ু আমার বড় ভাল লাগিতেছে। এখন বর্ষা—ঠাণ্ডাও নহে, উত্তাপ কিছুই নাই ; বর্ষাকালের ভাল সকলই আছে—মন্দ কিছুই নাই। এখন গুজরাতের কথা মনে করিলে ঘৃণা বোধ হয়। জগজ্জীবন বোধকরি ঘোর নিদ্রা দিতেছেন। এখনো আমার জিনিস-পত্র পাঠাইলেন না। হেমেন্দ্র এক্ষণে কেমন আছে তাহা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছি। রাজাবাবুর আসা কি একেবারে বন্ধ হইয়াছে? তাঁহার সহিত যদি দেখা হয় তবে তাঁহাকে আমার নমস্কার দিবে ও বলিবে আমি মন্দ নাই। আর তুমি কেমন তাহা লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৭)

ওঁ

AHMEDNAGAR
12 June 1868

আমচী জ্ঞেহমণি,

তোমার ৮ই, ১০ই ও ১২ই তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার দুঃখ হইতেছে যে আমার সঙ্গে পথের কষ্ট ভাগ করিতে পারিলে না, কিন্তু আমার মনে আছে ত, যে তোমার জীবনের সহিত আর একটি জীবন গ্রথিত। কষ্ট বিভাগ করিয়া লইলে কষ্টের লাঘব হয় সত্য, তুমি কাছে থাকিলে আমি অনেক সুখে থাকিতাম—কিন্তু কি করা যায়? আমি বলি নতুন যদি ইংলণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প করেন তবে বিবাহ না করিয়া যাওয়াই ভাল। তাহার কারণ তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা নহে। আমার ভাগ্যে এমন স্ত্রী হইয়াছে, আমি মুক্তিকণ্ঠে বলিতে পারি যে এমন 'স্ত্রীরত্ন' দুর্লভ। কিন্তু অধিক সম্ভাবনা কিরূপ তাহাই দেখিতে হইবে। জ্যোতি না দেখিয়া শুনিয়া একজনকে বিবাহ

করিয়া ইংলণ্ডে ৪।৫ বৎসরের জন্য চলিয়া যাক্—সেখানকার সমাজে সঞ্চরণ করিয়া ও সুশিক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এক অপরিচিত, হয়ত অশিক্ষিত স্ত্রী কি তাঁহার মনোনীত হইবে? দেখ যতজন বিলাতে গিয়াছে প্রায় সকলেরই ওই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—মনোমোহন বানর্য্যে প্রভৃতি—আমাদের কথা স্বতন্ত্র। এই প্রকার হইবার কারণ সহজে পড়িয়া আছে। তুমি লিখিতেছ নূতন হয়ত একজন মনের মতন লোক পাইয়া চিরজীবন সুখে থাকিতে পারেন—তেমন হইলেও পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় তাহার বিপরীত হওয়া অধিক সম্ভব এবং সেরূপ হইলে মনে কর দেখি কতদূর পরিতাপের বিষয়। আমার এস্থান উত্তম বোধ হইতেছে কিন্তু মন বড় আমোদে নাই। তুমি যতদিন না আসিবে ততদিন এইরূপ কথঞ্চিৎ দিনপাত করিতে হইবে। এখন এক স্থানে আসিয়া বসিয়া লইয়াছি, এখন আর কোন অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা নাই—রাজা-বাবুকে বোলো। সকালে ১০টার সময় নাস্তা—মধ্যে চা ও ৭৷৷০ সময় ভোজনের নিয়ম করিয়াছি। রাত্রে এক একদিন ভাল নিদ্রা হয় না—তাহার কারণ বোধ হয় মানসিক পরিশ্রম—অনেক সময় মরাঠী লইয়া থাকিতে হয়। আগামী ১০ই জুলাই এক পরীক্ষা আসিতেছে। তাহাতেই হয়ত যাইব। পায়ের বেদনা অল্প ২ করিয়া কমিতেছে—এখানে বর্ষা প্রবল নহে এই এক পরম সৌভাগ্য—নিদেন আমার সৌভাগ্য। তোমরা অনবরত বৃষ্টি পাইতেছ—বজ্র বিদ্যুতের সময় তোমার কাছে কে থাকে? আমি ত জ্যোৎস্না ভোগ করিতে পারি না—এখন যে আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। তোমার নিয়মিতরূপে পত্র লিখিবার যেন অন্যথা না হয়। আমার রাশি রাশি চুম্বন জানিবে—লইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৮)

ওঁ

AHMEDNAGAR
21 June 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি

আমি মনোমোহনের নিকট হইতে এক প্রকাণ্ড পত্র পাইয়াছি কিন্তু সে তাহার স্ত্রীর বিষয় নহে। তোমার মনে আছে জ্ঞানেন্দ্র আমাকে লিখিয়াছিল যে সে তাহার খৃষ্টান বন্ধু বিহারীলালের নিকট শুনিয়াছে যে মনোমোহন যখন British Indian Associationএ সিবিল সর্বিস বিষয়ে বক্তৃতা করে তখন বিহারীলাল তথায় উপস্থিত ছিল এবং মনোমোহনের কথার ভাবে বোধ করিয়াছিল যে আমি যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছি তাহা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পৌত্র বলিয়া ইত্যাদি। মনোমোহন পরে বিহারীলালকে এক পত্র লেখে, বিহারীলাল বলে আমি ইহার কিছুই জানিনা। এই উত্তর পাইয়া মনোমোহন আবার জ্ঞানেন্দ্রকে লেখে যে এ সকল কথা মিথ্যা ও সে নিজেই এইরূপ মিথ্যা প্রবাদ রটাইয়া মনোমোহনের নামে দোষারোপ করিয়া থাকে "এই বেলা মাফ চাও নয়ত দেখিতে পাইবে।"—জ্ঞানেন্দ্র এ পত্রের কোন উত্তর দেয় নাই—মনোমোহন তাহার ও বিহারীলালের পত্রের নকল আমার নিকট পাঠাইয়াছে।—এবার জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইলে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত অবগত হইবে। মনোমোহন তবেত বড় মজাই করিয়াছে—তাহার 'বন্ধুকে' Conventএ পাঠাইয়াছে —সে যদি nun হইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? এখানকার আসিষ্টাণ্ট জজ Warden ছিল, সে এখন বোম্বাই যাইতেছে—সে Civil Servant না হইয়াও ঐ পদ পাইয়াছে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে আমরা সকলে বিলাতে এক আবেদন পত্র পাঠাই, তাহার ফল বোধ করি এতদিনে ফলিল। Warden যাওয়াতে এখানকার আসিষ্টাণ্ট জজের পদ খালি হইল—এই পদ আমার পাইবার বেশ

সম্ভাবনা আছে। Wardenএর গাড়িঘোড়া আমি ৫০০ টাকা দিয়া কিনিয়াছি। একটা নূতন কিনিতে গেলে প্রায় ৮০০ টাকা পড়িত কিন্তু তেমন পাইতাম না। যখন ইচ্ছা ইহা বিক্রী করা যাইতে পারে, এই এক সুবিধা। আর আমি এখানে কিছুকালের জন্য স্থায়ী হইলে তুমিওত আসিয়া পড়িবে। এখানকার সকলের সঙ্গে এখনো আলাপ হয় নাই—ইংরাজদের নিয়মানুসারে বাড়ী বাড়ী call করিয়া না বেড়াইলেত হইবে না। তাহা কেমন বিরক্তিজনক, জানইত —রহিয়া বসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা যাইবে। আজ রবিবার সকলি প্রশান্ত—আফিসে যাইবার হাঙ্গামা নাই।—আমি মরাঠী কতক শিখিয়াছি। এখনো জজের ক্ষমতা আসে নাই বলিয়া কোন মকোদ্দমা চুকাইতে পারিতেছি না। তাহা না পারিলে কথা কওয়া তেমন অভ্যাস হইবে না। তুমচে নাবঁ কায়? তুঁ কোঠে বোলা হোতা? এইরূপ করিতে না পারিলে তেমন অভ্যাস হইবে না। আমার শরীর মন্দ নাই—কাল মন্দ নিদ্রা হয় নাই।—তুমি কেমন আছ ও কি করিতেছ অবশ্য অবশ্য সদাসর্ব্বদা লিখিবে......

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২৯)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি

এখন আমি একলাটি—বাঙ্গলা কথা কহিবার কোন লোক পাই না। অধিক দিন এইরূপ হইলে হয়ত তুমি আসিয়া দেখিবে আমি বাঙ্গলা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে লিখিবার অভ্যাস বিলক্ষণ হইতেছে। চিন্তা ও স্বপ্ন অধিকাংশ বাঙ্গলাতেই হইয়া থাকে—যতদিন এইরূপ হইবে ততদিন জানিতে পারিব এখনো বাঙ্গলা ভুলি নাই।— কাল চাঁদবিবির পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তাহা দু ক্রোশ আড়াই

ক্রোশ দূর। গাড়ী তাহার নীচে পর্য্যন্ত গেলে আমি চলিয়া কতকদূর উঠিলাম—উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পায়ের দরুণ ভরসা হইল না। এখন তোমার শরীর কেমন থাকে—আহারের কি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে? মনের মত সকল পাইয়াছ কি না? তুমি কি সে বই আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ, কি আর কোন কিছু পড়িতেছ? শরতের মেয়ে কেমন দেখিতে হইয়াছে—তোমার কাছে সর্বদা কে কে থাকেন? কাকিমা কি কোন দিন আসেন ও বোম্বাই আসিবার কথা কহেন? সর্ব্বদা পত্র লিখিয়া আহ্লাদিত করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নগর

২২ জুন সোমবার

(৩০)

ওঁ

Ahamednagar
23 June

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কল্য কলেক্টর অরস্কিনের ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল—তথায় Judge, 1st Assistant সর্ব্বশুদ্ধ আমরা ছয় জন ছিলাম। কথাবার্ত্তার মধ্যে অশ্বের বিষয় অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলিতেছিল। তাহাতে আমি বড় যোগ দিতে পারি নাই। এখানকার জজ বড় মন্দ লোক নহে,—অনেকদিন পর্য্যন্ত এদেশে থাকিয়া অনেকটা দেশী ও সেকেলে লোকের অনুরূপ আর খুব বকিতে পটু। হয়ত আমাকেই তাহার Assistant হইতে হইবে—হলে বাঁচা যায়। এদেশ তোমার মনোমত হইবে সন্দেহ নাই ও আমরা বেশ থাকিব। এখান হইতে আসিষ্টাণ্ট জজ Warden চলিয়া যাইতেছে বলিয়া তাহার সম্মানার্থে

এক পানসুপারীর সভা হইয়াছিল। তাহাতে দুই তিন জনে মরাঠীতে বক্তৃতা করিয়াছিল—জজসাহেব নিজে কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি হইলে মরাঠীতে বলিতে চেষ্টা করিতাম। এখানে এখন Croquet খেলার বড় প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি—তুমি যদি কলিকাতায় তাহা শিখিয়া আসিতে পার তবে এখানে বেশ আমোদে থাকিতে পারিবে। আমি এখনো কোন খেলায় যোগ দিই নাই। আমার ত অনেকদিন হইতে অভ্যাস নাই—আমি যাদের দলে হইব সে দলের হার হইবে এই ভয়ে খেলিতে সাহস হয় না। এখন আমার শরীর মন্দ নাই—হাঁটু কিন্তু দুর্ব্বল—আরবার অপেক্ষা দুর্ব্বল বোধ হয়। ফুলো কিন্তু কমিয়াছে। রাজাবাবুকে বলিবে। আমি তাঁহাকে এক পত্র বই লিখি নাই—তিনি হয়ত কি মনে করিতেছেন—কিন্তু লিখিবার কিছুই নাই বলিয়া লিখিতে প্রবৃত্তি হয় না। যখন কোন রোগের নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইবে তখন জানাইব। এখন আমার যে কাপড় হইয়াছে তাহা চাপকান অপেক্ষা আমার মনে ধরিয়াছে— আর কিছু নয়—ফতুই আর তার উপর আমার কোট। এইরূপ কতকগুল কাপড় তয়ার করিয়া লইতেছি। এক একবার আমার বেগুণরঙের পাগড়ি পরিয়া থাকি। কিরূপ দেখিতে হয় বলিতে পারি না। দেশীয় লোকদের মধ্যে ভাস্কর দামোদরের সঙ্গে আমার কতক আলাপ হইয়াছে আর সকলের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ মাত্র। সবকারী চাকর ভিন্ন ভদ্রলোক প্রায় নাই।—দুইদিন তোমার কোন পত্র পাই নাই—লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩১)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমাকে এক মজার জিনিষ পাঠাইব, তুমি পাইয়া খুশী হইবে। তাহা কি এখন বলিব না—পাঠাইলে জানিতে পারিবে। তোমার ২৮ জুনের পত্র পাইয়াছি। তুমি যে বিবির কথা লিখিয়াছ তাহাকে রাখিবার আমার অমত নাই—৩০ টাকা মাসে লাগে কি করিবে? আমার কড্‌লিভার খাইয়া অপকার হইয়াছে—জানকী কেমন করিয়া জানিলেন—অনেক সময় হৈমবতী অপেক্ষা কডে অনেক উপকার বুঝিতে পারিয়াছি, আর এখন খাইয়া মন্দ নাই। যখনি কিছু অনিষ্ট বোধ করিব তখন বন্ধ করিব। তুমি যে অন্য বাড়ীতে থাকিবার ইচ্ছা করিতেছ, তাহা হইতে পারিলে ত মন্দ নয়—কিন্তু তুমি একলাটি গিয়া কি করিয়া এক পৃথক বাড়ীতে থাকিবে। বাবামহাশয় তোমার জন্য কলিকাতার বাড়ীতে আসবেন না কে বলিল? তোমার প্রতি তজ্জন্য লোকের বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। এখনো কি বাবামহাশয় Murree Hills-এ রহিয়াছেন—সন্ধান লইয়া লিখিবে। কেননা আমি যে সেদিন তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি তাহা পাইয়াছেন কিনা কতক জানিতে পারিব। আমহদনগরের এক মহৎ অভাব এই যে এখানে নদী কি বড় পুকুর কিছুই নাই। এক নদী আছে কিন্তু তাহাতে জল নাই, বর্ষাই হয় না ত জল কোথা হইতে জমিবে। একসাস৴াইজের মত কোন স্থান নাই কিন্তু নিকটের পাহাড়ে বিহারের স্থান বোধ করি মন্দ নহে। পাহাড় অনেকগুলি দূরে দেখা যায়, তাহার মধ্যে কতগুলি গম্য কত অগম্য বলিতে পারিনা। আমি পাহাড় দেখিতে পায়ের ভয়ে যাইতে পারিনা। তুমি আসিলে একত্রে অনেক দেখা যাইবে। রোজ বৈকালে বেড়াইতে যাই—অনেক চলিতে সাহস হয়না বলিয়া সকালে বাহির হই না।—মারাঠী ভাষা গুজরাটীর মত এখনো সড়গড় হয় নাই।

টাঙ্গাতে জুড়িঘোড়া করিতেছি—এক ঘোড়া টাঙ্গার পক্ষে সুবিধার নহে। আমি পায়ে অনেক সময় তুলা জড়াইয়া রাখি। তোমার শরীর ভাল নাই কেন? কি প্রকার থাকে, কোন বিশেষ পীড়া ত নহে? লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩২)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ১৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তুমি Oswald Cray পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। Dr. Davenal অনেকটা রাজাবাবুর মত বড় ঠিক বলিয়াছ। তোমাদের ওখানে ভয়ানক বর্ষা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি, না জানি কত সময়ে তোমাকে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। কাল সন্ধ্যার সময় এখানে কতকটা জ্যোৎস্না পাইয়াছিলাম—বৃষ্টি প্রায় হয় না, সবশুদ্ধ ২ ইঞ্চি হইয়াছে কিনা সন্দেহ, বোধহয় পরে হইবে। আমরা উচ্চভূমির উপর রহিয়াছি বলিয়া বায়ু অতি সুন্দর। আমাদের জজের খামখেয়ালী মেজাজের কথা অনেক শুনিতে পাই। একজন পথিক তাহাকে সেলাম করাতে তাহার ঘোড়া চমকিয়া উঠিয়াছিল—এই অপরাধের দরুণ বেচারাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল। একজন সাক্ষ্য দিতে দিতে বলিয়াছিল—আমি এখানে ৬০ বৎসর অবধি বাস করিতেছি। জজ—"তোমার বয়স ২৫ বৎসর নহে, তুমি বলিলে ৬০ বৎসর বাস করিতেছ; তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছ"—এই বলিয়া তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচারের জন্য পাঠাইল। তাহার বলিবার এই অর্থ ছিল—আমি আমার পিতা পিতামহের সময় হইতে এখানে বাস করিতেছি। এইপ্রকার জজের বুঝিবার দোষে কত নির্দোষী লোক মারা যায়।

—আগামী মাসে তোমাকে টাকা পাঠাইতে পারিব কিনা সন্দেহ, কারণ গাড়ীঘোড়া জিনিষপত্র কিনিতে অনেক খরচ হইয়াছে। বোধ করি আগষ্ট মাসে একেবারে ২, ৩ শত টাকা পাঠাইতে পারিব। তুমি যদুর কাছ থেকে ত মাসে মাসে কতক পাইবে আর বাবামহাশয় যদি ১০০ টাকা এখনো দিবার অনুমতি করেন তাহা তোমার হস্তে দিবার জন্য জানকীকে লিখিয়াছি।—যদি এখানে Assistant জজের কর্ম্ম পাই তবে বেশ হয়। তাহার অনেক সম্ভাবনা আছে। হয়ত এবার-কার গ্যাজেটে তাহার কিছু থাকিতে পারে। আমার প্রেম ও রাশি রাশি চুম্বন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahamednuggar
25 June '68

(৩৩)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি

আমি এখানকার Assistant Judge-এর পদ পাইয়াছি, এখনো acting পদ—'পক্কা' না হইলে সন্তুষ্ট হইতেছি না। এখন বেতন প্রায় ৬৫০ হইবে। তোমার পত্র আজ প্রতীক্ষা করিতেছি, দেখি পাই কি না। এখনো আমার সব 'call' সাঙ্গ হয় নাই। এখানে অনেক গুলি বিবি আছে—একবার দেখা করিয়া সকলকে চিনিয়া উঠা কঠিন—এক দঙ্গল মেষপালের মধ্যে যেমন এক মেষকে অন্য হইতে চেনা দুষ্কর। নিতান্ত কুৎসিত কি নিতান্ত সুন্দরী যে, তাকেই একবার দেখিয়া জানা যায়। এখানে কর্ম্মের বড় অধিক জঞ্জাল নাই, পড়িবার অনেক সময় পাইব। শরীর সুস্থ থাকিলে হয়। বাবামহাশয় কবে আসিবেন তাহার

কি কিছু শুনিয়াছ ? তোমাদের ওখানে বর্ষায় কি কিছু শস্য হয় নাই ? তুমি যে বিবির কথা লিখিয়াছ, তাহাকে কি আনাইতে পারিয়াছ ? তোমার সঙ্গে রাজাবাবু কি জ্ঞানেন্দ্র কি মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে আসেন ? সৌদামিনী শরৎ স্বর্ণকে আমার ভালবাসা জানাইবে। সৌদামিনী পত্র লিখিলে পরিতুষ্ট হইব। স্বর্ণের এক পত্র পাইয়াছি তাহার উত্তরও লিখিয়াছি—যেন মধ্যে ২ পাই। স্বর্ণ লিখিয়াছে—তোমরা একদিন সাঁতলাভাজা করিতেছিলে, আমার এখানে কি কিঞ্চিৎ করিয়া পাঠান যায় না ? তুমি যে বর্ষার কথা লিখিয়াছ তাহাতে এখন সাঁতলাভাজা খাইবারই সময়। আমার চুম্বন গ্রহণ করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহমদনগর
২৬ জুন

(৩৪)

ওঁ

Ahmednagar
27 June 1868

আমচী জ্ঞেনুমণি,

এখন অনেক সময় একলা থাকিতে হয় বলিয়া এক একবার বড় বিরক্ত বোধ হয়। ১০টার পর নাস্তা করিয়া তারপর দুই প্রহরের সময় কাচারিতে যাই, সেখানে দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া আবার আসিয়া চা খাই ও কিঞ্চিৎ পরে সন্ধ্যার সময় একবার বেড়াইতে যাই। কাল চলিয়া দেখিলাম কত পথ চলিতে পারি। প্রায় আধ ক্রোশ চলিয়াও বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না, ক্রমে চলা অভ্যাস করিতে হইবে। রাত্রে এখন মন্দ ঘুম হইতেছে না, মশা নাই এক বড় সুবিধা, মশারিও দিতে হয় না। তোমার আসিবার আর কত বিলম্ব হইবে বোধ কর ? যাহার

সঙ্গে প্রথম দেখা হয় সেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কোথা হইতে তোমার কথা শুনিয়াছে বলিতে পারি না। আগামী মার্চ্চ কি এপ্রিল মাসে কি কলিকাতা ছাড়িতে পারিবে? যদি সে সময় আমি ছুটি না পাই, তবে কি তুমি একলা ষ্টীমারে করিয়া আসিতে সাহস করিতে পার? এখন সে কথা ভাবিলে আর কি হইবে, সময় আসিলে কি কর্ত্তব্য দেখা যাইবে। কি বল জ্ঞেনু?

এখনকার মত Goodbye.

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩৫)

ওঁ

Ahmednagar
28 June 1868

আমচী জ্ঞেনু,

কাল তোমার এক পত্রের সহিত মেজদাদার পত্র ও আজ তোমার ও জানকীর এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে আমার পত্র না পাইবার দরুণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছ। আমি যেদিন বোম্বাই পরিত্যাগ করিলাম তার পূর্ব্ব দিন তোমাকে লিখি নাই। কাজে কাজেই তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এখানে আসিয়া প্রায় প্রত্যহই এক একখানা পত্র তোমাকে লিখিয়াছি, কেবল একদিন ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে-নাই। এখন লিখিবার বিষয় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই যদি কোন দিন পত্র না পাও তবে ভাবিত হইও না। এখানে জিমখানার মন্দ ধুম নহে। স্ত্রীলোকদের জন্য এক জীমখানা আছে তাহাতে ক্রোকে খেলা হয়। তোমরা বৃষ্টিতে ডুবিয়া রহিয়াছ। আমাদের বৃষ্টির নিতান্ত অভাব বোধ হইতেছে। আর কতকদিন না হইলে শস্যের ক্ষতি

হইবে। মনোমোহন কি তবে সত্যই কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পাইয়াছে? তাহার স্ত্রী কি কলিকাতায়? মনোমোহনের ত এবার বড় জাঁক হইবে—জ্ঞানেন্দ্র বড় জব্দ, না? জানকী কেবল 'প্ল্যান'ই করিতেছেন, কার্য্যত কিছুই হইতেছে না। তোমার সে পুস্তক সমাপ্ত হইলে আমাকে লিখিও। তাহার পর আর একখানা কিছু আনাইয়া পড়িও। Adam Bede শুনিয়াছি মন্দ বই নহে। জানকী লিখিয়াছে তুমি শারীরিক ভাল আছ, শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম। জানকীকে আমার স্নেহ জানাইবে—নতুনকে মধ্যে মধ্যে লিখিতে বলিও—তাঁহার বিষয় আমি বাবামহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি। আর আর সকলকে আমার স্নেহ-সম্ভাষণ দিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩৬)

ওঁ

নগর

২৯ জুন

ভাই জ্ঞেনুমণি,

ভাস্কর দামোদর এক ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক রচনা করিয়াছে—তাহা মন্দ হয় নাই। ছন্দ নানা প্রকার কিন্তু সংস্কৃত ছন্দানুযায়ী—বাঙ্গলা ছন্দের মত নহে। অনেক সংস্কৃত শব্দ ও সমাস প্রভৃতি থাকাতে আমাদের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন হয় না। আমি তাঁহাকে আমার ব্রহ্মসঙ্গীত দেখাইতে চাই, অতএব তুমি আমাকে একখানা গানের বই পাঠাইয়া দিবে; আর একখানা ভারতচন্দ্র পাঠাইলেও ভাল হয়—আমার কাছে কবিকঙ্কণ আছে কিন্তু ভারতচন্দ্র আনি নাই। দুই মুখ খোলা রাখিয়া Book Postএ পাঠাইবে, নতুবা বৃথা Postage দিতে হইবে। আমাদের পুরাতন ও নব্য কবিদের গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট কবিতাসকল সংগ্রহ করিয়া

যদি এক গ্রন্থ করা যায়, তবে বোধ করি উহা সাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে। তুমি একটা এইরূপ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর না কেন? রামায়ণ মহাভারত কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র প্রভৃতি হইতে ভাল ভাল কবিতাবলি সহজেই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এইরূপ সংগ্রহ করিবার সময়ে যেন আসল 'Poet'-কে মনে থাকে। এই এক, আর উৎকৃষ্ট সঙ্গীতসকল একত্র করিয়া এক পুস্তক করা আর-এক, এই দুয়ের মধ্যে কোন্ বিষয় তোমার অধিক মনঃপূত হয়? কাল রাত্রে এখানে Col. Ashburner (ভস্মোদ্দীপক দাহক)এর ওখানে আহার করিলাম। তাঁহার হৃষ্টপুষ্টা স্ত্রী ও দুই কন্যাও ছিল। তাহাদের বাড়ী আমার বাঙ্গলোর ঠিক সম্মুখে, যাইতে দুই মিনিট লাগে। নিমন্ত্রণে যাওয়া রাজাবাবুর নিয়মের বিরুদ্ধ না? কিন্তু কি করিব—লোকের সঙ্গে এখানে পরিচিত হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। একটুকু সাবধান হইলেই আর কোন ভয় নাই। কাল রাত্রি ১০ কিম্বা ১০৷৷০টার অধিক হয় নাই।

তোমাদের কি খবর? বৃষ্টি কি কিছু থামিয়াছে? আমি ত এইখানেই থামিলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩৭)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ তোমার এক পত্র প্রতীক্ষা করিতেছিলাম কিন্তু পাইলাম না। এখানে বোম্বাই হইতে একদিনে পত্র আসে এই এক সুবিধা—যেমন আহমদাবাদে পাইতাম, সেইরূপই পাই। যদি সকালের ট্রেনে বোম্বাই হইতে পত্র পাঠায় তবেই পরদিনে আইসে—নতুবা দুই দিন লাগে। পুণা ও বোম্বায়ের মধ্যে যে সেতু ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা আবার খুলিয়াছে। আজ আমাদের ছুটি, আফিস বন্ধ। আদরজির কাছে

থেকে আজ এক পত্র পাইয়াছি। Mrs. Aderjee তোমাকে সেলাম দিয়াছে। আদর লিখিতেছে মনচরজি আমার জিনিষপত্র এখনো সকল বিক্রী করে নাই, কি যে তাহার হইবে বলিতে পারি না। রতনজি যে আমার পীড়ার সময় দেখিয়াছিল ও তোমাকেও দেখিয়াছিল, তাহার কিছু প্রতিক্রিয়া করা হয় নাই—তাহাকে কি দেওয়া যায় বল দেখি? আমার গাড়ীঘোড়া আসিয়াছে, বাড়ীও একপ্রকার সাজান হইয়াছে, এখন তুমি ঘরের লক্ষ্মী হইয়া আসিলেই হয়। আজ ত জুন মাসের শেষ দিন—এমন কত মাসের শেষ দিন গণনা করিতে হইবে? এখন মেঘ করিয়া রহিয়াছে ও বায়ু অবিশ্রান্ত বহিতেছে কিন্তু বৃষ্টির কথা কিছুই বলা যায় না। Phear সাহেব রাধাকান্ত দেবের বাটীতে যে বক্তৃতা করিয়াছিল তাহা কি কাগজে দেখিয়াছ? তুমি কি খবরের কাগজ কখন কখন দেখিয়া থাক? Mrs. Phear-এর নিকট হইতে কি পত্রাদি পাইয়া থাক? না Phear-এরা আমাদের পরে মনোমোহনের দরুণ চটিয়াছে? মনোমোহন কিন্তু তাহাকে আচ্ছা বশ করিয়াছে। কাল ত তোমার পত্র পাইব?—এখন বিদায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
30 June, 1868

(৩৮)

ওঁ

AHMEDNAGAR
1 July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

এখানে দেশীয় লোকদের মধ্যে আলাপ করিবার উপযুক্ত তেমন কেহই নাই। এক ভাস্কর বিরাজ করিতেছেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে দু-একবার দেখিয়াছি, তাহাকে আমার বড় পছন্দ হয় না। District Deputy একজন পারসী আছে—তার সঙ্গে অধিক আলাপ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন একজন মুন্সিপাল সদর আমীন আছেন—এই সকল সরকারী চাকর ভিন্ন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক দেখা যায় না। আজ এখানকার স্কুল দেখিতে যাইব। এখানে সম্প্রতি এক বালিকা বিদ্যালয় হইয়াছে—কিন্তু বড় ভাল চলিতেছে তাহা নহে। তুমি এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে যদি কিয়দংশে মারাঠী ভাষা শিখিতে পার, তবে অনেকের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ করিতে পারিবে—তুমি যদি কোন মারাঠী Newspaper চাও, যথা Native Opinion যাহাতে ইং-মা, দুই ভাষাই ব্যবহৃত, তাহা আমি পাঠাইতে পারি। এখানে এক সুবিধা এই যে খোলা জায়গা দেদার পড়িয়া আছে, একটুকু বাহির হইলেই যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমণ করিতে পারা যায়। আহমদাবাদে যেমন এক ক্যাম্পে বেড়াইবার স্থান ছিল সেরূপ নহে। এখন সন্ধ্যার সময় এক একটু জ্যোৎস্না হইয়া থাকে কিন্তু চন্দ্র ঘোমটার মধ্য দিয়া ডাক দেয় মাত্র। তাহার প্রসন্ন বদন সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না। আমাদের এখানে এখনো ভালরূপে বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। শুনিতে পাই সবশুদ্ধ ২৪, ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেই যথেষ্ট—এ দেশে অধিক বৃষ্টির আবশ্যক হয় না। বেশ, না জ্ঞেনু? তোমার জন্য এই বাড়ীর এক ছবি আঁকিয়া পাঠাইব। চুমু দিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩৯)

ওঁ

AHMEDNAGAR
1 July, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন তোমার কি দিনের বেলায় একলা থাকিতে হয়, তোমার কাছে সৌদামিনী প্রভৃতি তোমার সখীগণ কেহ থাকেন না? তোমার যদি একজন বিবি রাখিবার ইচ্ছা হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এখানকার কলেক্টর অবিবাহিত—Mrs. O-র মত প্রসিদ্ধ সুন্দরী কৈ? আমি আসিয়া অবধি একদিন কি দুই দিন নিমন্ত্রণে গিয়াছি—আর সাবধানে আছি, কোন ভয় নাই। পায়ের বেদনা এক প্রকার স্থগিত রহিয়াছে, কোন ভাবনা নাই। এ বাড়ীর উপরে এক ঘর আছে বলিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রে এখনো পর্য্যন্ত ভূতের উপদ্রব হয় নাই। যে সকল জিনিষপত্র ভাইয়ার লইয়াছি, তাহার ভাড়া দিতে গেলে মাসে ১০ টাকা ও কিনিতে গেলে প্রায় ৪৫০ লাগিবে। তোমার কি মত, কেনা কি ভাড়া লওয়া? জিনিষগুলো যে নিতান্ত ভাল তাহা নহে, তবে চলনসই। আমাদের বাড়ীতে যে Indian Daily News আসে, তাহা কি তুমি প্রত্যহ পাঠাইতে পার? পাঠাইতে রোজ ১ আনা মাশুল লাগিবে। জানকীকে লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার বৃথা পয়সা ব্যয় করান কেন? জ্যোৎস্নার সময় তোমাকে সর্ব্বদাই মনে পড়ে। তুমি যখন মনে কর তখনি হয়ত আমিও তোমাকে মনে করি—কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না। ইহার যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে বেশ হয়। জানকীকে জিজ্ঞাসা কর তাহার spiritua-lism কিছু বলে কি না? এখন এ কয় মাস এক রকম করিয়া গেলে হয়। তুমি এ পত্র পাইবার দিন কখন কি করিতেছিলে লিখিবে ও তোমার শরীর কেমন তাহা লিখিবে ও আমার চুম্বন গ্রহণ করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪০)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি,

Miss Muat-এর নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছি তাহা দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। তিন দিন হইতে তোমার কোন পত্র পাই নাই—আমি ত এখন রোজ লিখিতেছি, আমার পত্র প্রত্যহ এক একখানা পাইয়া থাক ত? আজ আর অধিক লিখিবার নাই—যদি তোমার পত্র পাই ত কাল লিখিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
2 July, 1868

(৪১)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আজ একটা ছোট কুকুর কিনিয়াছি—দেখিতে মন্দ নহে, বোধ করি তোমার মনোমত হইবে। এখন আমার স্নানের সময় হইয়াছে—৯টা বাজিয়া গিয়াছে। টগাল এখনো পাই নাই। আর অধিক লিখিবার নাই বলিয়া থামিলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
3 July, 1868

(৪২)

ওঁ

AHMEDNAGAR
5 July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আমি দুইটা কুকুর কিনিয়াছি—ছোটটার নাম Tiny, বড়টা তুমি যেমন রোমশ কুকুর চাও সেইরূপ। এখনো তাহারা ভাল করিয়া পোষ মানে নাই। ছোটটা আজ উপরের ঘর ময়লা করিয়াছে, বলিয়া বিরক্ত হইতেছি। নতুনের এক পত্র পাইয়াছি। নতুনের যাহাতে ইংলাণ্ড যাওয়া হয় তাহার জন্য আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে বল তিনি যেন আপনি লেখেন, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না। গোবিন্দকে যখন বলিলাম যে বাবামহাশয় জ্যোতিকে একলা পাঠাইতে সাহস করেন না, সে ত আর হাসিয়া বাঁচে না। সে বলে যেখানে কোন ভয় নাই সেখানে আমরা নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া ভয় জুটাইয়া আনি। জগজীবনের কাছ থেকে এখনো আমার জিনিষ আসিয়া পৌঁছে নাই, কিন্তু তাহার পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লিখিতেছে যে জিনিষ বোম্বাই পাঠাইলাম ও বাক্সের চাবি ডাকে পাইয়াছি। এই দুই তিন দিন ধরিয়া আমার হাতে অনেক কর্ম্ম আসিয়াছে—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কর্ম্ম করিতে হয়, ১২ হইতে প্রায় ৫টা। তাহাতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়। দুই তিনটা মোকদ্দমা শেষ হইলে আবার বিশ্রাম পাইব। এখানকার চাষা ও ছোটলোকেরা গুজরাটীদের অপেক্ষা অনেক মুর্খ ও গরীব বোধ হয়। সাধারণ লোকেরা বাণিজ্য ব্যবসাতে তেমন পটু নহে। এক সুবিধা যে লোকেরা শান্ত—কোন উপদ্রব কি বিতণ্ডার মধ্যে নাই। এইজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কি জজদের হাতে বড় কাজ নাই। এবারকার সেসনের জন্য একটা মকোদ্দমাও জোটে নাই। যেখানে ডক্তর ও Lawyerদের হাতে বড় কর্ম্ম জোটে না, সে দেশের অবস্থা অবশ্য উত্তম হইবে। এ কয়দিন বেশ জ্যোৎস্না হইতেছে ও রাত্রে আহারের পর

জ্যোৎস্নায় বেড়াইয়া বেড়াই। তুমি থাকিলে কত আনন্দে এই জ্যোৎস্না উপভোগ করিতে। আজ রবিবার—তোমরা সকলে কি করিতেছ? আমার শারীরিক অবস্থা একরূপ চলিতেছে—বিশেষ উন্নতি দুর্গতি নাই। পাও তেমনি আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৩)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনু,

আজ আর কিছু বিশেষ লিখিবার নাই। মরাঠী পরীক্ষা নিকটে। এখানেই কিম্বা বোম্বাই কি কোথায় তাহা দিতে হইবে, ঠিক বলিতে পারি না। হাতে বড় কর্ম্ম নাই, তবুও যে অধিক পড়িতে পারি তাহা নহে। এক ঘণ্টা কি জোর দুই ঘণ্টা ক্রমিক পড়িলেই শ্রান্তি বোধ হয়। হয়ত কোন Novel কি মনের মত বই পাইলে আরো অধিক কাল পড়িতে পারি, কিন্তু আইনের বই ক্রমাগত ভাল লাগে না—না পড়িলেও নয়। এ কয়দিন বাতাস কিছু কমিয়াছে ও দিনের বেলায় রৌদ্রের উত্তাপ কিছু হয়, তবু ক্লেশকর হয় না। বৃষ্টির জন্য সকলে হাহাকার করিতেছে। আমাদের এখানে ঘোড়দৌড় আসিতেছে— সকলে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছে—ক্রোকে খেলা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। Band-এর স্থান আমার বাড়ী হইতে অতি নিকট। এখানে একটা লাইব্রেরিতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছি, অনেক বিলাতী কাগজ প্রভৃতি দেখিতে পাই। এখন সন্ধ্যা ৬টা, আমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। এখানেই আজ থামিলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নগর

৭ জুলাই

(৪৪)

NAGAR

10th July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি

এবার আমার যে দুই কুকুর হইয়াছে তাহা দেখিলে তুমি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারবে না। একটি ছোট, সে এমন খেলা করে ও চটপটে তাহাকে কাল পাইয়াছি—এখনো ভাল করিয়া পোষা হয় নাই। আগে যে রোমশ কুকুরের কথা লিখিয়াছিলাম তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি—বোধ হইল তাহার কোন পীড়া—সমস্ত দিনরাত শুইয়া থাকিত। এ দুই কুকুরের নামই 'Tiny'। তোমার নিকট Bangy Dak-এ এই বাড়ীর ফোটোগ্রাফ পাঠাইতেছি। তাহাতে আমার ছবি, আমার গাড়ী ঘোড়া সিপাই কুকুরের ছবিও দেখিতে পাইবে। বাড়ী যেমন হইয়াছে, আর কিছুই তেমন উঠে নাই। আমার ছবি ভাল হয় নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—না চেহারা না কাপড় ভাল হইয়াছে। কুকুর ত আদবে উঠে নাই—ঘোড়াও ভাল উঠে নাই। যদি ইচ্ছা কর তবে ইহাদের পৃথক ছবি করিয়া পাঠাইব। আজ আমার পরীক্ষার দিন। এখন সকাল ৭টা—১০টার সময় যাইতে হইবে। কাল কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখানে বৃষ্টি বড় মজার—ভূমি এমন শীঘ্র শুষিয়া লয় যে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। কাল দিবসে দুই তিন ঘণ্টা বৃষ্টি পড়িয়া সন্ধ্যা বেশ মনোরম হইয়াছিল। কাল রাত্রে জজের ওখানে খাইতে গিয়াছিলাম—আমি এখনো তাহাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই। তুমি আমাকে একটা জিনিষ পাঠাইতে পার—কৃষ্ণধন যে গানের বই করিয়াছিল তাহা ফেলিয়া আসিয়াছি—তাহা চাই, আর গোস্বামী যাহা করিয়াছেন তাহাও চাই। এখানে দেখিব সেইরকম করিয়া গান লেখার বিষয় এ দেশের লোকেরা কি বলে। ভাস্করের নলিনীকে এখনো দেখি নাই—দেখিলে তাহার সবিশেষ বর্ণনা লিখিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৫)

ওঁ

NAGAR

13 July, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

আজ আর বিশেষ কিছুই লিখিবার নাই—তুই তিন দিন তোমার কোন পত্র পাই নাই। তোমাকে কাল হয়ত ১০০ টাকার হুণ্ডি পাঠাইতে পারিব। এখন অনেক সময় একলাই কাটাইতে হয়—একটা Novel পড়িতেছি—Lady Audley's Secret (Mrs. Braddon)। এখনো গুপ্ত ভাণ্ডার খুলিবার চাবি পাই নাই। ৪, ৫ জন ব্যক্তি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কে কি করে—কাহার কিরূপ সম্বন্ধ সকল প্রকাশ পায় নাই। পড়া হইলে লিখিব কেমন বই। তুমি বিবির কাছে কি পড়িতেছ? তুমি লেখা অভ্যাস কর না? নিয়মিতরূপে কোন কিছু লিখিয়া তাঁহার নিকট হইতে শোধন করিয়া লও, তাহা হইলে অনেক শীঘ্র শিখিতে পারিবে। এই পত্র পৌঁছিবার আগে নতুনের বিবাহ হইয়া যাইবে। নতুনের বিয়ের কথা বিশেষ করিয়া লিখিবে। নিকটবর্ত্তী যে সকল পাহাড় আছে, তাহা যে বড় উচ্চ তাহা নহে। আমি এখনো একটারও চূড়ার উপর উঠি নাই। যে পা লইয়া Switzerland-এর ধবলাগিরিতে আরোহণ করিয়াছি—১০, ১২ ঘণ্টা চলিয়াও বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই, সেই পা লইয়া এখন এইটুকু পাহাড়ে উঠিতে ভয় করি। কি আশ্চর্য্য—হাঁটুতে যদিও তেমন বেদনা নাই, কিন্তু আরবার অপেক্ষাও তুর্ব্বল রহিয়াছে—অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করিয়াছি—ক্রমে বাড়াইব। তুমি ভাই কেমন আছ লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৬)

ওঁ

NAGAR

15th July, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার নিকট ১০০ টাকার money-order পাঠাইতেছি, পৌঁছ সংবাদ লিখিবে। ইহাতে তোমার নাম সই করিয়া Money-order office-এ পাঠাইলেই টাকা পাইবে। এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে ও ঘাস যেমন একেবারে শুষ্ক ও দগ্ধ দেখিতে হইয়াছিল, এখন কিঞ্চিৎ সবুজ দেখাইতেছে। এদেশে ধান্য হয় না সুতরাং ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখা যায় না। ইহার অনতিদূরে করসত্ জির একটা বাগান আছে—ফুলের নহে, ফল ও শাক-সব্জির। সেদিন গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন বাঙ্গলো নাই বলিয়া থাকিবার সুবিধা নাই। পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত যদি গাড়ী যাইতে পারে, তাহা হইলে একদিন যাইব। এখানে আমাদের মধ্যে Croquet, Cricket জিমখানা প্রভৃতি আছে। কিন্তু তাহাতে আমার আমোদ হয় না। জানকীর সেই বন্দুকলাঠি সাফ ও মেরামত করিয়া লইয়াছি, কিন্তু ব্যবহার করি নাই। আমার দুই টাইনি ও দুই ঘোড়া হইয়াছে—ঘোড়া দেশীয় কিন্তু মন্দ নহে, আমি অনেক সময় আপনি হাঁকাই—কোচমানও কখন হাঁকায়—তুমি বোধ করি হাঁকাইতে পারিবে। ইহাদের একটার উপর চড়াও যায়। আজ তোমার পত্র কি পাইব? অনেক অনেক চু—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৭)

ওঁ

AHMEDNAGAR
12 July, 1868

ভাই জ্ঞেনু,

তবে নতুনের বিবাহের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। হিতেন্দ্র ও নীতীন্দ্রের ভাত, তোমরা বেশ আমোদে আছ। নতুনের বিবাহ দেখিবার তোমার যে এত সাধ ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে—কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না। জ্যোতি এই বিবাহে কেমন করিয়া সম্মত হইল, এই আমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। তুমি বিবির কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ শুনিয়া খুসী হইলাম—৩০ টাকা দিবার জন্য চিন্তিত হইবে না। আমি শীঘ্রই তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিব। বেশ ত, তুমি কেন আমাকে ইংরাজিতে চিঠি লিখিতে আরম্ভ কর না? আমিই তাহা হইলে তোমাকে ইংরাজিতে লিখি।—কি বল? তাহা হইলে তোমার ইংরাজি লেখা খুব অভ্যাস হইবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ অনেক সুন্দরী বিবির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে কি না? ভাল করিয়া আলাপ হয় নাই—দুই একবার মাত্র দেখা হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আমি তেমন পটু নহি। তুমি না আসাতে আমি সুখে আছি কেমন করিয়া লিখিলে? এখানে আর আমার কেহই নাই, তুমি যতদিন না আসিবে ততদিন আমি একলা ও সকলি শূন্য।—তুমি এখন অবধি শিশুপালন সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়িতে আরম্ভ কর। রাজাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত বলিতে পারিবেন। রামতনু বাবু এই বিষয় তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মনে আছে? ইহার পুর্ব্বে হয়ত ছবি পাইয়াছ—কেমন হইয়াছে বিশেষ করিয়া লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৮)

ওঁ

AHMEDNAGAR

16 July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তবে জ্যোতির ত বিবাহ হইয়া গেল—নতুন বৌকে কি তাহার বেশ মনে ধরিয়াছে? নতুনের বিলাত যাওয়া এই পর্য্যন্ত—বাবামহাশয় লিখিয়াছেন সকলেরই কি তোমার মত বিলাত যাওয়া ঘটে—জ্যোতি কোন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে এখানেই তাহার পদের উন্নতি করিতে পারিবে। আর এখন নতুন বৌকে পাইয়া আর কি দ্বীপ দ্বীপান্তরে যাইবার ইচ্ছা থাকিবে? বিবি তোমার সঙ্গে আসিলে পথের বেশ সুবিধা হইবে, কিন্তু এখানে তাহাকে স্বচ্ছন্দে রাখা এক দায় হইবে আমার ত বোধ হয়। আমাদের ইচ্ছামত খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণরূপ হইবে না। বিবির জন্য আলাদা কুঠরী আর যদি কিছু আমোদাসক্ত হয় তাহা হইলে হয়ত একটা ঘোড়া—এইরূপে অনেক দিক দিয়া ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা। যদি তোমার এই বিবি Miss Muat-এর মত ভালমানুষ হয় আর আমাদের মত খাওয়া দাওয়াতে সন্তুষ্ট থাকে এমন বোধ কর, আর নিরিবিলি থাকিতে কষ্ট বোধ না করে, তাহা হইলেও কতকটা হয়। স্টীমারে করিয়া সমুদয় পথ আসিতে বোধ করি কোন শঙ্কা নাই—আর তোমার সঙ্গে যদি Baby ও আয়া থাকে তাহা হইলে তুমি হয়ত সাহস পাইবে। বোম্বাই পর্য্যন্ত তোমার জন্য আমি অনায়াসে যাইতে পারিব। তুমি মনে করিতেছ আমি বেশ আমোদে আছি—কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত। অধিক কাহারো সঙ্গে মিশিনে—কেবল তোমার আসার প্রতীক্ষা করিয়া আছি। এখন কড্‌লিভর বন্ধ করিয়াছি। হোমিওপ্যাথিতে

উপকার হয় কিনা, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। কোন ঔষধ না খাইবার দরুণ যে উপকার তাহাই ত বেশ দেখা যায়—উহার নিজের গুণ ত তেমন জানা যায় না। তোমাদের সকলের কিরূপ চলিতেছে? তোমার শরীরের সকল অবস্থা কিরূপ লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪৯)

ওঁ

NAGAR
18 July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি

তোমাকে কাল কোন পত্র লিখি নাই—তোমারও পত্র পাই নাই—শোধবোধ গেল। কাল আমার ফোটোগ্রাফ লইয়াছি, কিন্তু বোধ হইল বিশ্রী হইয়াছে। অথবা আসল বিশ্রী হইলে নকল শ্রীমান কেমন করিয়া হইবে। আগেকার রুগ্ন চেহারা কি কিছু কমে নাই?—আমার দুই টাইনি সর্ব্বদাই খেলা করে—একটা নিতান্ত টাইনি, একটা একটু বড়। কিন্তু ছোটটা বড় চটপটে ও তাহার সঙ্গে বড়টা পারিয়া উঠে না। যেমন আমাদের আহমদাবাদে 'পপি' ডিকিকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিত, সেইরূপ প্রকার ছোটটা বিরক্ত করে। আমার টাটুরা আহমদাবাদের ঘোড়াদের মত সুখী নহে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা কাজের লোক। এখানে আইলে সে ঘোড়ারা টিকিতে পারে না। আমার টাটুরা দেখিতে মন্দ নহে—নিতান্ত ছক্কড় টাটু নহে। Lady Audleyর শেষ volume আরম্ভ করিয়াছি—এই ভাগেই গুপ্ত কথাসকল কতক প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি পড়িয়া দেখিবে? ইহা Oswald Crayর মত

কিছুই নহে—তাহা অপেক্ষা অনেক 'sensational'। বিবির কাছে কি নিয়মিত রূপে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ? কি পড়িতেছ? আর এ মাসের মত তোমার টাকার ভাবনা হইবে না— আমি পরশু ১০০ টাকার money order পাঠাইয়াছি—তাহা ভাঙ্গাইতে বিলম্ব করিও না। তোমাদের ওখানে বর্ষা কি কমিয়াছে—আমাদের সবে একটু আরম্ভ হইয়াছে। পায়ের বেদনা অনেকটা সমভাবে রহিয়াছে—একদিন একটু বাড়ে একদিন কমে। রোজ বৈকালে চলিয়া বেড়াই। তুমি কি ভাই তোমার এখনকার ফোটো কোনরকম করিয়া লইতে পার—তোমার চেহারা দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫০)

ওঁ

NAGAR
19 July

প্রিয়তমা জ্ঞেনুমণি

বাবামহাশয়ের কাছ থেকে যে পত্র পাইয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। বোধ করি মাসে মাসে ১০০ টাকা করিয়া দেওয়া তাঁহার বড় ইচ্ছা নয়—কিন্তু না দেওয়া আমার মতে ন্যায়ানুগত হয় না। যে পুত্র উপার্জ্জন করিবে, সেই কি তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? যাহা হউক, টাকার স্বচ্ছলতা থাকিলে বোধ করি বাবামহাশয় 'না' বলিবেন না। তোমার ১০ই জুলাইয়ের পত্র পাইয়াছি। তারকের কোন পত্র অনেক দিন পাই নাই—যদি কখনো আমি তাহাকে লিখি তবে ঘড়ির কথা লিখিব। আমি তাহার ঠিকানা জানি না বলিয়া লিখিতে পারিতেছি না। আগে ক্ষেত্রের সঙ্গে ছিল, এখন পৃথক হইয়া কোথায় গিয়াছে

জানি না। আমার ঘড়ি মন্দ চলিতেছে না—দুই এক মিনিট শীঘ্র যায়, তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। তোমাদের ওখানে ১৭ই এক ঝড় হইবার যে দৈববাণী করিয়াছিল তাহা কি হইয়া গিয়াছে? ঝড় হইলে তোমার কি বড় ভয় হইবে—একলাটি থাকিলে ভয় হইবে কিন্তু লোকের সঙ্গে থাকিলে হইবে না—ঠিক কি না জ্ঞেনু? বীরেন্দ্রের বিষয় আমাদের যাহা ভয় ছিল, তাহাই কি ঘটিল—বড় আক্ষেপের বিষয়। তাহাকে কোথাও বেড়াইতে লইয়া গেলে হয়ত ভাল হয়। নতুন নতুন-বৌকে পাইয়া বুঝি শিক্ষা পরীক্ষা সকলই ছাড়িয়া দিয়াছেন? বিবাহের নূতনত্ব চলিয়া না গেলে পরে অন্য দিকে মন যাইবে না। রাজাবাবুর একটিও চিঠি পাই নাই, তিনি কি লিখিয়াছেন? আমার ঘোড়ায় চড়িতে সাহস হয় না—একটু অধিক বেড়াইলেই বেদনা বাড়ে দেখিয়াছি—ত ঘোড়ায় চড়িলে তা আরো বাড়িবার সম্ভাবনা। আমি তাই মোটা হই নাই—মোটা হওয়া দূরে থাক—একটু বল পাইলে বাঁচা যায়। অল্প কোন পরিশ্রম করিলেই দুর্ব্বলতা বোধ হয়। আমি স্নানের পর প্রায় তোমার চিঠি পাই। ১০টা রাত্রে তুমি পত্র লিখিতেছিলে—সে সময়ে হয় আমি Novel পড়িতেছি কি সবেমাত্র শুইয়াছি, ঘুমই নাই বোধ হয়। Lady Audley প্রায় শেষ হইল—তুমি আনাইয়া পড়িয়া দেখো, হয়ত ভাল লাগিবে। রাত্রে পড়িলে হয়ত ভয় করিবে, এমন সকল বিষয় বর্ণিত আছে। তুমি নিয়মিত রূপে বিবির কাছে পড়িতেছ শুনিয়া খুসী হইলাম। আমার স্নানের বেলা হইয়াছে। আজ রবিবার বলিয়া গড়িমসি করিতেছি। তুমি কেমন আছ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫১)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কতদিন হইল আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। বোধ হইতেছে যেন অনেক দিন—অনেক মাস—কিন্তু যতদিন বাকি আছে সত্য সত্য তার দশ ভাগের এক ভাগ এখনও গত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এমন করিয়া আরও কতকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সুরাট হইতে আমার জিনিসপত্র সকল আসিয়াছে—কাপড়ের দুই বাক্স আর আমার favourite বেতের চৌকি। আমার ফেটোগ্রাফ যে লইয়াছি তাহা নরসু কাল দেখাইতে আনিয়াছিল—বড় ভাল হয় নাই। মুখের ভাব কেমন বিশ্রী হইয়াছে। এই জন্য তোমার কাছে পাঠাইবার ইচ্ছা হইতেছে না।—Indian Daily দুইদিন আসিতেছে। তোমার পত্র কাল পাই নাই—আজকের টপাল এখনও আসে নাই। তোমার পত্র পাইলে আবার লিখিব, আজ এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

NAGAR
21 July, 1868

(৫২)

ওঁ

Nagar
23 July 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ১৫ জুলাইএর পত্র পাইয়াছি। এখন তোমার কি অনেক সময় অসুখ বোধ হয়? আমার বোধহয় বিশেষ কোন পীড়া না হইলে ঔষধ না খাওয়া মন্দ সঙ্কল্প নহে। মাথা ধরা কি গা বমিবমি কি সরদী—এ সকলের জন্য ঔষধ খাওয়া বৃথা—হৈমবতীই বা কি,

আলবতীই বা কি। আমার ত এ দুয়েতেই অনুরাগ নাই। হৈমবতী অপেক্ষা রাজাবাবুতে আমার শ্রদ্ধা আছে। কি বল জ্ঞেনু? সৌদামিনীর যদি মুঙ্গেরে যাওয়া হয় তুমি কি যাইবার ইচ্ছা কর—বোধ করি সাবধানে থাকা ভাল। তোমার অন্য বাড়ীতে থাকার বিষয় কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না—বাবামহাশয় ইহার মধ্যে ত বাড়ী আসিবেন, না জানি তাঁহার কি মত? আর তুমি ত পাঁচিধোবানির গলিতে কোন বাড়ী লইয়া থাকিতে পারিবে না—একটা ভাল স্থানে বাঙ্গালীটোলায় বাড়ী পাওয়া সহজ নহে। তবে যদি কোন বাগানে গিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, সে এক কথা। জানকী যদি তোমার জন্য একটা বাগান দেখিয়া স্থির করিতে পারে তবে আমাকে লিখিলেই যাহা কর্ত্তব্য হয় তোমাকে বলিব। এখন এক এক দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। বাবামহাশয় ১০০ টাকার অনুমতি করিয়াছেন, তাহা তোমাকে দিবার জন্য প্রসন্ন বিশ্বাসকে লিখিয়াছি—চিঠিটা তাহার নিকট পাঠাইয়া দিও। যদু কি মাসে ২০ টাকা করিয়া দিতেও এত অনিচ্ছুক—কেনই বা তাহাকে ঘড়ি দিতে গিয়েছিলে—এবার ত বিলক্ষণ ঠেকিয়া শিখিলে? না জ্ঞেনু?—এখানে আমার শরীর যে বরাবর ভাল থাকিবে এমন বোধ হয় না। প্রথম যেমন আশা হইতেছিল এখন তেমন হয় না। অনেকদিন জ্যোৎস্না ভোগ করিতে পারি নাই—নতুন চাঁদ কবে উঠিবে? তোমাদের ওদিকে কি ঝড় বহিয়া গিয়াছে—না সর্ব্বৈব মনঃকল্পিত? আমি অনেক সময় তোমাদের বিষয় স্বপ্ন দেখি—তুমি কি এখানকার বিষয় স্বপ্নে কিছু জানিতে পার? তবে শেষ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৩)

ওঁ

Ahmednagar
26 July, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

তোমার ১৮ই জুলায়ের পত্র আমার সম্মুখে—ইহার দুইদিন পরে ছবি পাইয়া থাকিবে—তাহার বিষয়ে তোমার যা বলিবার থাকে তাহা হয়ত আজিকার পত্রে পাইব, যদি আজ তোমার পত্র পাওয়া যায়। আমি বোধ করি তুমি একটুকু চেষ্টা করিলেই সেই ইংরাজি কবিতার সুন্দর বাঙ্গলা করিতে পার—তাহা নতুনকে দেখাইও, দেখি তিনি কি বলেন। তোমার প্রেরিত গানের বই তিনটি পাইয়াছি। তোমাদের ঝড়ের রাত্রি যে নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছে আহ্লাদের বিষয়—আমার কখনই সত্য মনে হয় নাই যে ঝড়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। বিবিকে আনিবার বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া কি মত হয়? তুমি যদি মার্চ মাসের মধ্যে সবল হইতে পার, তবে তখন আসিবার কোন বাধা নাই—আমি ত জুন মাসের আগে ছুটি পাইব না—আর একমাসের ভিতর কলিকাতায় যাওয়া ও কলিকাতা হইতে বোম্বাই আসা আমার পক্ষে কিছু সহজ নহে। তুমি যদি আমা ব্যতীত আসার সুযোগ বোধ না কর, তবে আমাকে কাজে কাজেই যাইতে হইবে। আমাদের এদিকে বৃষ্টি অতি অল্প হইতেছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যের হানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা—আরও দিনকতক এইরূপ চলিলে বড় মন্দা। আমার আপীল লইবার ক্ষমতা কাল আসিয়াছে—এখন অবধি কর্ম্মের ভার কিছু অধিক হইবে।—আমার এখন কেমন কিছুই ভাল লাগে না—আমি আপনার প্রতি বিরক্ত—এখানকার লোকজনের উপর বিরক্ত—কাহারও সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা হয় না। ইংরাজদের সঙ্গে মিলিবার স্থান Gymkhana, Band Stand প্রভৃতি আছে—কিন্তু সেখানে যদি যাই, অনিচ্ছার সহিত যাই।

আর বিবিদের সেই একরকম কৃত্রিমতা আমার ভাল লাগে না। আমার এখন ক্রমিকই প্রতীতি জন্মিতেছে যেন ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের যে জাতীয় প্রভেদ তাহা ভাঙ্গিবার নহে। যাহা কিছু মিল হয় মৌখিকমাত্র। ইংলণ্ডে আমার মত একরকম ছিল, এখানে উল্‌টিয়া যাইতেছে। যাহা হউক, এই কর্ম্মে থাকিতে গেলে ইংরাজদের লইয়াই কারবার করিতে হইবে। আমার মরাঠী পরীক্ষার শেষ এখনো জানিতে পারি নাই। আশা ত বিলক্ষণ আছে, কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৪)

ওঁ

Ahmednagar

28 July, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

এখন একদিন অন্তর আমার পত্র পাইতেছ, না? লিখিবার বিশেষ কিছু থাকে না বলিয়া রোজ লিখিতে ইচ্ছা হয় না। তুমিও ত ভাই আমাকে নিয়মিতরূপে লেখ না, কেন? আজ কিন্তু তোমার কোন পত্র না পাইলে দুঃখিত হইব। তুমি কি Miss Braddonএর Lady Audley's Secret আনাইয়াছ? আমি সেই লেখকের Aurora Floyd নামক গ্রন্থ পড়িতেছি—ইহাতেও খুন প্রভৃতি sensational ব্যাপার বর্ণিত আছে। পড়িতে খুব মন লাগে ও পরে কি হইবে জানিবার কৌতূহল সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। তুমি ইহার কোন একটা আনাইয়া পড়িয়া দেখ না তোমার মন যায় কি না। July মাস আর ফুরায় না—এমন আস্তে ২ মাস যাইতেছে কি বলিব! টাঙ্গা ভিন্ন সেদিন ২০০ টাকায় এক ফেটন কিনিয়াছি—সস্তা পাইলাম বলিয়া এখন কিনিলাম কিন্তু তোমাকে মনে করিয়া কিনিয়াছি। তুমি হয়ত সর্ব্বদা

টাঙ্গা করিয়া আপনি হাঁকাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে না—আর ঘোড়ারাও এক একবার দুষ্টুমি করে। প্রতি মাসে দুই টাকা বাড়াইবার প্রার্থনা করিতেছে—কি বল? তাহার মাহিনা বাড়াইতে বাড়াইতে কত টাকা হইবে বলিতে পারি না। সে কখনই বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ চালাইতে পারে না—তুমি না আইলে আর ভাল কোনরকম বন্দোবস্ত হইবে না। আমি আমাদের জজের চিঠি দেখার জন্য তোমার নিকট পাঠাইতেছি—কার সাধ্য এলেখা পড়িয়া উঠে। জানকীর সহিত ২৫ টাকা বাজি রাখিতেছি যদি সে দশ বারের বারও সকল পড়িয়া উঠিতে পারে। আমার এ বাড়ীতে উপরের কুঠরী থাকাতে অন্যান্য বাড়ী অপেক্ষা ভাল বটে—কিন্তু স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। তোমার আসিবার আগে দেখি যদি দুই এক ঘর বাড়াইয়া লইতে পারি। আমার রাশি রাশি চুম্বন জানিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৫)

ওঁ

Ahmednagar

30 July, 1868

আমচী জ্ঞেনুমণি

তুমি ছবি পাইয়া যে পত্র লিখিয়াছ তাহা কাল পাইয়াছি। আমার চেহারা ও-প্রকার হইয়াছে তাহার কারণ, রৌদ্রের উত্তাপে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল সুতরাং মুখের ভাব বিকৃত দেখাইতেছে। গাড়ীর পিছনে যে ছোট বাড়ী দেখা যাইতেছে তাহা এই বাঙ্গলার সামিল বটে, কিন্তু তাহা লইতে গেলে ১০ টাকা বেশী ভাড়া দিতে হয় বলিয়া লই নাই—আর লইবারও কোন আবশ্যক দেখি না। উপরে কোন বারাণ্ডা নাই ও ছাতে যাইবার কোন সিঁড়ি নাই। যেমন

ডোমাসের বাঙ্গলায় উপরে খালি এক ঘর ছিল, এও প্রায় সেইরকম—কেবল জানালা ও ছাদ সেরূপ নহে। যদি উপরে আর একটা ঘর করিয়া লইতে পারি তবে তুমি আইলে বেশ সম্পোষ্য হইবে—নতুবা হইবে কি না সন্দেহ। আস্তাবল রান্নাঘর ইহাতে উঠে নাই, কেননা সেইদিকে যন্ত্র রাখিয়া ছবি নেওয়া হইয়াছিল। আমি বাহিরে কম্পৌণ্ডে সন্ধ্যার সময় এক একবার বেড়াই—নতুবা প্রায় যাই না। উপরের কুঠরীটি আমার সর্ব্বস্ব। সকালে বিছানায় বসিয়া বসিয়া চা খাই ও খানিক পড়ি, পরে এদিক উদিক কাজ করিয়া স্নান করিতে ১০টা সাড়ে ১০টা হয়। পরে প্রায় দুই প্রহরের সময় কাছারিতে যাই ও ৪টার মধ্যে চলিয়া আসি। বৈকালে এক পেয়ালা চা ও সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাই। দুই তিন দিন বৃষ্টিতে যাইতে পারি নাই। একটু অধিক চলিলে বেদনা বাড়ে বলিয়া চলা কম করিয়াছি। রাত্রে ন'টার মধ্যে খাওয়া হইয়া যায়—দশটা পর্য্যন্ত নবেল প্রভৃতি পড়িয়া কাটাই, পরে 'শয়নে পদ্মনাভ'। এখন আমি যেরূপে রহিয়াছি তাহার সারাংশ এই। যে জানালা উপরে সামনে দেখা যাইতেছে তাহার কাছেই আমার লিখিবার টেবিল—সেই জানালাকে সম্মুখে করিয়া এখন লিখিতেছি। এখানে রামচাঁদ বলিয়া এক পালওয়ান আছে—সেদিন তাহার ওখানে কুস্তী দেখিলাম। তাহার শরীরের গড়ন মন্দ নহে—আমি কি তাহার কাছে কুস্তী শিখিব ? হয়ত পা সম্পূর্ণ ভাল না হইলে পারিব না। এইখানে আজ সাঙ্গ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৬)

ওঁ

Nagar
1 Aug., 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তোমার ২৩শে জুলাইএর পত্রে ১০০ টাকার পৌঁছ সংবাদ পাইলাম। যত্নর বিষয় প্রসন্ন বিশ্বাসকে লিখিয়াছি, দেখি সে কি করিতে পারে—পরে মেজদাদাকে লিখিব। বিবিকে অল্পদিন থাকিবার জন্য আনা বৃথা, আর এখান হইতে সে কি একলা ফিরিয়া যাইতে পারিবে? নিদেন এক বৎসরের জন্য আনা না হইলে কষ্টভোগই সার হইবে। যে কোন লোকের সঙ্গে এস তার যাবার আসবার খরচ লাগিবে—ডাঙাপথে কি স্টীমারে তোমার আসিবার ইচ্ছা? কাল কলেক্‌টরের ওখানে রাত্রে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম—Erskine বড় ভদ্র—ও Oliphantএর মত তীব্র স্বভাব নহে। এখানে শীঘ্র ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবে ও নাচের ধুম লাগিয়া যাইবে—দুই রাত্র নাচ হইবে—আমি গিয়া শীঘ্রই পলাইয়া আসিব মনে করিতেছি। এখন কর্ম্মের ভার মন্দ পড়ে নাই—প্রায় প্রত্যহ ১২ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। এখন স্নানের সময় হইয়াছে, ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৭)

ওঁ

Nagar

3 August, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

গত মাসে ৩০০ টাকার মধ্যে সব চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু জিনিস-পত্রের দেনা সব শোধ হয় নাই বলিয়া জমাইতে পারি নাই। চাকরদের মাহিনা ৮০ টাকা লাগিয়াছে—তদ্ব্যতীত বাড়ীভাড়া খাবার প্রভৃতি আছে। মতি মনে করিলে আরো অনেক কম করিতে পারে, কিন্তু সে সকল বিষয়েই বেশী খরচ করে। কুকুরেরা বেশ আছে—ছোট টাইনি বড়টাকে সারাদিনই ত্যক্ত করে, তার খাবার কাড়িয়া লয়—সে কিছুই করিতে পারে না—তাহাকে ভয় করে। আমি এক একবার সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাই—গাড়িতে নয়—চলিয়া যাইবার সময়। ঘোড়া দুই সুন্তী ও মন্তী যেমন ছিল—এরাও একজন সুন্তী ও একজন মন্তী। আর চাবুক না খাইলে ইহারা আরো দুষ্টুমি করে। তুমি কি চাবুক মারিতে দেবে না! আমার গাড়ী-ঘোড়া অনেকেই প্রশংসা করে। আমি ছোট কুকুরকে ভালবাসি, কেননা আমি জানি তুমি তাহাকে অবশ্য ভালবাসিবে। আমার পরীক্ষার বিষয় এখনো জানিতে পারি নাই—বিনায়ককে আজ লিখিয়া দেখিব। এত দিনও যখন জানা গেল না, তখন হয়ত না হইবার সম্ভাবনা। তোমাদের দেখ কোন লেঠা নাই—পরীক্ষা প্রভৃতির কোন গোলমাল নাই। আবার তোমাদের যে লেঠা তা আমাদের ভোগ করিতে হয় না। না জ্ঞেনু ?—কাল ঘোড়-দৌড়ের দিন। আমি একজন সেতারওয়ালা পাইয়াছি—তেমন ভাল বাজাইতে জানে তাহা নহে—তবে কতক শিখিয়াছে। তুমি যে গানের বই পাঠাইয়াছ, তাহা হইতে গান সেতারে তুলিতে পারে

কিনা দেখিব। তোমার শরীর এখন কেমন? আর সময় কাটাইতেছ কিরূপ করিয়া প্রভৃতি লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৮)

ওঁ

Nagar

5 August, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি

তোমার ২৬এর পত্র ও তৎসহ সৌদামিনীর পত্র পাইয়াছি। সৌদাকে কাল লিখিব—আজ আর সময় নাই। তুমি বই আনাইতে ভয় করিতেছ কেন? কতই বা দাম। যদি কিনিতে ইচ্ছা না কর তবে বড়দাদাকে বলিয়া Public Library হইতে স্বচ্ছন্দে আনাইতে পার—পড়িয়া ফিরাইয়া দিলেই হইবে। এখন কি বই পড়িতেছ? আমার পক্ষে কফি খাওয়া ভাল কে বলিল—আমি কফি খাওয়া খারাপ জানিয়া তাহা খাই না—তুমি রাজাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও দেখি? তিনি যদি ভাল বলেন তবে খাইতে আরম্ভ করিব। আমার ছবি কেমন হইয়াছে কৈ লিখিলে না—তোমার চেহারা অদ্ভুতই হোক আর যাই হোক, আমার বড়ই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি তোমার ও নতুন বৌএর ফোটো পাঠাইলে বড় খুসী হই। তুমি আমাকে কি একখানা ফোটোর বই পাঠাইতে পার—যদি পাঠাইতে অনেক মুস্কিল না হয় তবে পাঠাইও। সেই বড় বই যাতে ইংলণ্ডের লোকদের ফোটো আছে, সেটাত তোমার কোন কাজে লাগেনা সেইটাই পাঠাইতে পারত দেখো। এখানে লোকজনকে দেখাইবার ত একটা কিছু নাই—ভাই

তোমাকে লিখিতেছি। এখন প্রায় বেলা ১০টা।—কাল ঘোড়দৌড় হইয়া গিয়াছে কিন্তু সময় নাই বলিয়া তাহার বৃত্তান্ত পরের পত্রে লিখিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫৯)

ওঁ

Nagar

7 August

ভাই জ্ঞেনুমণি

তোমার ৩০এ জুলাইএর পত্র পাইয়াছি। আমার নগরের উপর ত অশ্রদ্ধা হয় নাই। তবে প্রথম যত ভাল বোধ হইতেছিল, এখন তত নয়। তুমি আইলে আবার সকল ভাল লাগিবে। পায়ের বেদনা সমভাবে আছে—বাড়ে নাই। কিন্তু আরো না কমিলে কি হয় কিছু বলা যায় না। আর পায়ের দরুণ ইচ্ছামত বেড়াইতে কি ঘোড়া চড়িতে পারিতেছি না বলিয়া শরীর তেমন ভাল থাকে না। শরীর দেখিতে গেলে পা খাপ্পা হন—পা-কে ভাল রাখিতে গেলে শরীর রুষ্ট হন, এই এক বিষম দায়। তুমি বিবির কাছে ইংরাজি শিখিতে পারিতেছ না কেন—খুব বকিবে, যতক্ষণ বিবি থাকে ক্রমাগত কথা কহিবে, যদি পড়িতে না পার। আমি যে বই তোমাকে পড়িতে লিখিয়াছি তাহা একবার ধরিলে আর তুমি ছাড়িতে পারিবে না। আমি তোমার বিষয় কতবার স্বপ্ন দেখি কিন্তু সকল মনে থাকে না। একদিন মনে করিয়া তোমাকে লিখিব—আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬০)

ওঁ

Nagar

9 August, 1868

আমটী জ্ঞেনুমণি

আমি মরাঠী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এখনো গ্যাজেটে নাম উঠে নাই, কিন্তু বিনায়ক বাসুদেব লিখিয়াছে যে পরীক্ষা ভাল হইয়াছে—হয়ত আগামী গ্যাজেটে জানা যাইবে। এবারকার সেসনে দুই মিথ্যা সাক্ষীর মোকদ্দমা ছিল—দুজনই স্ত্রীলোক। এখন রোজ নিয়মিত ৪।৫ ঘণ্টা কর্ম্ম করিতে হয়—১২টার সময় যাই ও ৪ কিম্বা ৫টার সময় চলিয়া আসি। পরশু এখানে নৃত্য গিয়াছে—গত রাত্রে জজের ওখানে খানা—আবার এক নৃত্য আসিতেছে ও ঘোড়দৌড় চলিতেছে।—তুমি মনে করিতেছ আমি কেমন আমোদে আছি, কিন্তু বাস্তবিক এ সকলেতে আমার কিছুই আমোদ নাই। নিমন্ত্রণে যাইতে গায়ে জ্বর আসে তবুও যাই—রাত্রি ১১, ১১॥টার বেশী হয়·না। এক একদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হয় —এক সুবিধা একটু বৃষ্টি থামিলেই জমি একেবারে শুকাইয়া যায়। আজ তোমার এক পত্র প্রত্যাশা করিতেছি—আজ রবিবার কোন লেঠা নাই। আমি গানের বই হইতে কতকগুলি গৎ সেতারে তুলিতে পারিয়াছি—সময় পাইলে এক একবার টুংটাং করিয়া থাকি। জ্ঞানেন্দ্র কি মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে? তোমার সঙ্গে দেখা করিতে কে কে আসে? অরুণী কি উপরে আসিয়া খেলা করে? আমার কথা কি কখন জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলিতে পারে? এখন তোমার শরীর কেমন—থাকিবার সকল কি সুবিধামত হইয়াছে? চাকর-দাসী খাবার ইচ্ছামত পাও কিনা—তোমার যে কোন বিষয় অভাব হয়

আমাকে লিখিবে। আর এখন ত টাকার অভাব নাই, ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারিবে। অনেক অনেক চুম্বন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬১)

ওঁ

Nagar

11 August

ভাই জ্ঞেনুমণি

তোমার ৩১শে জুলাইএর বাছকানি চিঠি পাইয়াছি। আমার চেহারা আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু তবুও আমার চোখে কেমন বিশ্রী বোধ হইতেছে। আমি এখন Annals of Rural Bengal নামে একখানা বই পড়িতেছি—তাহাতে বীরভূম ও বিষণপুর এই দুই স্থানের বিশেষ বিবরণ আছে। বয়েতে বাঙ্গলার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনেক জানা যায়। প্রথমে যখন বীরভূম অঞ্চল ইংরাজদের হাতে আসিল তখনকার অবস্থা লিখিত হইয়াছে—একসময়ে সেই অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হইয়াছিল ও ডাকাত ও বনজন্তুর আড্ডা ছিল। বাঙ্গলাদেশে ডাকাতের কি পরাক্রম ছিল তাহা জানা যায়। গ্রন্থকর্ত্তার মত যে বাঙলাদেশে মনুলিখিত জাতিভেদ নাই—দুই প্রধান জাতি ব্রাহ্মণ (আর্য্য) ও অনার্য্য। বাঙ্গালিদের মধ্যে Nationality নাই—গ্রন্থকর্ত্তার আর এক মত—তাহারা এক জাতি নহে—জাতীয় ভাব তাহাদের নাই। তুমি কি কোন বই আরম্ভ করিয়াছ? আজ A Brief Account of the Tagore Family নামক এক ক্ষুদ্র বই মেজদাদার প্রেরিত পাইলাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জের ৫ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন—ভট্টনারায়ণ, বেণীসংহারের রচয়িতা। পুরুষোত্তম নামক আমাদের

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আমরা পিরালী হইয়াছি। আমাদের কর্ত্তাদাদার কর্ত্তাদাদার কর্ত্তাদাদা পঞ্চানন যশোহর হইতে কলিকাতার নিকট বাস করিতে আইলেন ও ইংরাজদের কর্ম্ম করাতে ঠাকোর পদবী পাইলেন। তাঁর পুত্র জয়রাম, যাঁর পুত্র দর্পনারায়ণ (প্রসন্ন কুমারের) ও নীলমণি কর্ত্তার পিতামহ। এখানে বৃষ্টি চলিতেছে—এত বিলম্বে বর্ষা—তোমাদের হয়ত সাঙ্গ হইয়াছে—না ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬২)

ওঁ

Nagar

13 August, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ২, ৪ দুই তারিখের চিঠি একেবারে পাইয়াছি। এ অঞ্চলে এখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে—বৃষ্টিতে পথ খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ডাক আসিতে বিলম্ব হইতেছে। মতি নাকি কর্ম্ম খুব মন দিয়া করে, তাই জন্য গত মাসে ওকে দুই টাকা দিয়াছি—কিন্তু বলিয়াছি তাহা ওর মাহিনার টাকা মনে না করে। আর যদিও খরচ বেশী করে কিন্তু চুরি করে এমন বোধ হয় না—সেরূপ প্রতীতি হইলে কখনই তাহাকে অধিক টাকা দিতাম না। তুমি আসিবার বিঘ্ন মনে করিয়া ভয় করিতেছ কেন ? যদি মার্চ মাসের মধ্যে সবল না হও তবে আর দুই মাস বিলম্ব হইবে বৈত নয়—আর তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া তোমাকে আনিতে পারিব। সহজ শরীর না হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই আসা সহজ কল্পনা নহে। তুমি আসিবে তাহা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও তোমার জন্য আগে আগে সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। ঘর বাড়াইবার কথা লিখিয়াছি তাহাতে আমার

টাকা লাগিবে না—কেবল একটু বেশী ভাড়া দিতে হইবে। না বাড়াইলে তুমি আইলে সম্পোষ্য হইবে না। বিশেষ যদি তোমার সঙ্গে বেবী থাকে ও তোমার কেহ সঙ্গী আসে—তাহলে ত কথাই নাই। তিনটি কুঠরীই সার—একটা খাবার, একটা শোবার ও একটা বসিবার। আমি যে গাড়ী কিনিয়াছি তাহা সস্তা পাইয়াছি বলিয়া। আর একসময় ত কিনিতেই হইত। কেননা তুমি কিছু সর্ব্বদা হাঁকাইয়া যাইতে পার না—আর ঘোড়ারাও দুষ্টুমি করে। তোমার বিবি ছাড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—আর একজন বিবি অনুসন্ধান করিয়া রাখিবে। বিবির কাছে সর্ব্বদা কথা কওয়া ও নিয়মিতরূপে ইংরাজি লেখা অভ্যাস করিলে কেন ইংরাজি শিখিতে পারিবে না? তোমার সাহস হয় না বলিয়া শিখিতে পার না। প্রথম প্রথম ভুল হইবে—তাহাতে ক্ষতি কি? আমি মরাঠী লিখিতে কত ভুল করিয়া তবে কিছু শিখিয়াছি। যদি ভুল হইবার ভয়ে লিখিতে ক্ষান্ত হইতাম তাহা হইলে কি পরীক্ষা দিতে পারিতাম—আর কথা কহিতেও কত ভুল করি তাহার অন্ত নাই। পড়িবার ভয়ে চলিতে বিরত হইলে কখনই চলা শেখা যায় না। বরানগরে জায়গা যদি সস্তায় পাও আর তাহা কোনরকমে আয়ের উপায় হইতে পারে তবে কিনিতে পার—নতুবা তুমি চলিয়া আইলে সে জায়গা খালি পড়িয়া থাকিবে। আমার পায়ের বেদনা সমান আছে—বর্ষাটা কোনরকম করিয়া কাটিয়া গেলে হয়। Miss Carpenter-এর এক পত্র পাইয়াছি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও October মাসে আসিতেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৩)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ আর বড় অধিক লিখিবার সময় নাই—সকাল হইতে ব্যস্ত আছি। এখন কাছারীতে যাইবার সময় হইয়াছে। এখন কর্ম্মের ভার বিলক্ষণ পড়িয়াছে—সকাল হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদী লইয়া মাথা ঘুরাইতে হয়। Daily তুমি যে পাঠাও তাহা পড়িবার সময় পাই না—পাঠান মিথ্যা—এখন হইতে বন্দ করিতে ক্ষতি নাই। কাল রবিবার কাল আবার লিখিব, এখন বিদায় লইলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nagar

15 Aug., 1868

(৬৪)

ওঁ

Nagar

16 Aug., '68

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

তোমার ৯ই আগষ্টের পত্র সম্মুখে। রাজাবাবু কি আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমি ত তাঁহার একটা চিঠিও পাই নাই। এখানে কি জিনিস ভাল তয়ার হয় তাহার সন্ধান লইয়া তোমাকে লিখিব। আমি ত এখানকার বিশেষ কিছুই উৎকৃষ্ট সামগ্রী দেখিতে পাই না। দুই নাচ ও ঘোড়দৌড় হইয়া গিয়াছে—নাচের রাত্রে আমি ১২টার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছি, পরদিন কোন কষ্ট হয় নাই। আমি নাচে যোগ দিই নাই—ইংলণ্ডে এক একবার দিতাম বটে কিন্তু এখানে কেমন লজ্জা করে। নাচের প্রথা আমাদের রীতির এত উল্টো যে মনে

হয় আমাদের দেশের যাহাতে কিছুই আমোদ নাই—বরং অশ্রদ্ধা—তাহাতে যোগ দিয়া কি হইবে।—দিলে যে কিছু বিশেষ হানি আমি তাহা বলি না—বিশেষ ঘুরপাক দেওয়া নাচে, কি বল জ্ঞেনু? তুমি ত বল তোমার নাচ আদবে ভাল লাগে না। তোমাকে ত ৩০০ টাকা দিবার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা মাসে মাসে করসদজিকে দিতে হইতেছে—এখনো জিনিস-পত্রের দেনা শোধ যায় নাই। আরো দুই মাস লাগিবে বোধ হয়। তোমার যত্নর টাকার বিষয় এবার মেজদাদাকে লিখিবার সময় লিখিব। আশ্চর্য্য যে মাসে ২৲ ২॥০ টাকা করিয়া দিতে তাহার সঙ্গতি হয় না। তুমি আর একজন বিবির কাছে পড় আমার বড় ইচ্ছা—কেননা তোমার ইংরাজি না শিখিলেই নয়। আমার এক মাস ছুটি পাইবার এ বৎসরে ঘটিবে না—পাইলেও এখান হইতে নড়িতে পারি কিনা সন্দেহ। ১৮ই গ্রহণের দিন ছুটি হইবে বোধহয়—কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পাইব না। বাবামহাশয়ের আর এক পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একেত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমারদিগকে ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে—তোমাদের সময় এ সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না।" বাবামহাশয় আমাকে পত্রিকার জন্য প্রস্তাব লিখিতে বলিতেছেন, কিন্তু লিখিয়াছেন যে তাহাতে অত্যগ্রসরদিগের পোষকতা করিলে হইবে না। তাঁহার বর্ষার পর বাড়ী আসিবার সঙ্কল্প বোধ হইতেছে। আমি কি কম পালওয়ান যে কুস্তী শিখিয়া পালওয়ান হইবার অপেক্ষা আছি? তোমার নিকট তাহা ত অবিদিত নাই। তুমি এবার ফিরিয়া আইলে দেখিয়া আমাকে চিনিতে পার কিনা সন্দেহ। তুমি কেমন আছ ও সকল কিরূপ চলিতেছে লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৫)

ওঁ

18 August
Nagar

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

আজ গ্রহণের দিন—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে ভাল দেখা যাইতেছে না—এক একবার সূর্য্য নবীনচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। খুব মেঘলা হইলে যেমন অন্ধকার হয় তাহা হইতে অধিক অন্ধকার হয় নাই—বরং কম। হিন্দুদের মধ্যে দান স্নানের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। এখনকার সময় হিন্দু রাজ্য হইলে কেবল বামনদের আনন্দ হইত—দেখ ইংরাজদের রাজ্য বলিয়া গ্রহণ দেখিবার জন্য ইউরোপ হইতে এদেশে খরচ দিয়া কেবল জ্ঞানোন্নতি উদ্দেশে জ্যোতির্বেত্তাগণ প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ গ্রহণ লাগিবে সেখানে থাকিয়া তাহারা নিরীক্ষণ করিবে। ভাস্কর দামোদরের আমাদের জ্যোতিষ গণনা প্রভৃতিতে কিছু কিছু বিশ্বাস আছে। যে সময় তিনি জজের পদ প্রথম পাইলেন, সেই সময়কার তাঁহার ভাগ্যের নক্ষত্র তারা কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এমন শুভসূচক তাহারা আর কখনো হয় নাই—তিনি বলেন আরো কোন কোন স্থলে তিনি এই শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি আমার জন্মের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি চাহিয়াছেন, হয়ত আমার জন্মপত্রিকা দেখিলে সকল জানা যাইবে। দেখি ভাস্করের গণনাশক্তি কিরূপ, তুমি আসিবার সময় তাহা লইয়া এসো। তাহাতে সকল পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না—হয়ত পঞ্জিকারও প্রয়োজন হইতে পারে। আজ আমার ছুটি। আমি মরাঠীতে পাস হইয়াছি গ্যাজেটে দেখিলাম। তাহাতে যদিও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তুমি আজ কি করিতেছ? কত অন্ধকার হইয়াছে—তুমি

তেতালাতে একলাটি, কি দলবল সাথে? তোমার শরীর কেমন—মন কেমন? আমাকে সকল লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৬)

ওঁ

Nagar
20 Aug.

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ অধিক লিখিতে পারিব না। এখন স্নানের সময় হইয়াছে। আজ তোমার এক পত্র প্রতীক্ষা করিতেছি—তিন দিন পাই নাই। ঠাকুর বংশের বৃত্তান্তের বইখানি ভাস্করকে দেখাইলাম—আমাদের পুর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ ২ এদেশে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। যথা জগন্নাথ, হলায়ুধ প্রভৃতি। ভট্টনারায়ণ ত সর্ব্বত্র বিখ্যাত। হেমেন্দ্র যে Tagore Family বলিয়া জাঁক করে তাহা অকারণ নহে—কি বল জ্ঞেনু? তোমাকে আরো কি কি লিখিবার ছিল, কিন্তু এখন মনে পড়িতেছে না—এখন এইখানে সাঙ্গ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৭)

ওঁ

21 August

Nagar

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কর্ত্তার ছবি পাইয়াছি—ছবির ছবি যে এত ভাল হইবে তা মনে করি নাই। 'ভারতচন্দ্র' অনেকদিন হল পাইয়াছি। তোমার ১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে লিখিয়াছ—তৎব্যতীত প্রসন্ন বিশ্বাসের কাছ থেকে ১০০ টাকা করিয়া যে পাইবার তাহা পাও নাই? কোন্ মাস হইতে প্রাপ্য তাহা জানিবে, ও সেই অনুসারে একেবারে সকল না হয় কতক অবশ্য পাইতে পার।—আমার বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাহা পাওয়া যাইবে। যাহা হয় আমাকে লিখিও। আমার পায়ের বেদনা নিঃশেষ হইতেছে না, একই রকম চলিতেছে—নিমপাতার জলে যে কিছু হইবে বোধ হয় না।—আমি মাস তৈল সঙ্গে করিয়া আনি নাই আক্ষেপ হইতেছে, তাহা পাইলে একবার দিয়া দেখিতাম। হয়ত সে বোতল তোমার খাবার ঘরের আলমারির মধ্যেই পড়িয়া আছে। এক একবার মনে করিতেছি কতক জনকে নিমন্ত্রণ করিব, কিন্তু আলস্যে হইয়া উঠিতেছে না—তেমন কোন চাড় না থাকিলে এ সকল কর্ম্ম হইয়া উঠে না। বিশেষ যাহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাদের ত করিতেই হইবে। তুমিও সাধ্যমত টাকা জমাইতে চেষ্টা কর—কেননা আসিবার জন্য অনেক টাকা চাই, তাহা যেন মনে থাকে। আমাদের কলিকাতা যাওয়া-আসাতেই সকল টাকা চলিয়া গেল। এখন যদি হাজার জমাই, তাহা তোমার আসিবার খরচের জন্য আর হয়ত আমারও যাওয়া আসার। আর একজন বিবি কি পাইয়াছ? আমি তারকের ঠিকানা জানিনা বলিয়া তাহাকে লিখিতে পারিতেছি না—তুমি যদি জানকীর কাছ থেকে কিম্বা অন্য কোন রকমে তাহার সন্ধান জানিয়া আমাকে লিখিতে পার

তবে আমি তাহাকে লিখি। তোমার ঘড়ির জন্যও বলি—প্রথমেই না হোক্ পরে। মনোমোহনের কথা কি কিছু শুনিতে পাও? টাইনিরা আমার উপরের ঘরে খেলা করিতেছে। ছোট টাইনির নরম বিছানা না হইলে শোওয়া হয় না—ভাল জিনিস না হইলে খাওয়া হয় না—আমার বিছানায় শুইতে বড় ভালবাসে। বড় টাইনি আমার কাছে আসতে গেলে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তুমি হয়ত টাইনিদের খুব ভালবাসিবে। আজ আমাদের ছুটি—এখন বিদায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৮)

ওঁ

23 Aug.
Nagar

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ রবিবার—তোমার কোন পত্র পাইলাম না। আজ অফিসের হাঙ্গামা নাই। একজন বাঙ্গালীর কাছ থেকে পুণা হইতে সকালে এক পত্র পাইলাম—সে যে মজার লেখা পড়িতে পড়িতে না হাসিয়া থাকা যায় না। লিখিতেছে সে আমার অন্বেষণে আমেদাবাদে গিয়াছিল, তখন আমি কলিকাতায়। এক্ষণে ইদর নামক স্থানের মহারাজার নিকটে কর্ম্ম করিতেছে, ও তাঁহার সমভিব্যাহারে পুণায় আসিয়া আমার সন্ধান পাইয়া লিখিতেছে, ও আমার নিকট কর্ম্মের প্রার্থনা করিয়াছে। দেখিবার জন্য তোমার নিকট চিঠি পাঠাইয়া দিব। একজন ভাল সেতারওয়ালা নাসিক হইতে এখানে আসিয়াছে—কাল তাহার গান ও বাজনা শুনিলাম—মন্দ নহে। যদি অল্পে হয় তবে তাহাকে রাখিব মনে করিতেছি। আমি গোসাঁয়ের বই হইতে অনেকগুলি গৎ সেতারে তুলিয়াছি ও বাজাইতে পারি—একটু আধটু তফাৎ হইতে পারে, তবুও

আমি যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় না যে নিতান্ত কোন ভুল হইবে। তবে হাতের চাতুর্য্য নাই বলিয়া সকল ভাল শুনায় না। তাহা কেবল অভ্যাসে হইবে। এখানে মিসনরিদের স্কুল সেদিন পরীক্ষা করিলাম—তথায় নীচ জাত মাহার প্রভৃতির ছোকরা অধিক। মিসনরিদের খুব যত্ন আছে। ভাস্কর আপনার জীবনের সংক্রান্ত যে সকল গণনা করিয়াছে তাহা সেদিন দেখিলাম—অনেক মিল হইয়াছে বোধ হইল। ভাল তারা যখন সন্তানের স্থানে তখন ভাস্করের পুত্রকন্যা হইয়াছে—যখন কর্ম্মের জায়গায় তখন পদবৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যুকালে যত অশুভ তারা একত্র হইয়াছিল। আমার জন্মদিন মিনিট সেকেণ্ড শুদ্ধ ও সেই বৎসরের পঞ্জিকা যদি পাঠাইতে পার তবে ভাস্করের বিদ্যা পরীক্ষা করি। পাঠাতে কি পারিবে? এখানকার আমোদ আহ্লাদ এখনকার মত শেষ হইল। আমাদের এখানে বর্ষা কিছুই নাই—মেঘ দেখা যায় বটে, কিন্তু জলদ জল দেন না। তোমাকে এই পত্র মধ্যে চুম্বন প্রেরণ করিতেছি—অনেক অনেক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬৯)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ এখানেও বিখ্যাত তোমাকে লিখিয়াছি—পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথকে সকলেই জানে। প্রবাদ আছে যে পুরুষোত্তম এক মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—আমাদের পিরালী হইবার মূল এইরূপ কোন ঘটনা হইবে। এবার দেখিতে পাই আহমদাবাদে ভয়ানক বর্ষা হইয়াছে, এক রাত্রের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।—গত বর্ষে সবশুদ্ধ ৩০ ইঞ্চি হইয়াছিল কিনা

সন্দেহ। মনে আছে ত বৃষ্টির জন্য সকলে কিরূপ হাহাকার করিত? এবার তবে কাঁকরিয়া তালাও পুরিয়া গিয়াছে—সাবরমতীও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে—আমেদাবাদে তোমার কি আবার যাইতে ইচ্ছা হয়? আমার জিনিসপত্রের কি হইল সরাবজি কিছুই লিখিল না—জগজ্জীবনকে সন্ধান লইতে লিখিয়াছি। আমার এবার বর্ষাশূন্য দেশে আসা খুব ভাগ্য বলিতে হইবে। সকল স্থানেই বর্ষার প্রাবল্য দেখিতে পাই—আমাদের প্রতি ইন্দ্র অপ্রসন্ন কিন্তু তাহাতে আমার শাপে বর হইয়াছে। তোমার পত্র তিন চারি দিন পাই নাই কেন? আমার পত্র একদিন অন্তর নিয়মিতরূপে পাইতেছ কিনা? তুমি কি সে বই আনাইতে পারিয়াছ ও কি পড়িতেছ? বিবি পাইয়াছ কি না?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাল মোড়া হইল না বলিয়া লেফাফায় দিলাম।

শ্রীস

(৭০)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার শরীর অসুস্থ শুনিয়া উদ্বিগ্ন আছি। কিরূপ ব্যামোহ হইয়াছে ও রাজা বাবুর ঔষধ খাইয়া কিরূপ আছ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। যে পর্য্যন্ত না তোমার চিঠিতে তুমি ভাল হইয়াছ শুনিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমার মন স্থির হইবে না। অতএব শীঘ্র লিখিবে।

Ahmednagar
26 Aug., 1868

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭১)

ওঁ

Nagar
28 Aug, '68

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

তুমি পীড়িত আছ শুনিয়া ও এ কয়দিন তোমার পত্র পাই নাই বলিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। এখন কেমন আছ লিখিবে। রাজাবাবুর ঔষধ খাইয়া যদি বিশেষ উপকার বোধ না কর তবে কাজে কাজেই বেলীকে ডাকিতে হইবে। তোমার কি মত? আমার আর বিশেষ লিখিবার নাই, শরীরের ভাব একই রূপ চলিতেছে। এখনকার ঋতু আমার পক্ষে মন্দ নহে—বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম নাই। মানসিক পরিশ্রম আর একটু অল্প হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা কমাইবার কোন উপায় নাই। পা এত ভাল হয় নাই যে ইচ্ছামত চলিতে কি ঘোড়ায় চড়িতে পারি—তাহা পারিলে আর ভাবনা থাকিত না। যাহা হউক বর্ষা একপ্রকার কাটিয়া গেল, এই ভাগ্য বলিতে হইবে। তুমি ভাল হইয়াছ শুনিলে নিশ্চিন্ত হই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭২)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

তোমার ও সৌদামিনীর পত্রে তোমার কিছু বিশেষ হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। সাবধানে থাকিবে ও কেমন থাক আমাকে লিখিবে। এখন তোমার পক্ষে বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাওয়া কি ভাল বোধ হয়? বাবামহাশয় আসিবেন, তাঁহার থাকিবার অবশ্য কোন উপযোগী স্থান হইবে। তুমি যেমন আছ তাহার কোন বিঘ্ন

হইবার ভয় নাই। যত্নকে তোমার টাকার জন্য লিখিয়াছি—দেখি কি বলে। প্রসন্ন বিশ্বাসের কাছ থেকে টাকা পাইয়াছ, এখন ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিবে। আমার ঔষধের টাকার জন্য বড়দাদাকে লিখিলাম, জানকীকে বলিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nagar
30 Aug., 68

(৭৩)

ওঁ

Nagar
2 Sept., 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তোমার পত্র আবার না পাইয়া চিন্তিত আছি। সৌদামিনী লিখিতেছেন কোন ভয় নাই, কিন্তু তুমি কেমন আছ তাহা না লিখিলে আমার মন স্থির হইতেছে না। আমার একপ্রকার সমান চলিতেছে। শরীর বড় মন্দও নাই, ভালও নয়। সেই যে বাঙ্গালীর কথা লিখেছিলাম, সে পুণা হইতে আজ এখানে আসিয়াছে। সে এদিকে অনেক ঘুরিয়াছে ও এখানে কোন কর্ম্ম পাইলে করিবে। দেখি তাহার কিছু হয় কি না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭৪)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনু

আজও তোমার কোন পত্র না পাইয়া আমার ভাবনা আরও অধিক হইতেছে। তুমি একটু ভাল হইলে ত ছু লাইন লিখিতে পারিতে। তোমার শরীর যেরূপ স্বভাবতঃ অপটু, তাহাতে এই অবস্থা—বড়ই ভয় হয়। তুমি কেমন আছ আমাকে দুই লাইন লিখিবে—তুমি নিজে না পার সৌদামিনী কি স্বর্ণকে লিখিতে বলিবে।–এখানে সেই বাঙ্গালী আসিয়াছে। তাহার কোন একটা কর্ম্ম জুটিলেও হয়। চালাক মন্দ নহে কিন্তু লেখাপড়া বড় জানে তা নয়। তাহার এক বিমাতা আছে—বোধকরি তাহার যন্ত্রণাতেই সুবোধের দশা হইয়াছে।

এবার জলে আহমদাবাদ ও ঐ অঞ্চল একপ্রকার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানকার ঘর সকল যে অমজবুত—এবার একটু ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে আর হাজার হাজার ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমরা থাকিলে আমাদের এবার কি দুর্দ্দশাই ভোগ করিতে হইত। এখানে ঝড় বৃষ্টির কোন হাঙ্গামাই নাই। একদিন বৃষ্টি হয় ত এক সপ্তাহ অমনি যায়। আমার শরীর একরকম মন্দ নাই, এখন তুমি ভাল হইয়াছ শুনিলে বাঁচা যায়।

Nagar শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

4 Sept.

(৭৫)

ওঁ

Nagar
6 Sept., 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন ত তোমার অনেক কষ্টে দিন যাইতেছে। কাল বাবা-মহাশয়ের ছবিশুদ্ধ তোমার পত্র পাইয়া তবুও কতকটা সুস্থির হইলাম। তোমার গঙ্গার ধারে থাকিবার ইচ্ছা হয় ত নিকটে কি কোন বাড়ী পাইতে পার না? তোমার সঙ্গে বাড়ীর কাহাকেও পাও আর ডাক্তারদের হইতে দূর না হয়, তবে ক্ষতি নাই, কিন্তু এখন বড়ই সাবধানে থাকা প্রয়োজন। বাবামহাশয়ের ছবি মন্দ হয় নাই—কেবল কিছু অস্পষ্ট। তবু ছবি হইতে যে এত ভাল উঠিয়াছে তাই ভাল। সেই বাঙ্গালী জানকীনাথ বসাক এখন এখানে Travellers' Bungalowতে রহিয়াছে। Erskine বলিয়াছে তাহার কর্ম্মের বিষয় আগামী সপ্তাহে যাহা হয় স্থির বলিবে। যদি কোন কর্ম্ম পায় তবে আমার পার্শ্বের যে ছোট বাঙ্গলা তাহাতে হয়ত সে থাকিতে পারে। কাল রাত্রে আমার এখানে আহার করিল। তাহার গান সেতার প্রভৃতি অনেকরকম বিদ্যা আছে দেখিলাম। গাইতে বেশ পারে ও ব্রাহ্ম-সমাজের ও অন্যান্য অনেক গান জানে। সে দারজিলিঙের পাহাড়ে অনেকদিন ছিল ও দারজিলিঙের বিষয়ে এক মজার গান করিল, তাহা তোমাকে পাঠাইব। তুমি Aurora Floyd আনাইয়াছ, তাহা কি পড়িতে পারিতেছ—কেমন লাগিতেছে? আমি অন্য কোন বই পড়িবার বড় সময় পাই না। আর সপ্তাহে প্রত্যহই কর্ম্মে বিস্তর ব্যাপৃত ছিলাম—সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া আর পড়িতে মন যায় না। আমি এখন কাফি খাই ও সকালে কোকো—কোকো আমার বেশ লাগে ও আমার পক্ষে উপকারী। শরীর একরকম চলিতেছে। তুমি দুলাইন মধ্যে মধ্যে লিখিতে ভুলিও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭৬)

ওঁ

Ahmednagar

8 Sept. 1888

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

আমি এক নতুন খবর তোমাকে লিখিতে ভুলিয়াছি। আমি এক গরু কিনিয়াছি ও কাল তাহার এক বৎস হইয়াছে। শুনিতেছি /৫ সের দুধ দেয় ও ৫০ টাকা দাম। দুধ দেখিয়া দাম দিব। তার নাম কি রাখিব? তোমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী বলিয়া এক গরু ছিল, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে—এর নামও লক্ষ্মী রাখি—কি বল? তোমার চিঠি দুই দিন পাই নাই, তোমার শরীর কেমন, কিছু কি ভাল হইয়াছে? আমি যে গানের কথা লিখিয়াছিলাম তাহা দিতেছি। এক স্থানে একটু বিশ্রী আছে কিন্তু কি করা যায়?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাল খেমটা

১ দেখে এলাম সে দারজিলিঙ
সোনাদহ* শুকনা ঝোরা* আর তিনধুরা*
পাহাড় সিলিং ।।†

২ লেপচা ‡ পাহাড়ে যত, তাদের গুণ কব কত,
ঠিক যেন ভূতের মত কথা কিড়িং মিড়িং।

৩ তাদের কোন দ্রব্য নাই অখাদ্য,
যেন গাছ থেকে নাবলেন সদ্য,
যেমন গান তেমনি বাদ্য
নৃত্য করে ধাতিং ধাতিং।

---

* জায়গার নাম † সিলিং নামক পাহাড়

‡ এক পাহাড়ে জাতির নাম

৪ যে সুখ পাহাড়ে থাকা
বিলোড়* আর পিপসে* জোকা,*
বিছানায় কুটকি* পোকা
লাফায় তিড়িং তিড়িং।

৫ বলে গোঁসাই হারাধনে°
তোরা দারজিলিঙে এলি কেনে
সদাই করে সেখানে
শীতে মার্গ সিড়িং সিড়িং।

কেমন গান জ্ঞেনু ?

(৭৭)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ৪ সেপ্টেম্বরের চিঠি পাইয়াছি। ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার শরীরের কিছু বিশেষ হইয়াছে। আমার এখানে সে বাঙ্গালী রোজ সন্ধ্যায় খেয়ে আসে ও সেতার প্রভৃতি বাজায়—কর্ম্মের বিষয় এখনো কিছু স্থির জানিতে পারে নাই। তাহার ঢাকার বাটীতে তাহার তরুণী স্ত্রী আছে, কিন্তু ইহার মন তাহার প্রতি নাই—বাড়ী ফিরিয়া যাইতে খুসী নহে। আমি এখন সকালে বাহিরে যাওয়া প্রায় ছাড়িয়াছি, রোজ রোজ একই স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না। আর চলিয়া বেড়াইতে গেলে বেদনা বেশি বোধ হয়। ঘোড়ায় চড়িতে এখনো আরম্ভ করি নাই। তুমি রাজা বাবুকে জিজ্ঞাসা করো দেখি এখন ঘোড়া চড়া ক্রমে আরম্ভ করিতে পারি কিনা? তুমি আমার জন্য একটা ফটোগ্রাফ বই পাঠাইলে না? আমাদের বাড়ীর বইটা, কি বড় বইটা পাঠাইলে কি হয়? আর সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহের বইটাও যদি

---

* সব পোকার নাম ° রচয়িতার নাম

পার পাঠাইবে। আমার কাছে কোন সংস্কৃত বই নাই—পড়িবার ইচ্ছা হইলে পাই না। প্রসন্ন কুমার ত গেলেন—এখন জ্ঞানেন্দ্র কি যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন? তোমার সঙ্গে কি তাহার কখন দেখা হয়? রাজাবাবু চিঠি পাইয়া কি বলিলেন? আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখিতে বলিয়াছি। বোলপুরে পুরুষদের মধ্যেও কি সকলে গিয়াছেন? জানকী এখন কি করিতেছে? স্বর্ণ কি তেতলায় থাকে? আমি Annals of Rural Bengal সাঙ্গ করিয়াছি। এখন Woman in White আরম্ভ করিয়াছি। কেমন হয় তোমাকে লিখিব। তোমার Aurora Floyd পড়া হইলে Lady Audley's Secret আনাইয়া দেখো দেখি—ইহার লেখকও Miss Braddon। প্রথমটা কি বড় ভাল বোধ হইল না? আমার টাইনিরা বেশ আছে—ধেনু বৎসের সহিত সুখে আছে। আমিও এক প্রকার যেমন-তেমন আছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৭৮)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তোমার পত্র দুই তিন দিন পাই নাই। এখন কেমন আছ? উঠিয়া বসিতে কি এখনো কষ্ট হয়? আমার আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কর্ম্ম করিতে হয়, দিন একরকম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আজ রবিবার। তুমি কি কোন বিবি রাখিয়াছ? তোমার দিন কেমন যাইতেছে? তোমাকে একটা ভাল বই বলিবার কথা আছে। আচ্ছা Romola by George

Eliot আনাইয়া দেখ দেখি। এখন কি পড়িতেছ? আমাকে নিয়মিতরূপে দু লাইন লিখিতে ভুলিও না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nagar

Sunday 13, September.

(৭৯)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমাকে আহমদাবাদের বিবরণ দেখিবার জন্য পাঠাইতেছি—দেখিবে এবার সেখানে বর্ষায় কি উপদ্রব হইয়াছে। জানকীর এক চিঠি পাইয়াছি—সে কি এখনো হোমিও সংক্রান্ত টাকা পায় নাই? আজ তোমার এক পত্র প্রতীক্ষা করিতেছি, দেখি পাই কিনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nagar

15 Sept. 1868

(৮০)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ১১ই-এর পত্র পাইয়াছি, এখন একটু ভাল হইয়াছ, তবুও সাবধানে থাকিতে হইবে। আমার বেদনা সারে নাই। শরীর দিনকতক একটু ভাল থাকে, দিনকতক মন্দ, এই রকমে যাইতেছে। কাল জজ কলেকটর প্রভৃতি ৪ জনের এখানে খাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। একরকম বেশ চলিয়া গেল। দেখি, এ খানায় মতি কত খরচ করিয়াছে। জানকী আমার পাশের বাঙ্গলা লইয়াছে ও

আমার সঙ্গে আহার করিয়া থাকে। তাহার কর্ম্মের এখনো স্থির কিছু জানা যায় নাই। তার তবলা বিলক্ষণ আসে ও গায় মন্দ নয়। আমি বৈকালে বেড়ান একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি, দৈবাৎ কোনদিন যাই। আজ আর অধিক লিখিলাম না, কাল রবিবার আছে—কাল আবার লিখিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nagar

19 September

(৮১)

ওঁ

Nagar

20 September, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আজ তোমাকে লিখিবার কথা আছে, কিন্তু অধিক কিছু লিখিবার দেখিতেছি না। আজ রবিবার, চাঁদ বিবির পাহাড়ে জানকীর সহিত যাইব মনে করিতেছি। তুমি কি বিবির কাছে পড়িতে আবার আরম্ভ করিয়াছ? কি কি বই পড়িতেছ তাহা লিখিবে। আমি তোমাকে কাব্যসংগ্রহ পাঠাইতে লিখিয়াছি—আর একটা সংস্কৃত বই বলি—Monier Williams' Sanskrit Grammar, Second Edition। দুটা আছে, তাহার মধ্যে নতুনটা পাঠাইবে। আমি যদি সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবার জন্য যাই, তাহলে তাহা পড়িবার আবশ্যক হইবে। —শকুন্তলা পাঠাইলেও মন্দ নয়। তুমি ব্রজমামাকে বলিলে তিনি বোধকরি পাঠাইতে পারিবেন—Book Postএ। তুমি আসিবার সময় যদি কাহাকেও সঙ্গী না পাও তবে আমি গিয়া তোমাকে আনিব ত

বলিয়াছি—কিন্তু তাহা হইলে দুই এক মাস বেশি অপেক্ষা করিতে হইবে। তুমি আসিবার সময় কি নতুন বৌকে লইয়া আসিতে পারিবে না?—নতুনকে একটু জেদ করিয়া বলিলে তাহার সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে না। কি বল জ্ঞেনু?—কৈ তোমার ও নতুন বৌএর ছবি পাঠাইলে না? লইবার ত কষ্ট নাই—জানকীর সেই লোকটিকে লইতে বলিলেই ত হইবে। বাবামহাশয়ের কি আর কিছু সংবাদ পাইয়াছ? বড়দাদা লিখিয়াছেন তাঁহারা সস্ত্রীক বোলপুরে সুখে আছেন। তোমরা কি গঙ্গার ধারের কোন জায়গার চেষ্টা দেখিতেছ? আমাদের এখানে বড় গরম হয় না—একটু গরম হইলেই মেঘ হইয়া শীতল হয়, কিন্তু বৃষ্টি হয় না। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে জানকীর কাছ থেকে অনেকরকম গান লিখিয়া তোমাকে পাঠাইতে পারি। জানকীর কাছে আমি তবলা শিখিব—তাল না জানিলে এক পা খোঁড়া হইয়া থাকিতে হয়। একজন একটা বেশ নতুন কর কল্পনা করিয়াছে—বিবাহের উপর কর। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক আয়—লোকের গায়েও বড় লাগে না। তোমার কি মত জ্ঞেনু?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮২)

ওঁ

Nagar

22 September, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তোমার ১৪ই-এর পত্র পাইয়াছি। তোমার বড় ঠাকুরঝির সঙ্গেই হউক কি স্বর্ণের সঙ্গেই হউক, যেমন সুবিধা হয় তাহার সঙ্গেই যাইতে পার—ঘরে থাকিবার ইচ্ছা হয় তাহারও বাধা নাই। তোমার যে ইংরাজি কাগজ লইবার ইচ্ছা হয় তাহা লইবে। Illustrated

London News, কি আর একটা কোন ছবিওয়ালা লেডির Newspaper হয়ত ভাল লাগিবে। রাণীর বই কিনিবার ইচ্ছা হয় কেনো, কিন্তু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। যদি না পাও Public Library হইতে আনাইতে পারিবে। আমি এই রবিবারে জানকীকে লইয়া চাঁদবিবির পাহাড়ে গিয়েছিলাম, উপরে উঠিয়াছিলাম। বেশ একটা সুবিধামত বাড়ী আছে। তোমার যে পাহাড়ের উপরে বসিয়া বসিয়া জ্যোৎস্না ভোগ করিবার সাধ, তা এখানে পূর্ণ হইতে পারিবে। বাড়ীটা চৌতলা ও ছাদে বসিয়া মনের সাধে হাওয়া খাওয়া যায়। জানকী ও স্বর্ণের পত্র পাইয়াছি, আজ হয়ত লিখিতে পারিব না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৩)

ওঁ

Nagar

25 September, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আজ দুইদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। আমার শরীর দিনকতক যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই—মধ্যে মধ্যে অসুখ হয়। আবার বাতের পীড়া জোর না করিলে বাঁচি। লিখিতে লিখিতে তোমার ১৮ই-এর পত্র আসিয়া পড়িল। তুমি বিবির কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এবারকার বিবি কেমন? সংস্কৃত কাব্যের বইত তুমি দেখিয়াছ, জ্যোতিকে বলিলে সে আনিয়া দিবে। না, জ্যোতি বুঝি বোলপুরে। তাহার উপরে কি লেখা আছে ঠিক মনে নাই। সে বই যদি তেতলায় না থাকে তবে সেই সকল বইয়ের মধ্যেই আছে। জানকীর সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় গান প্রভৃতি চলিয়া থাকে,

কিন্তু তাহার কর্ম্মের এখনো কোন ঠিকানা হয় নাই। যতুর কাছ থেকে ৫০৲ টাকা পাইয়াছ এই ভাগ্য। ৮০৲ টাকা দিয়াছিল আর এই ৫০৲। তোমার জন্য এক জোড়া বেশ বারানসি সাড়ীর জন্য জানকীকে দিয়া লিখিয়াছি—যদি আসে তবে কেমন তোমায় লিখিব। জ্ঞানেন্দ্রের কি বিষয় পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে? সে হয়ত যুদ্ধের জন্য সাজসজ্জা করিতে ব্যস্ত আছে তাই আর এদিক ওদিক যাইতে পারে না। তোমার শরীর কি ভালরূপে সুস্থ হইয়াছে—পেটের বেদনা কি এখনো কিছু আছে—কি গিয়াছে? কাল দশহরা—তোমাদের কত দুর্গাপূজার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। তুমি কি কিছুই তাহার টের পাও নাই? তোমার তেতলায় দুর্গাপূজার ধূপধুনা পৌঁছিতে পারে না, কি বল জ্ঞেনু?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৪)

ওঁ

Nagar

26 September, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ জানকীর এক পত্র পাইলাম তাহাতে লিখিয়াছে তুমি এক পৃথক বাড়ীতে যাইয়া থাকিবার ইচ্ছা করিতেছ। তুমি একলা কেমন করিয়া থাকিবে? তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে। তোমার একলা থাকা তুমি যেমন মনে করিতেছ তেমন কখনই ভাল লাগিবে না। নিকটের কোন ভাল জায়গা দেখিয়া যদি সৌদামিনী কি স্বর্ণদের সঙ্গে থাকিবার সুবিধা হয়, সে আর এক কথা। আর তাহা যদি ঘটিয়া উঠে তবে মাসে কত খরচ লাগিবে তাহা লিখিবে। আজ দশহরা আমাদের

ছুটি—তোমাদের ওখানে ভাসানের ধুম লাগিয়া গিয়াছে।—তোমরা হয়ত তেতলার ছাত হইতে এক একবার রাস্তার দিকে দেখিতেছ। আমার ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়াদের সামনে এক পাঁঠা বলি দিতে চাহিতেছে ও তাহার রক্ত দিয়া ও ফুল দিয়া সাজাইবে। আমি তাহাতে 'না' বলিয়াছি। কেবল ঘোড়াওয়ালাদের এক পাঁঠা দিতে বলিয়াছি। এখন স্নানের সময় হইল, বন্ধ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৫)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কাল আমরা সালাবত খাঁর পাহাড়ে সমস্ত দিন কাটাইলাম। মন্দ স্থান নহে—চতুর্দ্দিকের পাহাড়ের দর্শন পাওয়া যায় ও বাতাসের বিশ্রাম নাই—আব বাড়ী চারতলা। বারাণ্ডা ও ছাতের অভাব নাই—তুমি এস্থান দেখিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইবে, এই পাহাড়ের উপর বসিয়া তুমি মনের সাধে জ্যোৎস্না ভোগ করিতে পারিবে। জানকী খুব আমুদে লোক—অনেক বিষয়ে ভাল। তবে এক দোষ এই যে তাহার বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে।—বলে আমি ত ইচ্ছার সহিত তাহাকে বিয়া করি নাই, আমার বাপ মা ধরিয়া বিয়া দিয়াছে। আমি তাহাকে কত বুঝাই, তবুও সে বোঝে না। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে এখানে আন তবে আমরা তাহাকে শিখাইবার ভার লইব ও এক বৎসরের মধ্যে তুমি যেমন চাও তেমনি করিয়া দেব। জ্ঞেনু, তুমি জানকীকে বল যে নিম্নলিখিত এক সেট রিপোর্টের কত মূল্য তাহা জানিয়া আমাকে লেখে—

Calcutta High Court Reports
from 1862 to 67-68

এইত সপ্তম্বর মাসের শেষ হইতে গেল—চার মাস চলিয়া গেল। এই রকম আর চার মাস গেলে তোমার আসিবার দিন নিকট হইবে—না জ্ঞেনু ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৬)

Ahmednagar
30 September, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার ২১শে সপ্তম্বরের পত্র পাইয়াছি। আমি আর্জজিকে ঝড়ের বিবরণ লিখিতে বলিয়াছি, দেখি সে কি লেখে। বিবির কাছে পড়া অধিক না হয়ত খুব কথা কহিয়া ইংরাজি কহিতে অভ্যাস কর না কেন ? জানকীর এখনো কোন কর্ম্ম হয় নাই, অফিস হইতে আসিয়া কেবল তাহারি বকাম শুনিয়া একরকম কাটান যায়। মানকজির এক চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে তাহাদের প্রিয় সম্ভাষণ দিতে বলিয়াছে। মানকজী তাহার Alexandra Schoolএর জন্য কলিকাতার বাবুদের সাহায্য চায়, তাহা কি বোধ কর পাইতে পারে ? আমাকে তাহার চেষ্টা দেখিতে লিখিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া তাহা করিব ? আমি অধিক দুধ খাইতেছি তাহা নহে, এখনো এ গরুর দুধ বড় পাতলা—তত ভাল হয় নাই। স্বর্ণের যদি নূতন ছবি নেওয়া হয় তবে আমাকে পাঠাইবে—আর সেই সঙ্গে তুমিও নিও ও আমাকে একখানা দিও। মনোমোহন ত আমাকে লেখে না। তাহার বিষয় কিছুই শুনিতে পাই না। জানকীর সঙ্গে কি তাহার কখনো দেখা হয় ও দেখা হইলে আমার বিষয় কোন কথা

জিজ্ঞাসা করে কি ? মনোমোহিনী কি কন্‌ভেণ্টেই রহিয়াছে ? আমার বই কি পাঠাইয়াছ ? তুমি আমার প্রেম ও চুম্বন গ্রহণ করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৭)

Ahmednagar
2 October, 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

তোমাকে কে বলিল যে আমার পায়ের বেদনা বাড়িয়াছে ? বেদনা বাড়িয়াছে এমন কথা আমি বড়দাদাকে লিখি নাই, নিদেন আমার ত মনে পড়ে না। বেদনা সমভাবেই রহিয়াছে—এক একদিন কিছু বেশি বোধ হয়, এক একদিন কম। তুমি ফাঁকি দিয়া বুঝি তারকের চিঠি দেখিয়া লইয়াছ—তুমি আপনি সকল পড়িয়াছ, কি আর কাহারো সাহায্যে ? তারককে এইবার চিঠি লিখিব। এবার না লিখি, এর পরে তোমার ঘড়ির কথা লিখিব। রাজাবাবুর চিঠি পাইয়াছি, তিনি এখনো ঘোড়া চড়িতে বারণ করেন। তাঁহাকে আমার শরীরের অবস্থা লিখিতে বলিয়াছেন, তাহা শীঘ্র লিখিব। মানকজি যে Prospectus পাঠাইয়াছে, তাহা তোমার নিকট পাঠাইতেছি। রাজাবাবু লিখিয়াছেন তাঁহার ঔষধের গুণেই তুমি ভাল হইয়াছ। তুমিত বল তাঁহার ঔষধ খাইয়া কোন উপকার বোধ কর না। যে কোন প্রকারেই হউক, ভাল হওয়া নিয়ে বিষয়। কি বল জ্ঞেনু ? এ দেশে আর একজন বিলাতী ফিরিয়া আসিতেছেন—বানার্জির নাম শুনিয়াছ—তিনি। সে হয়ত আমার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে

পারে, তারক লিখিয়াছে। ঘোরতর রকম সাহেবি শুনতে পাই। এখানে আইলে বুঝা যাইবে। আমি গোবিন্দ্‌কে এই মাসে এখানে আসিতে লিখিয়াছি—গোবিন্দ্‌ আসিবে লিখিয়াছে। জানকী কি টাকা পাইয়াছে? তোমার কাছে এ মাসেও বুঝি টাকা পাঠান হইল না। আর মাস থেকে হইবে। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮৮)

ওঁ

Ahmednagar
4 October, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন একদিন অন্তর করিয়া আমার পত্র নিয়মিত পাইতেছ কি না? আজ রবিবার, কি করিব ভাবিতেছি—অর্থাৎ কি না কোথায় বেড়াইতে যাইব। হয়ত সলাবত খাঁয় যাইতে পারি। তোমাকে একটা কাগজ পাঠাইতেছি, তাহার মধ্য হইতে কোন বই আনাইতে কি তোমার ইচ্ছা হয়? শিখিবার পক্ষে তাহা অনেক উপযোগী। এইমাত্র আমার সঙ্গে একজন নাসিকের ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ করিয়া গেল—সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল গৃহস্থাশ্রম করিয়াছি কি না? আর তার যে কতই খোসামুদে মিষ্টি কথা—কি বলব। তুমি তোমার গণিকে জিজ্ঞাসা কর দেখি গঙ্গালহরী নামে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক কে রচনা করিয়াছে?—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে একজনের নাম জগন্নাথ, সেই কি না।—এখানকার লোকে সেই জগন্নাথকে বড়ই মান্য করে ও

আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি তাহার বংশজ কেহ কি না। লক্ষ্মীটি, এইটি জিজ্ঞাসা করো।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফোটোগ্রাফের বই পাইয়াছি, তাহা পাঠাইতে ৯৲ টাকা এত লাগিবে কেন?

(৮৯)

ভাই জ্ঞেনুমণি

কাল তোমাকে লিখিতে পারি নাই, সেসনের কার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম, আজও তাহা সাঙ্গ হয় নাই। তুমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবে Mrs. Oliphantএর মৃত্যু হইয়াছে—আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই—আদর্জির পত্র হইতে সেই দুঃখের সংবাদ পাইয়াছি। আদর্জি লিখিয়াছে অনেক বাড়ীঘর আহমদাবাদে পড়িয়া গিয়াছে, সে যে বাড়ীতে ছিল তার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ভাগ্যে ভাগ্যে তাহারা ঝড়ের কিছু পূর্ব্বে তাহা ছাড়িয়া গিয়াছিল। কার্সদজিদের কথা কিছু লেখে নাই। আজ আর বড় লিখিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
7 Octr. 1868

(৯০)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমি কাল অবধি অল্প করিয়া ঘোড়ায় চড়িতে আরম্ভ করিতেছি। একটা ঘোড়া বেশ চড়িবার উপযুক্ত। জানকী—সে ও সব বিষয়ে খুব পটু—দুষ্ট ঘোড়া তার হাতে পড়িয়া শান্ত হয়। তুমি যেমন ছোট ঘোড়া ভালবাস, তোমার জন্য বেশ একটী ছোট ঘোড়া অল্প দামে পাইতেছি, তাহা কি কিনিব? দেখিতে বেশ, ও পুষিবার উপযুক্ত—দাম ৩০ টাকার মধ্যে। আমার সেসনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এই কয়দিন পরিশ্রম কিছু বেশী হইয়াছিল—১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত—একনিষ্ঠে কর্ম্ম করা মন্দ পরিশ্রমের নহে। আমি কয়েকখানা ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াছি—তাহা বিতরণ করিব। বড়দাদাকে জানাইবে যে পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার নূতন তত্ত্ববিদ্যা পাই নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছ জানকী কেমন লোক।—সকল বিষয় যে তাহার স্বভাব ভাল এমন বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার অনেক গুণ, মন বেশ খোলা—ভাল সংসর্গে থাকিলে অনেক ভাল হইতে পারিবে। তাহার কর্ম্ম প্রায় স্থির হইয়াছে—Surveyor ও Municipal Secretaryর কর্ম্ম—বেতন হয় ত ১০০ টাকা।—দেখ কেমন ফাঁকি দিয়া তাহার কর্ম্ম হইয়া গেল। আমাদের জানকী কি করিতেছেন—তিনি ত কোন কর্ম্ম জুটাইতে পারিলেন না। এখনকার সময় মন্দ নহে—কখনই গ্রীষ্ম বোধ হয় না—আমাদের দেশের শীতকাল যেমন, তেমনি। তুমি কেমন আছ ও সকল কিরূপ চলিতেছে লিখো।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

NAGAR
9 Octr.

(৯১)

ওঁ

AHMEDNAGAR
12 Octr., 68

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ দুদিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। রাজা বাবুর এক পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তুমি অনেক ভাল হইয়াছ লিখিয়াছেন। কাল হইতে আমাদের দেওয়ালীর ৪।৫ দিনের ছুটি আসিতেছে। আমি ঘোড়া চড়িতে অল্প অল্প আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে বেদনা বেশী বোধ হয় নাই —এবং অনেক উপকার বোধ হইতেছে। দেখি যদি সহ্য হয় তবে নিয়মিতরূপে ঘোড়ায় চড়িব মনে করিতেছি। একটা কোনরকম পরিশ্রম না করিলে শরীর কোনরূপেই ভাল থাকে না। আমাদের ৪।৫ দিনের ছুটিতে এক একবার পুণায় যাইব মনে করিতেছি, কিন্তু অত কষ্ট করিয়া কে যায়?—যদি যাইত লিখিব। কাল ছুটি আছে, কাল অনেক লিখিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯২)

ওঁ

AHMEDNAGAR
13 Octr. 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি,

আজ হইতে আমাদের এই সপ্তাহের মত ছুটি। নিকটে কোথাও যাইব মনে করিতেছি। ৪।৫ ক্রোশ দূরে একটা পাহাড় আছে, তাহার উপরে বাড়ি আছে—সেইখানে দেখি যদি যাই। জানকী থাকিয়া আমার এদিক ওদিক ফিরিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে—সে খুব চটপটে

—আমাকে অলস হইতে দেয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া আমার বেদনা যে বাড়ে নাই, এই এক সুখের বিষয়। পরিশ্রম করিয়া শরীর ভাল হইলে বেদনা হয়ত আপনিই চলিয়া যাইবে। আমাদের জানকী ও স্বর্ণের চিঠি পাইয়াছি—তাহাদের আমার প্রীতি জানাইবে। জানকী. টাকা পাইলে আমাকে বলো। তোমার মাসিক নিয়মিতরূপে পাইতেছ কি না? আমি তারককে পত্র লিখিয়াছি—কিন্তু এবারেও তোমার ঘড়ির কথা লিখি নাই। সে এখনো ইংলণ্ডে অনেকদিন আছে—পরের বারে লিখিব। আমাদের একজন প্রতিবাসী সাহেব পুণায় যাইতেছে, তাহার কতক জিনিসপত্র কিনিয়াছি। একটা English clock প্রতি ঘণ্টায় বাজে ও আট দিন অন্তর ফেরাতে হয়, তাহা পাইয়াছি, আরো এদিক ওদিক কিছু কিছু লইয়াছি। জানকীর কর্ম্ম হইয়াছে—Municipal Secretary ও প্রথম ৭৫ টাকা বেতন হইয়াছে—আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার দরুণ তাহাতেই তাহার চলিবে। তোমার বিবির সঙ্গে খুব ইংরাজি কথা কও কিনা—চেষ্টা করিয়া কথা না কহিলে কখনই শিখিতে পারিবে না। আমার বইয়ের মধ্যে কি কিছু পাইয়াছ—বেণী সংহার সংস্কৃত নাটক কি উপরে আছে? আমি কিনিয়াছিলাম যেন মনে হচ্চে। তোমার পত্র প্রতীক্ষা করিতেছি, দেখি আজ পাই কি না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯৩)

ওঁ

মঞ্জর সুম্বা
15 Ootr. 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

আজ আমরা মঞ্জর সুম্বার পাহাড়ে আসিয়া পড়িয়াছি। কল্য প্রাতে নগর ছাড়িয়া ডোঙ্গরগ্রাম নামক এক স্থানে আসিয়া নাস্তা

করিলাম। ডোঙ্গরগ্রাম দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী এক উপত্যকা—বেশ গাছপালা ও চারিদিকে কেমন ঝর্ণা চলিতেছে—বোধ হয় যেন এক গুহার মধ্যে আসিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এক দোষ এই যে বড় বাতাস পাওয়া যায় না, কেমন বদ্ধ। তাই জন্য কালই তাহা মধ্যাহ্নের পর পরিত্যাগ করিয়া এই নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর আসিয়াছি। ইহা বেশ মনোরম স্থান। কিছু উচ্চে উঠিতে হয়। প্রথমে শুনিয়াছিলাম ঘোড়ায় চড়িয়া উপর পর্য্যন্ত উঠা যায় না, কিন্তু একটু চেষ্টা করিয়া সাবধানে বেশ উঠা গেল—কোন কষ্ট হয় নাই। অহমদনগর হইতে ইহা প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূর হইবে। কিরকম করিয়া এত পথ আসিয়াছি মনে কর? ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছি। ঘোড়ায় চড়িয়া এত দূর আসিতে পারিব তাহা মনে করি নাই, কিন্তু আসিয়া কোন কষ্ট হয় নাই। বরং উপকারই বোধ হইতেছে। এইবার দেখিতেছি বেদনা আর টিকিতে পারে না। যখন এত পরিশ্রম করিয়াও বেদনা বাড়ে নাই, তখন শীঘ্র সারিবে আশা হইতেছে। এই পাহাড় চাঁদ-বিবির পাহাড় হইতেও উচ্চ, গাছপালা নাই কিন্তু চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের দৃশ্য পাওয়া যায়। আর বায়ু অবিশ্রান্ত বহিতেছে। দুটি তিনটি বাড়ী রহিয়াছে, ছুটিটা এখানেই কাটাইব মনে করিতেছি। আমার সঙ্গে জানকী আসিয়াছে, আমার টাঙ্গার দুই ঘোড়া দুজনে চড়িয়া আসিয়াছি। ঘোড়ারা আমার গাড়িতে চলে, টাঙ্গায় চলে ও চড়িবার উপযোগী—দেখ তাহারা কেমন উপকারী। আহমদাবাদের মস্তীর মত ইহারা ছুটিয়া পালায় না—এই এক বেশ সুবিধা। তুমি এই সকল জায়গায় আসিয়া বড়ই খুসী হইবে। জ্যোৎস্নার সময় এখানে জ্যোৎস্না ভোগ করিতে কেমন আরাম। জানকীর সঙ্গে অনেক সময় তাহার বিবাহের কথা হয়—সে বলে আমি আর একটা বিয়া করিব—আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাকে বিরত করিবার চেষ্টা করি। এখানে সেই জানকীর বন্দুকটা আনিয়াছি। এক একবার ছোঁড়া যায়, কিন্তু তাহাতে তাক ভাল হয় না। একটা শিকারের জন্য ভাল বন্দুক না কিনিলে হইবে না। তোমার কিরকম দিন যাইতেছে; কোন বই কি আরম্ভ

করিয়াছ? বিবির কাছে যেবীর কাপড় করা শিখিতেছ—শিশুপালন সম্বন্ধীয় কোন বই পড় না কেন? আজ এখানে যখন টপাল আসিবে তাহাতে তোমার কি কোন চিঠি পাওয়া যাইবে? আমার শত শত চুম্বন জানিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯৪)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ সকালে অহমদনগরে ফিরিয়া আসিয়াছি। মঞ্জর সুম্বায় তিন দিন বেশ থাকা গিয়েছিল। সেখানে মরাঠী হইতে কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস বাঙ্গলায় আমি মুখে বলাতে জানকী লিখিয়াছিল—তাহা তোমাকে পাঠাইয়া দিব। স্বর্ণকেও দেখাইবে। আজ শনিবার—কালকের দিন গেলেই আবার কর্ম্ম আরম্ভ করা যায়। আমার মরাঠীতে উচ্চ পরীক্ষা দিবার মানস আছে, তাহা হইলে ১০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। মরাঠীতে বেণীসংহার নাটক উপরে আছে—হলদে মলাটের বই—সেটা তুমি দেখিয়া পাঠাইও ত জ্ঞেনু! আর অন্য বইয়ের কি কোন সন্ধান পাও নাই? তোমার পত্র তিন চার দিন পাই নাই কেন? তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
17 Octr., 1868

(৯৫)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

১১ই অক্টোবরে জানকীর পত্রে দেখিলাম তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে—আজ তোমার তেরই-এর পত্রে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। ইহাতে আর কাহার দোষ—তোমারই কি দোষ, ডাক্তারদেরই কি দোষ। জন্মমৃত্যুর উপর আমাদের ত হাত নাই—আমরা নিয়মমত থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, তাহাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমার শরীরে বল পাইলেই আসিতে পার—দুই এক মাস না গেলে হয়ত বল পাইবে না। তুমি যেমন যেমন থাক আমাকে লিখিবে ও তুমি বেশ ভাল হইলে তোমার আসিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar

20 Octr., 1868

(৯৬)

AHMEDNAGAR

22 Octr.

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার আসিবার আর কোন বাধা নাই—কেবল শরীর একটু ভাল হইলেই এখন হয়। একটুকু বল না পাইলে এতটা পথ আসা বিধেয় বোধ হয় না। আমার বোধ হয় স্টীমারে আসারই সুবিধা হইবে—কারণ কি সমুদ্রে যদিও sea-sickness-এর ভয়, কিন্তু আসলে সমুদ্রের বায়ু শরীরের পক্ষে উপকারী। আর স্থলপথে যেমনই হউক কিন্তু কষ্ট হইবে। আমার ত এখন ছুটি লইবার কোন সুবিধা হইবে না; তুমি যদি আর কোন সঙ্গী পাইতে পার। জানকী কি আসিতে পারে? তুমি

যদি আর কাহাকে না পাও তবে যদি ইচ্ছা কর আমি এখান হইতে মতিকে পাঠাইতে পারি—সে তোমার সঙ্গে জাহাজে থাকিলে তোমার অনেক সুবিধা হইবে, আর ভয়ও না হইতে পারে। তুমি যদি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ছাড় তবে সে বেশ সময়—ঝড় তুফানের কোন ভয় নাই আর British India Steam Navigation Companyর স্টীমারে সমুদয় পথ আসাই ভাল—উঠা-নাবার আর কষ্ট হইবে না। আমার বোধ হয় স্টীমারে আসিতে কোন ভয়ই নাই। যে সময়ে তুমি আসিবে তখন ঝড় তুফানের ভয় নাই—আর মতির মত একজন বিশ্বাসী লোক থাকিলে আর কোন ভয়ের কারণ নাই। তোমাকে লোকে নানা ভয় দেখাইবে কিন্তু তুমি তাহা শুনিও না। তুমি যেমন ভাল বিবেচনা করিবে আমাকে লিখিবে—তুমি লিখিলেই আমি মতিকে পাঠাইয়া দিব। আর তুমি ওখান হইতে টাকার যোগাড় করিতে পারিলে ভাল হয়—যদি না পার তাহা হইলে আমি এখান হইতে পাঠাইয়া দিব—ধারধোর করিয়া যেমন করিয়া হয়। আমার ধারওয়ারে পাকা Asst. Judge-এর কর্ম্ম হইয়াছে—তাই বলে যে এখান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান করিতে হইবে তাহা বোধ হয় না। ধারওয়ার বেলগাম—Goa-র একটু দক্ষিণে, ম্যাপে দেখিতে পার। জায়গা বোধ হয় মন্দ না। তুমি এখন কেমন থাক লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯৭)

ঙ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার পত্র তিন চারি দিন না পাইয়া চিন্তিত আছি। বাবা-মহাশয়কে তোমার আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছি। তুমি কি জ্যোতিকে বলিয়া জ্যোতিকে ও নতুন বৌকে সঙ্গে করিয়া আনিতে

পার না। আমি কি জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিব তাহার কি ইচ্ছা? তোমার শরীর কেমন তাহা লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
26 Octr. 1868

(৯৮)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার নিকট হইতে অনেক দিন পত্র না পাইয়া ভাবিত আছি। বড়দাদাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম তাহার উত্তর পাইয়াছি যে All safe. তোমার হস্তের দুই লাইন পাইলে এখন নিশ্চিন্ত হই। এখন কত দিনে আসিবার উপযুক্ত বল পাইবে বোধ কর। আমি বাবা-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তিনি তোমাকে এক্ষণে আসিতে মত দেন কি না। জ্যোতিকেও লিখিয়াছি তাহার আসিবার ইচ্ছা আছে কি না। জানকী কি বলেন—তাঁহার কি কিছু সুবিধা হইতে পারে? তোমার শরীর কিরূপ আছে তাহা লিখিবে, মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্র লিখিলে আর এত ভাবিতে হয় না। আমি একপ্রকার ভাল আছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
31st Octr. 1868

(৯৯)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

অনেক দিন তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই কিন্তু টেলিগ্রাফে ও জ্ঞানকীর পত্রে সকল অবগত হইয়াছি। তুমি আর কত দিনে আসিতে পারিবে বোধ কর? তোমার সঙ্গে যদি জ্যোতি কি জানকী আসিতে সম্মত হন তাহলে তোমরা দুজনে স্টীমারে শীঘ্র আসিতে পার। তুমি যদি বল তবে মতিকে তোমাকে আনিতে পাঠাইয়া দিই। শরীরে একটুকু বল না পাইলে কলিকাতা ছাড়া ভাল হয় না। আসিবার জন্য কত টাকা চাই তাহা লিখিলে আমি যত পারি পাঠাইব। আমার কর্ম্ম Dharwar-এ হইয়াছে তাহা তোমাকে লিখিয়াছি—কিন্তু সেখানে যে শীঘ্রই যাইতে হইবে তাহা নয়। সে দেশের ভাষা কানাড়ী—তাও এখন শিখিতে হইবে। এখন শীতের আরম্ভ বেশ বোধ হইতেছে—তুমি যে সময়ে আসিবে সে সময়ে হয়ত বেশ ঠাণ্ডা আর এখানকার জলবায়ুর গুণে তোমার শরীরও অনেক সুস্থ হইতে পারে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
6 Nov., 1868

(১00)

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এক্ষণে আমাদের বেশ শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—আর দুই মাস পরে হয়ত অধিক শীত হইবে। তুমি ত বেশী ঠাণ্ডা ভালবাস না। এবার আসিবার সময় গরম কাপড়-টাপড় নিয়া আসিবে। আজকাল তোমাকে কতক টাকা পাঠাইব। তোমার বই ও কাপড় কলিকাতা

হইতে না আনিলে এখানে মিলিবার সুবিধা হইবে না। কি কি বই আনিবে আমাকে লিখিবে। তোমার ২৯শের পত্রে তুমি শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমার সঙ্গে যদি জানকী আসিতে সম্মত হয় তবে আর মতিকে পাঠাইতে হয় না। তোমরা স্বচ্ছন্দে জাহাজে আসিতে পার। আমি এখন ঘোড়ায় চড়িয়া থাকি, ঘোড়ায় চড়িলে পায়ের বেদনা বাড়ে না। কতক দিন হইল রাজাবাবুর এক পত্র তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা কি দিয়াছ? এখন মধ্যে মধ্যে আমাকে কেমন থাক লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
7 November, 1868

(১০১)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনুমণি

এ রবিবারে আমরা সলাবত খাঁর পাহাড়ে দিবস যাপন করিলাম। সলাবত খাঁ নিকটের মধ্যে বেশ জায়গা। তুমি আইলে আমরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই যাইতে পারিব। জানকীর যে কর্ম্ম পাইবার কথা হইয়াছিল তাহার প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে—সে হয়ত আজকাল প্রস্থান করিবে। এখন বেশ শীত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—সকালে বিলক্ষণ ঠাণ্ডা হয়। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া থাকি, সকালে কোনদিন বেড়াই তাহাতে এখন আর পায়ের বেদনা বাড়ে না। ফুলো অনেক কমিয়াছে। পা যদিও অনেক ভাল হইয়াছে তাই বলে যে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে তাহা নয়। তোমরা কেমন আছ—ডিসেম্বরে কি কলিকাতা ছাড়িতে পারিবে বোধ কর?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
10, November

(১০২)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমার জন্য একশ পঞ্চাশ টাকার money-order পাঠাইলাম। তোমার নাম সই করিয়া দিলেই টাকা আনাইতে পারিবে। তোমাদের যদি বাগানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে ভালই ত। কোনরকমে এক মাস কাটাইয়া দেও।

কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাইবে। জিজ্ঞাসা কর আমাকে সে চেন দিবার মন আছে, কি ফিরিয়াছে ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR
11, November 1868

(১০৩)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

কাল জানকী চলিয়া গিয়াছে, পলায়ন করিয়াছে বলিলেই হয়। সে বড় মজা করিয়াছিল, এখানে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় নানা খরচপত্র করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, টাকা দিবারও সঙ্গতি নাই। কতক আমার ও কতক ভাস্করের সাহায্যে কতক দেনা পরিশোধ করিয়া কোনপ্রকারে প্রস্থান করিয়াছে। সকলের দেনা এখনো শোধ হয় নাই—তাহারা আর করিবে কি ? এখন সে গেছে বাঁচা গেছে। তোমাকে ১৫০ টাকা পাঠাইয়াছি, পাইয়া থাকিবে। বাগানে যাইবার কি হইল ? আর কতদিনে আসিতে পারিবে, তুমি এখন কি করিয়া সময় কাটাও ? শরীরে কি স্বাভাবিক বল পাইয়াছ ? আমার সমভাবেই চলিতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
13 Nov. 1868

(১০৪)

ওঁ

Ahmednagar,

15, Novemler

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তবে তোমাদের বাগানে যাওয়া ফস্কে গেল—কাকিমার কথা কি হল? আমার ধারওয়াড়ে কখন যাইতে হইবে স্থির নাই। তোমার আসিবার আগে হয়ত হইবে না। আমি হেমেন্দ্রকে লিখিয়া দেখি তোমার সঙ্গে আসিতে চাহে কিনা? আসিবার সময় অবশ্য স্টীমারে আসিবে—তোমার কি ইচ্ছা? ডাঙ্গাপথে সুবিধা হইবে না। তুমি শুনিয়াছ কৃষ্ণ রাধিকার জন্য পাগল হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণকমল রামতনুবাবুর কন্যা রাধাকে বিবাহ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক। আমি জ্যোতির কাছ থেকে শুনিলাম। জ্যোতি হেম কি এখনো বোলপুরে? তারা আর কতদিন সেখানে থাকিবে? তুমি আসিবার সময় আমার জন্য দুই এক টুপি (প্লেন মকমলের) ও পাগড়ী (ভাল গড়নের) লইয়া আসিবে, ও তোমার দুই এক বৎসরের জন্য যত কাপড় আবশ্যক লইয়া আসিবে। মাথার জন্য কোন veil কি পাগড়ীর মত কোন কাপড় তৈয়ার করিতে দিবে না? আসবার আগে তোমার একটা ফোটো লইয়া আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। রাজাবাবুকে কি দিলে ভাল হয় বুঝিতে পারিতেছি না। পরে দেখা যাইবে। আমি এ বাঙ্গলাটা ছাড়িয়া আর একটা বড় বাঙ্গলার চেষ্টা দেখিতেছি, ইহাতে তিনটি ঘর মাত্র, তোমার সঙ্গে আর কেহ আসিলে কুলাইবে না। বাবামহাশয় বোধ করি শীঘ্র ফিরিবেন। আমার পত্র পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। জানকী প্রস্থান করেছে। আমি দেখিতেছি জানকী নামেরই কি দোষ আছে। এক জানকী ইংলণ্ডে যাইবার লোভে কর্ম্মকাজ ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ্বাস হইলেন, আর এক জানকী একটা

কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় খরচপত্র করিয়া শূন্য হাতে পলায়ন করিলেন। এই চক্রের মধ্যে করিয়া চুম্বন পাঠাইলাম—আমাকে প্রত্যর্পণ করিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০৫)

ওঁ

Ahmednagar,
18 November, 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমি গোরস্থান ত্যাগ করিয়া আর একটা বাঙ্গলা লইয়াছি—ভাড়া ৫০ টাকা কিন্তু বাঙ্গলা বড়—Compound প্রশস্ত, গাছপালা অনেক, মনে করিলে বাগান করা যায়। কেবল উপরের ঘর নাই বলিয়া যাহা বল, নতুবা আর সব বিষয়ে উত্তম। টুম্বে খালি তিনটি কুঠরী ছিল, তোমার সঙ্গে কেহ থাকিলে তাহার স্থান হইত না। আমি হেমেন্দ্রকে লিখিয়াছি—সে যদি আসিতে সম্মত হয় তবে তোমরা শীঘ্রই ছাড়িতে পার। ১লা কি ১৫ই ডিসেম্বরে। সকলেই জিজ্ঞাসা করে তুমি কবে আসিতেছ, কবে আসিতেছ। মিস কার্পেণ্টর বোম্বাই আসিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছি, লিখিতেছেন যে আহমদাবাদে যাওয়া সম্প্রতি স্থগিত করিলেন—বোম্বাই দিনকতক থাকিয়া দেখিবেন। তোমার আসিবার সময় হয়ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এখানে কতকগুলি American Missionary আছে, তাহারা বেশ ভদ্র—Mrs. Wood ও Mrs. Bissel দুইজন বিবি তাহাদের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত, তাহারাও বেশ লোক। তাহাদের ওখানে সেদিন সন্ধ্যার সময় যাইয়া দুই তিন ঘণ্টা ছিলাম। কতকগুলি দেশী খৃষ্টান—মাথাখোলা চৈতন চুটকি, ঐ দুই বিবি, উহাদের স্বামী

প্রভৃতি ছিল। ইহারা বড় বিবি সাহেবের মত দেমাকে নহে ও আমাদের দেশের উপকার করা তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তোমরা কেমন আছ ও কিরূপ সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতেছ লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০৬)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আবার তোমার পত্রলেখায় অরুচি হইল কেন? আসিবার সংকল্প কিরূপ ও কিছু স্থির করিয়াছ কিনা লিখিবে। ডিসেম্বরের শেষে আমাদের Christmasএর ছুটি আছে, সে সময়ে কি আসিতে পারিবে? যদি পার তবে আমার বোম্বাই যাইয়া তোমাকে আনিবার বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু তত শীঘ্র তোমার আসা হইয়া উঠে কিনা সন্দেহ। আমি এ বাঙ্গলা একপ্রকার গোছাইয়া লইয়াছি—যাহা কিছু অভাব তুমি আইলে পূরণ হইবে। এখানে একজন ভাল কীর্ত্তনওয়ালা আসিয়াছে—এখানকার কীর্ত্তন কিরূপ তাহা শুনিবার ইচ্ছা আছে—হয়ত ইহার মধ্যে একদিন তাহাকে ডাকিব। আমাদের কথকতার মত কতকটা শুনিতে পাই। কাল আমাদের জজের ওখানে গিয়া দেখি—এক দঙ্গল মরা কাঠবিড়ালী আনিয়া উপস্থিত করিল। কাঠবিড়ালীরা সাহেবের বাগান নষ্ট করে বলিয়া তিনি তাহাদের মারিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ও এক এক কাঠবিড়ালী মারিলে দুই দুই আনা বকসিস্। রিচার্ড্সনের অনুরূপ ব্যবহার বটে। এখন বেশ শীত পড়িয়াছে ও আমি দুইবেলা বেড়াইতে যাই—এক বেলা ঘোড়া, এক বেলা পায়ে—দেখি এই শীতকালে নিঃশেষে আরাম হইতে পারি কি না?

Ahmednagar শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

20 November, 1868

(১০৭)

Nagar

22 Nov. 1868

ভাই জ্ঞেনুমণি

তোমার জন্য এক পত্র ও কতকগুলি ফোটোগ্রাফ আসিয়াছে, মিস্ কার্পেণ্টর পাঠাইয়াছেন—কিন্তু যাঁর পত্র তাঁর নাম ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। Miss C-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জানিতে পারিলে তোমাকে লিখিব। ফোটো আর পাঠাইলাম না—যদি চাও পরে পাঠাইব। এখান হইতে শীঘ্র যে আমাকে নড়িতে হইবে বোধ হয় না, কেননা ধারওয়ারে একজন Acting প্রেরিত হইয়াছে। অতএব তোমাকে প্রথমে এই অহমদনগরেই আসিতে হইবে। বড়দাদা কি তোমাকে বাগানে যাইতে বলিয়াছেন—কোন বাগান কি স্থির করিয়াছ? তোমার আপনার টাকা বড় ব্যয় করোনা—আসিবার সময় তোমার অনেক খরচপত্রের আবশ্যক। তোমার কি কি বই কিনিবার ইচ্ছা আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে বুঝিতে পারি কেনা উচিত কিনা। Novel কিনিবার আবশ্যক নাই, এখানে তাহার অভাব নাই। যদি কেন ত Adam Bede নামক গ্রন্থ কিনো—তাহা ভাল অথচ এখানে নাই। আমার জন্য সংস্কৃত বই যাহা যাহা লিখি আনিবে। কাব্যসংগ্রহ, রঘুবংশ, হিতোপদেশ (Johnson's) ও আমার Monier Williams' Grammar ও শকুন্তলা। সংস্কৃত বই আনাইতেছি, কেননা সংস্কৃত পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা আছে। যদু ত বড় মজার গান রচনা করিয়াছে। যদু এখানে আসিবার ইচ্ছা জানাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার কর্ম্ম পাইবার সুযোগ হইবে বোধ হয় না, তাহার জন্য তাহাকে আসিতে বলা বৃথা। তবে যদি বেড়াইতে আসিতে চায়—আর আমাদের সকল পথখরচ দিতে না হয়, সে এক কথা—তুমি ত আর দু'জনের পথখরচ দিয়া কুলাইতে

পারিবে না। স্বর্ণ কেমন আছে—ও আর কতদিনে মুক্ত হইবে? আর আর সকলে কিরূপ লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১০৮)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন তোমার আসিবার কি উপায় করা যায় বল দেখি—একজন ত সঙ্গী চাই। হেমেন্দ্র যদি সম্মত হয় তবে শীঘ্র আসা হইতে পারে, নতুবা কিছু বিলম্ব হইবে দেখিতেছি। জানকী আর কতদিনে আসিতে পারে? বাবামহাশয়ের অনুমতির জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি, তাহার কোন উত্তর পাই নাই—হয়ত আমার পত্র পোঁছে নাই। তিনি বাড়ী আইলে আবার লিখিব। কবে আসিবেন কিছু জান? আমিত তোমার জন্য সকলই প্রস্তুত রাখিয়াছি—তুমি আইলেই হয়। আর মাসে আবার টাকা পাঠাইব। তোমার কত জমিয়াছে, আমিই বা কত পাঠাইব—তাহা লিখিবে। তোমার কাপড় প্রভৃতি এই বেলা অবধি যোগাড় কর ও প্রস্তুত হও।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHMEDNAGAR

26, November

যে বিলাতের পত্র তোমাকে পাঠাইয়াছি তাহার লেখক Miss Solly—তাহারা দুই ভগ্নী—অবিবাহিতা—পণ্ডিতা ও ধনী। Bristolএর নিকট Clifton নামক স্থানে দেখা হইয়াছিল। চিঠিটা পড়িয়া আবার পাঠাইও, তাহার উত্তর লিখিতে হইবে।

S. T.

(১০৯)

ও

প্রিয়তমা জ্ঞানদা

কাল আমার এখানে সন্ধ্যার সময়ে হিন্দু পারসী প্রভৃতি কতকগুলিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে ৫।৬ জন দেশী খৃষ্টান ও দুইজন American missionary ছিল। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম এখানে যাহাকে কীর্ত্তন বলে (আমাদের কথকতা) তাহাই দিব, কিন্তু হইয়া উঠিল না। কথাবার্ত্তায় গানবাজনায় একরকম কাটিয়া গেল। এই রকম মধ্যে ২ সকলে একত্র হয়, এইরূপ প্রস্তাব করাতে সকলে আহ্লাদ পুর্ব্বক সম্মতি দিল। তুমি কবে আসিবে, কবে আসিবে সকলেই জিজ্ঞাসা করে—আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমাদের Erskine গিয়া একজন নূতন কলেক্টর আসিয়াছে—তাহার স্ত্রী বিলাতে। তুমি ১৫০ টাকার Money order পাইয়াছ কিনা তাহা শুনিতে পাইলাম না। তুমি Poetryর বই কি কি আনিবে? ভিতরকার গরম কাপড় অনেক আনিবে—এখানে বিলক্ষণ শীত। বাবামহাশয় কি কবে আসিবেন লিখিয়াছেন?—তোমার পত্র তিন দিন পাই নাই—লিখিবে।

Ahmednagar শ্রীসত্যেন্দ্র

25 Nov. 1868

(১১০)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখানে যেরূপ কীর্ত্তন হয় তাহা গত রাত্রে ভাস্করের ওখানে শুনিলাম। আমাদের কথকতার মত কতকটা। গানবাজনা আছে। কথক একটা কোন বিষয় মহাভারত ভাগবত হইতে লইয়া বিবৃত করিয়া বলে— যেমন

সুর করিয়া আমাদের কথকতা—কতকটা সেইরূপ। পরে সমাপ্ত হইলে সকলে উঠিয়া কেহ কথকের পদধূলি, কেহ তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া তাকে নানারূপে সম্মান দেয়। আমাদের কথক গায়ক প্রভৃতি যেমন সকলে বসিয়া সঙের মত থাকে—এরা বেশ চলিয়া ফিরিয়া কথার ব্যাখ্যা করিল। একস্থানে বেণীসংহার নাটকের এক ভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলিবার সময় কথক তার রচয়িতা ভট্টনারায়ণকে আমার পূর্ব্বজ বলিয়া পরিচয় দিল। তোমার কোন পত্র পাইলাম না—এইমাত্র টপাল আসিল। এখন সকাল ৭॥টা, এই বেড়াইয়া আসিয়া তোমাকে লিখিতেছি। খানিক পরে আবার পণ্ডিত আসিবে। পণ্ডিতের কাছে মরাঠী পড়িয়া থাকি। এখন বেণীসংহার পড়িতেছি। এখনও কানাড়ী শিখিতে আরম্ভ করি নাই। ঘোড়ায় চড়িয়া আগেকার অপেক্ষা অনেক ভাল আছি। তুমি কেমন আছ লিখিবে।

Ahmednagar
27 Nov. 1868

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

(১১১)

ওঁ

ভাই জ্ঞেনু,

এবার অনেককাল পরে শীতকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেছি—তুমি হয়ত করিতে দিতে না, কিন্তু ঠাণ্ডা জলে বেশ আরাম। সেদিন কীর্ত্তনের বিষয়টা কি তাহা লিখি নাই—কালীয় দমন—কৃষ্ণ সেই সাপকে দমন করিয়া তাহার মাথার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। দেবতাদের মধ্যে কৃষ্ণকে আমি দেখিতে পারি না ও কৃষ্ণচরিত্র কিছুই ভাল লাগে না। আর কোন উপাখ্যান করিলে হয়ত ভাল লাগিত। ইহাদের ভজন বড় নূতন দেখিলাম। জয় জয় রামচন্দ্র জয়—ইহা অল্প ২ করতালি দিয়া সভাস্থ

সকলে কথকের সঙ্গে বলিতে থাকে। ভাস্কর ও অন্যান্য সকলে তাহাতে যোগ দিতেছিল। কথক বলিল—এখন ত কথা সমাপ্ত হইল, এখন পরমেশ্বরের ভজনা করি—ও ঐরূপে আরম্ভ করিল—জয় জয় রামচন্দ্র জয়!! এখানকার ডিপুটি কলেক্টরের স্ত্রী কিছু লেখাপড়া জানে শুনিয়াছি। ভাস্করের স্ত্রী বাতের পীড়াতে চিররোগীপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে—আমি ইহাদের একজনকেও দেখি নাই। তুমি আসিবার কিরূপ সাজসজ্জা করিয়াছ লিখিবে। আমার সকলি প্রস্তুত।—বাবা-মহাশয় কবে আসিবেন?

শ্রীসত্যেন্দ্র

Ahmednagar
28th Nov. 1868

(১১২)

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন যে বাঙ্গলা লইয়াছি তাহার ২৫ টাকা বেশী ভাড়া বই নয়, কিন্তু Tomb অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। বিশেষ এই যে, ইহা Civil সীমার মধ্যে অবস্থিত—কেহ কোন সময় আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। বাবামহাশয়ের বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তোমার কি আসা হইতে পারে? তোমার আসিবার সঙ্গী ত এক জানকী, জ্যোতি কি হেম। জানকী যে কর্ম্ম হাতে লইয়াছেন, তাহাতে যে তিনি শীঘ্র আসিতে পারেন বোধ হয় না। জ্যোতি বাবামহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া ত বাড়ী ছাড়িতে পারিবে না। তবে যদি হেমেন্দ্র সম্মত হয়। তোমার কাপড়ের জন্য কত টাকা চাই তাহা লিখিবে। ডিসেম্বরে হয়ত কতক টাকা পাঠাইতে পারিব। কাল সন্ধ্যার সময় করে বাগ নামক একস্থানে আমরা কয়েকজন বনভোজনে গিয়াছিলাম। Croquet খেলা হইল—ভোজন পরে গানবাজনা। বেশ জ্যোৎস্না হইয়াছিল—জ্যোৎস্নায় ঘোড়ায়

চড়িয়া আসিলাম। তোমার শরীর এখনো ভাল হয় নাই—ষ্টীমারে আসিলে সমুদ্রের বায়ুতে হয়ত আরাম পাইবে।

Ahmednagar
29 Nov., 1868

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১৩)

ওঁ

AHMEDNAGAR
2 Dec.

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

বাবামহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা তোমার দেখিবার জন্য পাঠাইলাম। দেখি বাবামহাশয় তোমার আসিবার যোগাড় কি করেন —আর কাহাকে না পাইলে একজন বিবি লইয়া আসিলেও ক্ষতি নাই —ষ্টীমারে যদি আস। বিবিকে আবার একলা ফিরিয়া পাঠাইবে কেমন করে? যা হয় কোনরূপ যোগাড় শীঘ্রই হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

(১১৪)

ওঁ

NAGAR
3 Dec., 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তোমায় অত্র সহ ১৫০ টাকার Money order পাঠাইতেছি। তোমার কাপড় প্রভৃতি যাহা যাহা লাগে তাহার যোগাড় এইবেলা অবধি কর, নতুবা সময় পাইবে না—বিশেষতঃ জামা প্রভৃতি যাহা তৈয়ার করিতে সময় লাগিবে। একটা Head-dress করিতে দিবে না? একটা কোন-

রকম ঘোমটার পরিবর্তে আবরণ আবশ্যক। এখন ত সেজ-বৌ আসিয়াছেন, আমার সংস্কৃত বইয়ের মধ্যে কি কি পাওয়া যায় দেখ দেখি। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে একখান রঘুবংশ ও হিতোপদেশ আনিবে—তাহা সংস্কৃত পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাবামহাশয়ের পত্র দেখিয়া শীঘ্র বাড়ী আসিবেন বোধ হয় না—দেখি তোমার আসিবার কিরূপ ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নিজের ত আসিবার সম্ভাবনা লিখিয়াছেন—তিনি যদি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনেন, তবে কেমন হয়? তোমার সঙ্গে কি কোন বিবি আসিতে চায়—তোমার মনোমত বিবি পাও ত ক্ষতি নাই। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তোমার সকল যোগাড় হইয়া উঠিবে এমন ত বোধ হয় না—তবে যদি ১লা জানুয়ারিতে হয়। যাহা হোক তুমি ইচ্ছামত সঙ্গী পাইলে ও বাবামহাশয়ের অভিমত হইলেই যত শীঘ্র চাও ছাড়িতে পার। তোমার যেমন ইচ্ছা আমারো তেমনি—এখন ঘটনা সকল আমাদের মনোরথ পূর্ণ করে তবেই হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১৫)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমি এই Christmasএর ছুটিতে হয়ত বোম্বাই কি অন্য কোনখানে যাইতে পারি। তুমি কি ইহার মধ্যে আসিতে পারিবে? আমার জন্য যদি জরির টুপি করিতে দেও, তবে খুব যে জমকাল করিবে তা নয়—প্লেন কাজ যেন হয়। তোমার বইয়ের মধ্যে Poetryর বই যদি আনিতে ইচ্ছা কর ত আনিও—যথা Byron, Coleridge, Tennyson প্রভৃতি; এখানে তাহার কিছুই পাইবার যো নাই। আর তোমার বন্ধুকে দিয়া জেন দেখি যে, এখন কাব্যসংগ্রহ (সংস্কৃত) কিনিতে পাওয়া যায় কি না—আমাকে যে মরাঠী পড়ায় সে একখানা চাহিয়াছে।

Miss Carpenter যে এদিকে আসিবেন বোধ হয় না—আমি বোম্বাই গেলে দেখা হইবে। কতকদিন হইল রাত্রে নিমন্ত্রণ যাই নাই। আমার যে বড় যাইবার ইচ্ছা তাহা নয়, তবে নিমন্ত্রণ করিলে কি বলিয়া কাটাই। এখানে প্রথম প্রথম যত শীত পড়িবে বোধ হইয়াছিল তত শীত হয় নাই—তবুও ঠাণ্ডা মন্দ নহে। জানকীর (আমাদের ঘরের জানকী নয়) নিকট হইতে কয়েকখানা পত্র পাইয়াছি। এখন সে বাড়ীর অভিমুখা হইয়াছে ও তাহার হেমকুমারীর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বিদেশে সঙ্গতিবিহীন হইয়া ভ্রমণে যে কি আরাম তাহা ঠেকিয়া শিখিয়াছে—সুতরাং বাড়ীর দিকে টান পড়িয়াছে। সে কলিকাতা গেলে হয়ত আমাদের বাড়ীতে একবার যাইয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পারে। তাহা হইলে তাহার গান শুনিও—সে বেশ গাইতে পারে।

Ahmednagar শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

5 December.

(১১৬)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

হেমেন্দ্র তোমার সঙ্গে আসিতে চাহিতেছেন—তাহলে ত ভালই হয়—ও বাবামহাশয় তাহাতে সম্মতি দিবেন আর যাবার আসবার টাকাও দিবেন সন্দেহ নাই। যদি হেমেন্দ্রের আসা হয় তবে যত শীঘ্র পার ছাড়িবার কোন বাধা নাই। ১৫ই ডিসেম্বরে না হয় ১লা জানুয়ারির ষ্টীমার স্থির করিতে পার—কি বল জ্ঞেনু? এবার কাকীমা বোম্বাই আসিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই? কাকীমা আসেন আমার অনিচ্ছা নয়, যদিও বাড়ীর সকলের মত হইবে না। তিনি থাকিলেও তোমার বেশ একজন সঙ্গী

হন ও তাঁহাকে কোনরূপ আমোদে রাখিতে পারিলে তিনি বেশ থাকেন। আর আমাদের সঙ্গে থাকিলে কুপথে যাইবারও কম সম্ভাবনা—তোমার কি বোধ হয়? তোমাকে কি আর টাকা পাঠাইতে হইবে? বাবামহাশয় যদি তোমার সঙ্গীর আসিবার খরচ দেন তাহলে ত তোমার কুলান হইবে —আর কাপড় কিনিবারও টাকা থাকিবে। যদি কিছু বেশী লাগে তবে বাড়ীর কাহারো কাছ থেকে ধার লইতে পার। এ মাসে যদি ছুটির সময় কোথাও যাই তবে কতক টাকা লাগিবে—তাই জন্য এ মাসে আর টাকা পাঠাইবার সুবিধা হইবে না বলিয়া লিখিলাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Ahmednagar
6 Dec., 1868

(১১৭)

ওঁ

AHMEDNAGAR
9 Dec., 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এ সেসনে বড় ব্যস্ত বলিয়া অধিক লিখিতে পারিব না। তোমার আসিবার কিরূপ স্থির হইল তাহা লিখিবে। বাবামহাশয় কি হেমেন্দ্রকে আসিতে বলিয়াছেন? হেমেন্দ্রকে লিখিতে বল, তাহা হইলে তিনি অবশ্য অনুমতি দিবেন। হইতে করিতে ডিসেম্বর চলিয়া যাইবে দেখিতেছি। যেমন হয় লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১৮)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

তুমি লিখিতেছ তোমার কাছে ৪৫০ টাকা হইবে, তাহা কি বড়দাদাকে যে টাকা ধার দিয়াছিলে তাহা লইয়া, কি তাহা ছাড়া ? যদি তাহা না পাইয়া থাক তবে চাহিয়া লইবে। আর যত্নর কাছ থেকে যাহা পাবার তাহাও লইবে—তদ্ব্যতীত ১৫০ টাকা এ মাসে পাঠাইয়াছি তাহা সব সমেত বোধ করি তোমার কুলান হইতে পারে। কেননা স্টীমারে ভাড়া বোম্বাই পর্য্যন্ত ৩৪০ টাকা মাত্র, আর তোমার সঙ্গীর আসিবার খরচ যদি বাবামহাশয় দেন তবে তোমার বিস্তর হইবে। হেমেন্দ্রকে বাবামহাশয়কে লিখিতে বলিয়াছি—তিনি কি লিখিয়াছেন ? না লিখিলে তুমি লিখিতে অনুরোধ করিলে হয়ত লিখিবেন। আমার কাছে যে দরজি ছিল তাহার আমার যে সকল কাপড় তৈয়ার করা তাহা হইয়া গিয়াছে। তোমার যদি আসিয়া দরজি রাখিতে হয় তবে তাহাকে রাখি—তা না হলে আর রাখি না। তুমি যেমন বল তাহা করিব। তোমার যে যে কাপড় আবশ্যক তাহা কলিকাতা হইতে আনিলে ভাল হয়। স্বর্ণের ছেলে কি মেয়ে কেমন হইয়াছে তাহা বড় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে—লিখিবে। বিশেষ করিয়া এবারকার সেসনে এক প্রকাণ্ড মোকদ্দমা আসিয়াছে তাহাতে ব্যস্ত আছি—রোজ দশটা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খাটিতে হইতেছে। এখন রাত্রি ৯টা প্রায়। এই পর্য্যন্ত রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১১৯)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

বাবা কলিকাতার অভিমুখী হইয়াছেন—বাড়ী গিয়াই তোমার আসিবার সুযোগ করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে কোন বাগানে যাইবার সুবিধা হয়ত ভালই। তোমার সঙ্গে ত সেজবৌ আইলে বেশ হয়—তিনি ছেলেমেয়ে লইয়া এতদূর আসিতে সম্মত হইবেন? আমি তোমার সঙ্গে আসিবার জন্য হেমেন্দ্রকে ও তোমার যাহাতে আসা শীঘ্র হয় তাহার জন্য বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি—আর আমি এখান হইতে কি করিব বল। তুমি যে-কোনরূপ যোগাড় করিতে পার কর। স্বর্ণের সকল আপদ কাটিয়া গিয়া নির্ব্বিঘ্নে একটী মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। স্বর্ণের মেয়ে সুন্দরী হইবার ত কথাই আছে। আমি এই ছুটিতে বোম্বাই যাইব মনে করিতেছি ও Broachএ একটা Exhibition আছে তাহা দেখিতে যাইব। হয়ত পুরাতন বন্ধু আহমদাবাদও দেখিয়া আসিব। ১৯শে তারিখে নগর ছাড়িব। তুমি এই মাসের শেষে আসিতে পারিলে কেমন সুবিধা হইত। আমার পায়ের বেদনা যে নিঃশেষে আরাম হইয়াছে তাহা নহে—তবে অপেক্ষাকৃত কম। আমি লাল পাগড়ী পসন্দ করি না। বেগুনে কি অন্য কোন ভাল রঙ হইলে ক্ষতি নাই। কলিকাতা সহরে পাগড়ীর কাপড় ইচ্ছামত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না আশ্চর্য্য। তোমার শরীর কেমন লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

NAGAR
21 July, 1868

(১২০)

ওঁ

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আমি কাল এখান হইতে কয়েকদিনের জন্য যাইতেছি—পুণা বোম্বাই, ব্রোচ, আহামদাবাদ ঘুরিয়া আসি—প্রায় ১৪।১৫ দিনের অবসর আছে। জানকী লিখিতেছে পানিহাটিতে তোমার জন্য এক বাগান স্থির হইয়াছে—বোধ করি তুমি যাবার উদ্যোগে আছ বলিয়া লিখিতে পার নাই—দুই তিন দিন তোমার কোন পত্র পাই নাই। বাবামহাশয় কত দিনে আসিবেন। বোটে করিয়া আসিলেও দশ পনর দিনে আসিয়া পড়িবেন। তিনি বাড়ী পেঁ াছিলেই আমাকে জানাইবে। তোমার সঙ্গে কি সেজবৌ আসিবেন স্থির হইয়াছে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২১)

ওঁ

BOMBAY
22 Dec. 1868

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আজ বোম্বাই হইতে তোমাকে লিখিতেছি। কল্য ভরুচে যাইব। মিস্ কার্পেণ্টরের সঙ্গে দেখা হইয়াছে ও আজ সেখানেই সমস্ত দিন কাটাইবার নিমন্ত্রণ আছে। কয়েকদিন হইল তোমার কোন পত্র পাই নাই। আবার এই গোলমালে আমার টপালেরও গোলমাল হইতে পারে। তুমি এই ডিসেম্বরে ১৫০ টাকার প্রাপ্তি সংবাদ লেখ নাই—পাইয়াছ ত? আর আর সকল লিখিবে আহমদনগরের ঠিকানায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২২)

BROACH
24 Dec, 1868

ভাই জ্ঞেনু,

আজ আমি তোমাকে ভরুচ হইতে লিখিতেছি—এখানে এক Exhibition উপলক্ষে অনেক লোক একত্র হইয়াছে। আমি Exhibition ক্ষেত্রে গিয়া দেখি নাই—কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মানকজি সিরিণের সঙ্গে দেখা হইল ও Naylor, Scott প্রভৃতি আরো পরিচিত লোক দেখিতে পাইলাম। বিশেষ পরে লিখিব। একবার আহমদাবাদ হইয়া আসিব মনে করিতেছি। Scott এরা নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বাহির হইয়া অবধি চিঠিপত্র কিছুই পাই নাই। জগজীবনকে দেখিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার চক্ষের পীড়ার জন্য আসিতে পারে নাই—সব আমার চিঠিপত্র তাহার কাছে হয়ত জমা আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২৩)

AHMEDABAD
26 Dec.

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

আবার সেই পুরাতন আমেদাবাদে আসিয়াছি কিন্তু পুরাতন লোক কাহাকে দেখিতে পাই না। সকলেই ভরুচে প্রদর্শনে গিয়াছে। ভরুচে দুই দিবস ছিলাম। একজন পারসী কয়েক দিনের জন্য এক হোটেল করিয়াছে—তাহারই এক তাম্বুতে দুইদিন কাটাইলাম। ভরুচে গুজরাটের রাজরাজড়া অনেকে একত্র হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে

এক দরবার হইল। Exhibitionএ অনেক প্রকার সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে—গুজরাটীতে তাহার নাম সংগ্রহস্থান। রূপার ভাল ভাল লোভনীয় সামগ্রী অনেক ছিল ও তোমার জন্য কিছু কিনিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু প্রথমতঃ তাহাদের মূল্য যথার্থ মূল্য অপেক্ষা দশ গুণ অধিক দেখিলাম, দ্বিতীয়তঃ টাকা অল্প—কাজে কাজেই লোভ সম্বরণ করিতে হইল। তোমার চিঠিপত্র কয়েকদিন পাই নাই ও কেমন করিয়া পাইব বুঝিতেছি না। আহমদাবাদে ফিরিয়া না গেলে দেখছি পাওয়া যাইবে না। মানকজী ও সিরিণের সহিত সাক্ষাৎ হইল ও তাহারা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। সিরিণের ইচ্ছা তুমি বোম্বাই আসিয়া তাহাদের ওখানে বাসা কর। Miss Carpenterও তোমার জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক। তোমার কি ইচ্ছা লিখিবে। বোম্বায়ের হোটেল ত জান কেমন জায়গা। তোমার সঙ্গে কে কে আসেন তাহা জানিতে পারিলে জায়গা স্থির করিব। Miss Carpenterএর সঙ্গে তাঁহার পোষ্য কন্যা আছে—বয়ক্রম ১৪, ১৫ বৎসর—তাহার সঙ্গে তোমার হয়ত বেশ বনিবে। Miss Carpenter কতকদিন বোম্বাই অধিকার করিয়া থাকিবেন ও তাঁহার কথাতে বোধহয় যেন এ দেশেই অস্থি রাখিয়া যাইবেন। তুমি কেমন আছ—কবে আসিবে কিছুই জানিতে পারিতেছি না। Ahmednagar ঠিকানাতেই লিখিবে—আমি কাল কি পরশু এ স্থান পরিত্যাগ করিব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২৪)

AHMEDNAGAR
28 Jany., 69

ভাই জ্ঞেনু,

তোমাদের আসিবার মধ্যে আমি বোম্বাই গিয়া পৌঁছিতে যদি না পারি—তাই এই পত্র আমার প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইতেছি। তোমাদের জন্য বন্দোবস্ত করিবার ভার গোবিন্দের উপর আছে—যদি হোটেল হয়ত সেখানে, না হয়ত অন্য কোন স্থানে সুবিধামত উত্তরণ করিবে। আমি দুই একদিনের মধ্যে পৌঁছিব। পৌঁছিয়া তোমাদের লইয়া আসিব। আহমদনগর দেখা তোমার ভাগ্যে ঘটিল না, সেতারায় আমার কর্ম্ম হইয়াছে। সেতারা আহমদনগর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান শুনিতে পাই। সেতারায় কর্ম্ম হওয়া বড় দুঃখের বিষয় নয়—কেবল এমন সময় যাইতে হইতেছে যে তোমাদেরও আসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রভৃতি আমি স্বয়ং সেখানে গিয়া স্থিরস্থার করি তাহা আর হইল না—তাই যা কিছু অসুবিধা। আমার লোক ও জিনিসপত্র গিয়াছে—যাহা হয় কোনরূপ স্থির হইবে। তোমাদের টেলিগ্রাফ আজ পাইয়া অবগত হইলাম যে তোমরা ২রা তারিখের মধ্যে আসিবে। আমি হয়ত তাহার মধ্যে যাইতে পারিব—কেবল যদি না পারি এই আশঙ্কায় এই লিখিলাম—অন্য কোন সংবাদ না পাইলে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। মতির হস্তে এই পত্র দিতেছি। সে গিয়া তোমার জন্য গাড়ি প্রভৃতি সকল সময়মত করিয়া রাখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২৫)

ভাই জ্ঞেনু

এইত মহাবলেশ্বর। মোড়তে ৪॥ টার সময় পৌঁছিলাম ও তথায় একটু বিশ্রাম করিয়া দুধ খাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে ফেলগায় ও পরে টাটু করিয়া বরাবর পাহাড়ের উপর চলিয়া আইলাম—৮॥ টায় মহাবলেশ্বরে। আসিতে ৪ ঘণ্টা লাগিল আর কি। এখানে বেশ ঠাণ্ডা—বড় যে অধিক শীত তা নয়, তবে এমন বোধ হয় যে শীতের রাজত্ব এখনো যায় নাই। উডদের বাঙ্গলাটা ভাল বোধ হইল না। কিন্তু আমাদের জন্য যে বাঙ্গলা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ইহার উপরের দিকেও মন্দ বোধ হইল না—ছোটখাট কিন্তু আমাদের উপযুক্ত। গোবিন্দ্‌কে রাখিতে গেলে তাহার মত বন্দোবস্ত করিয়া লইলে হইবে। আমাদের সেতারার বাড়ীর তুলনায় ঘর সঙ্কীর্ণ হবেইত—স্থানও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ঘিঞ্জির মধ্যে নয় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের সুবিধামত হইতে পারে।

তোমার তারপরে কি আর নিদ্রা হইয়াছিল? আচ্ছা, সে সকল কথা ঘরে গিয়া হইবে—কি বল জ্ঞেনু? এখন তোমাকে কেবল পৌঁছসংবাদ দিতে লিখিলাম। সোমবার সকাল ৬টার সময় ছাড়িয়া হয়ত ১টার মধ্যে গিয়া পড়িব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

MAHABALESHWAR

20th March 1869

(১২৬)

HOPE HALL HOTEL
Bombay
1 June, 1869

প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

অদ্য প্রাতে ঈশ্বর প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের মধ্যে অতিশয় কষ্ট গিয়াছে বলা বাহুল্য। ডাকের গাড়িতে তেমন কষ্ট হয় নাই। জব্বলপুর হইতে সঙ্গে আট সের বরফ লইয়াছিলাম—তাহা জীবনতুল্য হইয়াছিল। ডাকবাঙ্গলায় ইচ্ছামত বিশ্রাম করিয়া একপ্রকার কষ্ট দূর হইয়াছিল। নাগপুরে অতিশয় উত্তাপ পাইলাম। তথায় হোটেলে আমি তাম্বু পাইয়াছিলাম—তাহা মধ্যাহ্ন সময়ে এত উত্তপ্ত হইল যে কোনমতে তিষ্ঠিতে পারা গেল না। ভাগ্যে ভাগ্যে দিবসের মত একটা কুঠরী পাইয়াছিলাম, তাহাতেই একপ্রকার চলিয়া গেল। নাগপুরে সেই বৃদ্ধ সাহেবটির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আর কোথাও বাহির হইতে পারি নাই। নাগপুর হইতে ট্রেণে চলিতে চলিতে এমন গ্রীষ্ম বোধ হইল যে বলিবার নহে। গাড়িতে যে আর তিনজন ইউরোপীয়ান ছিল তাহারা ত সমস্ত দিন ছট্‌ফট করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন রুষিয়ার লোক ছিল—সে বলিল রুষিয়ার শীত এখানকার গ্রীষ্ম হইতে শতগুণে সহ্য করিতে পারা যায়। আহারের কোন কষ্ট হয় নাই। পথের মধ্যে দুই স্থানে নামিয়া আহার করিয়া লইলাম। প্রাতঃকালে ইগতপুরায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তাহা ছাড়াইয়া রেলওয়ে পাহাড় কাটিয়া চলিয়াছে। আজ আর তেমন উত্তাপ হয় নাই, গত রাত্রেও নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এ কষ্টে আমার শরীর যদিও ভাল ছিল না, কিন্তু পায়ের বেদনার কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই—গ্রীষ্মে যেন শুষিয়া ফেলিয়াছে বোধ হইল। আজ বোম্বাই

পেঁ ৗছিয়া স্টেশনে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল—এবং গোবিন্দ্ যে হোটেলে রহিয়াছে সেখানেই আমি অধিষ্ঠান করিতেছি। গোবিন্দ যেমন আমুদে তেমনিই রহিয়াছে। তাহার নিকট মনমোহনের স্ত্রী সংক্রান্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলাম। সে আর হাস্য রাখিতে পারিল না। সে বলিল যে মনোমোহন মনে করে যে তাহাকে কেহ ধরিতে ছুঁইতে পারে না, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহার লুকোচুরি সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র তাহার প্রতি যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে গোবিন্দ্ সন্তুষ্ট নহে। আমার মতেও জ্ঞানেন্দ্র যেরূপ আচরণ করিতেছেন তাহা বিধেয় নহে। একজনের চরিত্রে দোষ পাইয়া যে তাহার আন্তরিক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া, ইহা মনুষ্যের উচিত নহে। কে বা এ পৃথিবীতে নির্দোষ—কাহার চরিত্রগত কিছু না কিছু দোষ দেখা না যায়! তোমার কি মত? গোবিন্দ্ বিবাহ করিতে কোনমতেই রাজী নহে—Miss Chuckerbuttyর প্রতি তাহার মন কোনমতেই অনুরক্ত করিতে পারিলাম না। আমার ছুটি অনুমোদিত হইয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধানে কাল প্রবৃত্ত হইব। গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় লোক এখানে নাই, তাহারা মহাবলেশ্বরে গিয়াছে শুনিলাম—তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না সন্দেহ। সেখানে না গেলে ত হইবার নহে। জগজ্জীবনকে এক পত্র লিখিলাম, তাহাতে তুমি আসিতে পার নাই—লিখিয়া দিয়াছি। সুরাটে যাইবার অবকাশ পাই কিনা সন্দেহ। তুমি যে এত কষ্ট করিয়া এবার আমার সমভিব্যাহারে আস নাই তাহা ভালই হইয়াছে—এখন আরো বুঝিতে পারিতেছি। তোমার এই অবস্থায় এই কষ্ট বোধ করি কোন মতেই সহ্য হইত না। বোম্বাই অনেক ভাল, এখানে তেমন উত্তাপ নাই—এখানে থাকিতে পারিলে আমার শরীর অনেক ভাল থাকে সন্দেহ নাই। কাল আত্মারামের ওখানে যাইব—সেখানে তোমার পত্র অপেক্ষা করিতেছে এরূপ প্রত্যাশা আছে। তুমি আমাকে সাধ্যমত পত্র লিখিতে ত্রুটি করিবে না—

"তব হস্তাক্ষর সুধা বিদেশে জীবন।" শরতের মেয়ে কেমন আছে? সৌদামিনী, স্বর্ণ ও অন্যান্যকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১২৭)

ওঁ

জ্ঞেনু জ্ঞেনু,

যা মনে করছিলেম তাই হল, শেষে আহমদাবাদেই যেতে হল। সাহেবকে কোনমতেই Certificate দেয়ান করাতে পারিলাম না। তোমরা ডোমাস থাকিবে, কি সুরাটে আসিয়া থাকিবে? যেমন ইচ্ছা হয় কর। যে বাড়িতে আছ সে বাড়িতে থাক ত যতদিন থাকিবে তাহারই ভাড়া দিতে হইবে—এক মাসের দিতে হইবে না। অন্য কোন গস্তাদজি প্রভৃতির বাড়ী লইতে ইচ্ছা কর ত তাহাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমি যত শীঘ্র পারি আহমদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিব। শুধু মতিকে লইয়া গেলেই হইবে, সেপাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। দেখি যদি মেলবিলের সঙ্গে গিয়া থাকিতে পারি। পরশু ছাড়িব মনে করিতেছি। তোমার বই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সিপাইকে দিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র করিয়া পত্র লিখিও।

সেই লঙফেলোর চার লাইন লিখিয়া দি—

মানব সদৃশ জেন পাপেতে পতন
দানব সদৃশ থাকা পাপেতে মগন।
দেবতুল্য পাপ লাগি করুণার্দ্র মন
ঈশ্বর সদৃশ পাপ না কভু স্পর্শন॥

তোমার যখন যা আবশ্যক হয় জগজ্জীবনকে লিখিলে পাইতে পারিবে।

আমি ১৪ই ছাড়িব স্থির করিয়াছি। ইহার মধ্যে তোমরা যদি এখানে একবার আসিবার চেষ্টা কর তবে আমাকে কল্য লিখিলে আমি গাড়ি পাঠাইতে পারিব। যদি এস তবে কিশোরীকেও আসিতে বলো, কেননা মতিকে ও তোমাকে গিয়া কাপড়-চোপড় লইয়া আসিতে হইবে। কাল যদি সিপাই ফিরিয়া না আসে তবে জানিলাম তোমাদের আসা হইবে না। ক'খানা গাড়ি কোন্ সময় পাঠাতে হবে তাহা লিখিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

SURAT
11 Nov., 1869

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার স্ত্রীস্বাধীনতার
অন্যতম পথিকৃৎ

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলা দেশে স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ বিরল, কারণ আন্দোলন বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগ তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না। কর্মজীবন বাংলার বাইরেই অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে তার সুযোগও তাঁর পক্ষে সামান্যই ছিল। প্রথম ভারতীয় আই সি এস রূপে তাঁকে নিয়ে অনেক কাল আমাদের দেশাহমিকা তৃপ্তিবোধ করেছে, কিন্তু তাঁর চরিতকথা আলোচনা করলে মনে হয়, তিনি যদি সরকারী কর্মেই নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে সার্বজনিক কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন, তা হলে তাঁর জীবন দ্বারা দেশ আরো লাভবান হতে পারত। উনবিংশ শতাব্দীর নারী-আন্দোলনে তাঁর দান দেশ প্রধানতঃ তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে; আমরা যদি এ কথা স্মরণ রাখি যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্র-ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্‌যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তা হলে স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র এই পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর প্রবর্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর প্রভাব কেবল পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সুখের বিষয়, সত্যেন্দ্রনাথের ভাইবোনদের জীবনস্মৃতিতে, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী রূপে বিলাতপ্রবাসকালে পত্নীকে লিখিত সত্যেন্দ্র-নাথের চিঠিতে তাঁর 'আমার বাল্যকথা'য় এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যার স্মৃতিকথায় যে বিবরণ লিখিত আছে, তা একত্র করলে স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী সত্যেন্দ্রনাথের সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থেও (১২৯৫) এ প্রসঙ্গে তাঁর মত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। এইসকল উপকরণ অবলম্বনে সেই বিচিত্র কাহিনী এখানে সংকলন করা গেল।

১

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার অল্পাধিক আয়োজন, মেয়েদের মধ্যে বাংলা লেখাপড়ার চর্চা, সর্বদাই ছিল, স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ ?-১৯৩২) "আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার" প্রবন্ধে[১] তার বিবরণ দিয়েছেন—

"সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সেকাল অর্থে এস্থলে আমি শুধু আমার শৈশবকাল গণ্য করিতেছি না— আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার শৈশব পর্য্যন্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।...যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। ...এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। · আহার বিরাম পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল।...আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন।...দিদিমা— মায়ের খুড়িমা[২] — তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধান খানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন।...নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। ··মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কিরকম সরগরম

১ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ ৩১৪-১৬

২ এই দিদিমারই কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পড়বার প্রসঙ্গ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে "শিক্ষারম্ভ" অধ্যায়ে বিবৃত।

হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প…অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল, খেলেনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।"

অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার আয়োজন অবশ্য প্রথমে সামান্যই ছিল। বৈষ্ণব মেয়েরা অনেকে বাংলা ও সংস্কৃত জানতেন, তাঁদেরই উপর তাঁদের সাধ্যমত শিক্ষার ভার ছিল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭?-১৯২০) লিখেছেন[৩] —"আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব সিমলাপাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া[৪] আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের[৫] অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল্ পড়াইয়া যাইতেন।"[৬]

কিন্তু এই ব্যবস্থা যথোচিত মনে না হওয়ায় কয়েক মাস পরে তা

৩ "পিতৃস্মৃতি", প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮।

৪ ১৮৫৮, ১৫ নভেম্বর। দ্র "সময়সূচী", 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' ১৯২৭ সংস্করণ।

৫ কেশবচন্দ্র সেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে মহর্ষির বিশেষ যোগ ঘটেছে।

৬ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে মহর্ষি কন্যা সৌদামিনীকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। "কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুনস্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যে-মশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন।" —সৌদামিনী দেবীর "পিতৃস্মৃতি"। "২৫ আষাঢ়, ১৭৭৩ শক [১৮৫১]…আমি বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', পত্র ৩০, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

বন্ধ করে অন্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—

"ধর্ম্মের জন্য নহে— কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন।··· আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদামহাশয়েরও [সত্যেন্দ্রনাথের] বিবাহ [১৮৫৯] হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

মহর্ষি-পরিবারে নারীজাতির উন্নতিকল্পে ক্রমশঃ যেসকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখছেন—

"আশৈশব ইনি [সত্যেন্দ্রনাথ] মহিলা-বন্ধু ; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন।[৭] পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্য্যে পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।[৮]

৭ "John Stuart Mill-এর Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক ছিল; আর তাই পড়ে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নামে এক Pamphlet বের করেছিলুম।" —সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ ৪।

৮ "বাবামহাশয় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না। তবে ক্রমশ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন ; বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটী পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন, কিন্তু আমার তখন নবীন বয়স— আমি ছিলুম ঘোর Radical।

অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন।"

'আমার বাল্যকথা'য় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি না কি?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হ'ত, এই পর্দ্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয় মুসলমান রীতির অনুকরণ।...আমাদের প্রাচীন হিন্দু-আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হ'ত। আমি গোপনে আমার এক বন্ধুকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য কত ফন্দী করতুম এখন মনে হ'লে হাসি পায়।" [৯]

২

১৮৬২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী হয়ে বিলেত যান, ১৮৬৪ সালে দেশে ফিরে আসেন।

"এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মতভেদ থাক্ না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না। অনেক দুব ইচ্ছামত চলতে দিতেন।"— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩-৪।

"পিতৃদেব নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত, কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন ছেলেমেয়েরা কোনো মন্দের দিকে যাইতেছে না তখন কোনো আচারের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি নিষেধ করিতেন না।"— সৌদামিনী দেবী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৯ "ওঁর [সত্যেন্দ্রনাথের] এক খুব বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে আমাকে তিনি দেখেন। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ীর ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দু-জনে পরামর্শ করে একদিন বেশী রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ীর ভিতরে এলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে তাঁকে বাইরে পার ক'রে এলেন।"— জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী কর্তৃক "৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী" প্রবন্ধে মুদ্রিত, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৮।

পরীক্ষার জন্য তাঁকে প্রভূত শ্রমস্বীকার করতে হয়েছিল বলা বাহুল্য, কিন্তু কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াই এই সময় তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণার বিষয় ছিল না। বিলাতপ্রবাসকালে স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্পনা যে কেবল তাঁর দিনের অবসরকে আবিষ্ট করেছিল তা নয়, তাঁর রাত্রির স্বপ্নকেও অধিকার করেছিল, স্ত্রীকে লিখিত চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহে যে বালিকাবধূর (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ১৮৫২ ?-১৯৪১। বিবাহ ১৮৫৯) শিক্ষার সূচনা করে এসেছিলেন, চিঠিপত্রের যোগে তাঁকে সে বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা, তাঁর আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁকে বিলাতে আনবার চেষ্টা, এসব তো আছেই— এইসঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত তাঁর যে চিঠিগুলি মুদ্রিত হল তাতে তাঁর স্নেহব্যাকুল মনের একটি মধুর চিত্র পাওয়া যাবে— প্রায় শতবর্ষ পূর্বের এই চিত্র ; সেকালের পক্ষে তাঁর নানা কল্পনা অতি দুর্লভই বলতে হবে। স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যবস্থায় কৈশোর অবধি তাঁর গভীর উৎসাহ অনুকূল পরিবেশে আরো বর্ধিত হয়েছিল, দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা স্বভাবতই তাঁর মনে সর্বদাই জাগরিত হত, 'আমার বাল্যকথা'য় সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ; বিশেষ করে, 'কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন', তা দেখে তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

এইরকম একজন ব্রতধারিণীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রসূ হয়েছিল, তিনি মিস মেরী কার্পেণ্টার (১৮০৭-১৮৭৭) ; জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত পত্রে এঁর কথাই সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে, বর্তমান শতাব্দীর সূচনাতেও, মেরী কার্পেণ্টারের নাম এ দেশে সুপরিচিত ছিল, বাংলাভাষায় তাঁর অন্তত দুখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল[১০] ; মেরী কার্পেণ্টার হল তাঁর স্মৃতি বহন

---

১০ রজনীকান্ত গুপ্ত, 'কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত', ১৮৮২। মেরী কার্পেণ্টার সিরিজ। জাতীয় ভারতসভার কলিকাতাস্থ বঙ্গশাখার কমিটির অনুরোধে লিখিত।

কুমুদিনী মিত্র [বসু], 'মেরী কার্পেণ্টার'. ১৯০৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুরোধে মুদ্রিত।

করছে ; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত সমাজেও তাঁর নাম বহুশ্রুত নয়, এইজন্য তাঁর সম্বন্ধে দু-একটি কথা বিবৃত হল ; যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা এসলিন কার্পেণ্টার-প্রণীত জীবনী বা বাংলা পুস্তিকা দুটি পড়তে পারেন।

মেরী কার্পেণ্টার পরদুঃখকাতর ধর্মযাজক লেণ্ট কার্পেণ্টারের কন্যা, কৈশোর অবধি তিনি পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সার্বজনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। রামমোহন রায়ের বিলাতপ্রবাসকালে (১৮৩১-৩৩) তাঁর সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টার ও তাঁর পিতার বিশেষ যোগ হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুতে মেরী কার্পেণ্টার একগুচ্ছ সনেট রচনা করে শ্রদ্ধানিবেদন করেন [১১]—

> Thy spirit is immortal, and thy name
> Shall by thy countrymen be ever blest.
> Even from the tomb thy words with power shall rise,
> Shall touch their hearts, and bear them to the skies.

রামমোহনের সূত্রে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে অনুরাগের সূচনা তা ফলবান হয় বহু বৎসর পরে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষের যোগে। এই ত্রিশ বৎসর কাল মেরী কার্পেণ্টার দরিদ্রের ও নারীর বন্ধুরূপে অনলস উদ্‌যোগের দ্বারা বিলাতের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। রামমোহনের অনুগামী ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রবর্তন-প্রয়াসী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। "কুমারী কার্পেণ্টার ইঁহাদিগকে আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের মুখে ভারতবর্ষের অবস্থা ও ভারতীয় ললনাদিগের শিক্ষার বিবরণ শুনেন। তাঁহার

---

১১ Sophia Dobson Collet, 'Life and Letters of Raja Rammohun Roy' পুস্তকে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষবাসী ছিলেন, এজন্য প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল; এক্ষণে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অপকৃষ্ট অবস্থা জানিয়া তিনি বিশেষ দুঃখিত হন।"[১২] স্বদেশের রমণী ও দরিদ্রের জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, রামমোহনের দেশ ভারতবর্ষের রমণী ও দরিদ্রকুলের পক্ষ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করেন—"তাঁহার সম্মুখে আবার একটী অভিনব কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষে যাইয়া ভারতবর্ষীয় নারীদিগকে সুশিক্ষিত করা তিনি আপনার জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ষাটি বৎসর হইয়াছিল। এবয়সে স্বদেশ ছাড়িয়া বহুদূর দেশে যাইতে লোকে অনেক অনিষ্টের আশঙ্কা করিতে পারে। কিন্তু পরহিতৈষিণী অবলার হৃদয়ে এরূপ কোন আশঙ্কা স্থান পাইল না।...ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল: তিনি ভারতবর্ষে যাইতেই স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।"[১২] সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই যে তাঁর ভারত-যাত্রা, একথা মেরী কার্পেণ্টার নিজেই উল্লেখ করে গিয়েছেন।[১৩]

১৮৬৬ সালে তিনি ভারতবর্ষ যাত্রা করেন, তার পূর্বে তিনি

---

১২ রজনীকান্ত গুপ্ত, 'কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত'।

১৩ "Many had expressed their great surprise at her visit to this country, and at the warm sympathy that she showed for India; that sympathy had originated in the visit to England of Rajah Rammohun Roy, a most esteemable man, who endeavoured to lead his countrymen away from idols and superstitions. He was extremely anxious to benefit his fellow countrymen, and it was through his earnest efforts for them, that she turned her attention to this country ..

"Subsequently, the visit of a Hindu gentleman, Mr. Satyendra Nath Tagore, of the Civil Service, impressed her still more with the desire, he having urged her to show sympathy to the women of India."— Mary Carpenter, 'Addresses to the Hindoos Delivered in India', (1867), p. 48.

মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তিনি 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (পৃ ১৬৯-৭১) লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থ *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy* প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনুরোধে লিখিত, মেরী কার্পেণ্টার সে কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] ভারতযাত্রাকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। "বোম্বাই নগরে আসিবার কয়েকদিন পরে তিনি [মেরী কার্পেণ্টার] আহ্‌মদাবাদ নগরে গমন করেন।"[১৫] "এই সময়ে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আহমদাবাদে সহকারী জজের কার্য্য করিতেছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার ইহার মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তথায় যাত্রা করেন।"[১২] "আহ্‌মেদাবাদ নগরেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির হয়"[১৫]—অনুমান করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর পরামর্শক্রমেই। মেরী কার্পেণ্টার অতঃপর আরও তিনবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং

---

১৪ "Recently, four young Hindoos have come to England to become acquainted with English men and women in their private and public work, and in their homes,—to study our laws and institutions, and thus to qualify themselves on their return to India to transplant there what they have found most deserving of imitation amongst us. They have desired to collect while in England all the records that remain of their illustrious countryman [Rammohun Roy], with a view to prepare a complete memoir of him on their return to India. It has seemed best however to them to publish separately all that can be learnt respecting the Rajah's last days, while on the scene of his labours. It is at their request that this volume has been prepared."

Mary Carpenter, 'The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy', 1866, preface, VIII.

উক্ত চারজন ভারতীয়ের নাম গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠায় Appendix C-তে উল্লিখিত আছে—Satyendranath Tagore Esq., now in the Indian Civil Service, Manomohon Ghose, Esq. now called to the English Bar, Woomes Chunder Bonnerjee, Esq., of the Middle Temple, Khetter Mohun Dutt, Esq. M. D., Professor of Bengalee in the London University.

মেরী কার্পেণ্টার সংক্রান্ত এই দুটি উদ্ধৃতিই 'বাংলার নারী-জাগরণ' (১৩৫২, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মেরী কার্পেণ্টারের যোগের কথা তাঁর গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৫ কুমুদিনী মিত্র, 'মেরী কার্পেণ্টার'।

দেশের নানা প্রান্তে ভ্রমণ ক'রে, তৎকালে ভারতবর্ষে যাঁরা প্রগতির ধারক-বাহক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নানা সংস্কার ও উন্নতির সূত্রপাত করেন ; অবশ্যই স্ত্রীশিক্ষা তার মধ্যে প্রধান। তাঁর উদ্যোগে জাতীয় উন্নতি-বিধায়ক একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি ভারতবর্ষের নানা অভাব মোচনের জন্য আন্দোলন-আলোচনায় ব্রতী থাকেন, তার সুফলও হয়েছিল ; এখানে তাঁর সব কীর্তির পরিচয় দেবার অবসর নেই। তাঁর পরলোকগমনের পর স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকল্পে তাঁর অবিরত উদ্যোগের কথা এবং এ দেশের প্রগতিবাদীরা তাঁর কাছে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে এ দেশে স্মৃতিসভা হয়েছিল, 'মেরী কার্পেণ্টার হল' তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত ; বাংলায় তাঁর জীবনী রচনার ব্যবস্থাও অনুরাগীবর্গ করেন— এই বীরাঙ্গনার [১৬] ভারতকল্যাণব্রত স্বীকারের মূলে সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও যোগ স্মরণযোগ্য।

৩

বাইশ বৎসরের যুবক সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন, পরিবার থেকে দেশ থেকে অবরোধ-প্রথা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ; বিদেশপ্রবাসকালে তিনি তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছেন "আমাদের স্ত্রীরা পর্দ্দার অন্ধকারে কি খর্ব্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,— উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সঙ্কীর্ণ,— তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে…পর্দ্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল।" [১৭]

কিন্তু পরিবার ও দেশ তখনও তাঁর সঙ্গে সমপদক্ষেপে চলতে প্রস্তুত হয় নি। স্বর্ণকুমারী দেবী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখছেন, "তখন অন্তঃপুরে

১৬ এই অভিধা রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত

১৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা…'

অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেটাটোপ মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী শুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে।" সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থান বোম্বাই, সামাজিক অবস্থা সেখানে বাংলা দেশের মত নয়; "স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত" মনে করে সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দিত— জ্ঞানদানন্দিনীর জাহাজঘাটে যাওয়া নিয়ে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হল। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখছেন, "স্ত্রীকে মেজ দাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই সমুদ্রপার, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধুর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, "এক জন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, "আমার সামনে যে পর্ব্বত সমান বিঘ্নবাধা রয়েছে তা অতিক্রম করা কি কঠিন! যে প্রচণ্ড গড়ের মধ্যে আমাদের মেয়েরা আবদ্ধ, সে দুর্গ ভেদ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অথচ আমার তা না করলেই নয়।"[১৭] সাংসারিক ক্ষেত্রে "ভালোমানুষ" লোক হলেও এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই প্রতিজ্ঞা প্রথমে তাঁর পরিবারে এবং ক্রমশঃ তাঁর পরিবার থেকে সমগ্র দেশে স্বর্ণফলপ্রসূ হয়েছে।

এই তো গেল ১৮৬৪ সালের কথা। ১৮৬৬ সালে যখন তিনি দেশে ফিরে এলেন "তখন আর কেহ বধুকে পাল্‌কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সে দিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।"[১] প্রবাসিনী বধূর তখন "অপরূপ বেশ, আচার

নূতনতর"— সহজেই যে স্বীকৃত হতে পেরেছিলেন তা নয়—"বাড়ীতেও এ সময় ইঁহারা একরূপ এক ঘরে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়া দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।"[১]

এই যাত্রায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্নীকে গবর্মেণ্ট হাউসে গবর্নর-জেনারেলের 'মজলিসে' নিয়ে যান। "ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু রমণী গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান নাই।" [১৮] সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা'য় এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—

"সে কি মহা ব্যাপার! শত শত ইংরাজমহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা— তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।" [১৭]

অবশেষে "আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।" [১৯]

ক্রমশঃ কালপ্রভাবে, সত্যেন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে ও তাঁর প্রভাবান্বিত আত্মীয়দের সহযোগে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রবল স্ত্রী স্বাধীনতা-পন্থী বলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখন স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর প্রথম বই ('কিঞ্চিৎ জলযোগ', ১৮৭২) স্ত্রী-স্বাধীনতাকে

---

১৮ দ্র গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা, জানুয়ারী ১৮৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ··' পুস্তকে উদধৃত। এই গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

১৯ সৌদামিনী দেবী, "পিতৃস্মৃতি", প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

পরিহাস করে রচিত— বইটি নিয়ে সেকালে বেশ আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু "মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।"[২০] 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' বইখানি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হলেও[২১] ("ইহা সামান্য প্রশংসা নহে") জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "দুঃখিত ও অনুতপ্ত" হয়ে এ বইয়ের প্রচার বন্ধ করেন। "স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত।"[২০]

সত্যেন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন— সেইজন্য বিলাত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এঁকেই চিঠি লিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংরেজি শেখাবার ভার দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখছেন, "বাড়ীর ছেলে মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা···হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকাল উৎসাহ[২২] এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। বাড়ীর মেয়েদের ইংরাজি বাঙ্গালায় নিজে শিক্ষাদান করিতেন।" জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মকথায় আছে—"বিয়ের পর আমার সেজ দেবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২০ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১৩৮

২১ দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, 'বিবিধ' খণ্ড।

২২ রবীন্দ্রনাথও এই উৎসাহের ফলভাগী হয়েছিলেন। দ্র "নানা বিদ্যার আয়োজন", 'জীবনস্মৃতি'।

ইচ্ছে ক'রে আমাদের পড়াতেন।...আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম, আর এক একবার ধমকে দিলে চম্‌কে উঠতুম।...আমার যা কিছু বাঙ্গলা বিদ্যা, তা সেজঠাকুরপোর কাছে প'ড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত।" সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পর হেমেন্দ্রনাথ আরো উৎসাহিত—"এক্ষণে সেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গান বাজনা লেখাপড়া সর্ব্ব রকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে কাঁচিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।"[১] এই হেমেন্দ্রনাথেরই কন্যা প্রতিভা, উত্তরকালে এঁরই উদ্‌যোগে স্থাপিত সঙ্গীত সঙ্ঘ (প্রতিষ্ঠা ১৩১৮) ও সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবীর সহযোগে পরিচালিত আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা (প্র ১৩২০) দ্বারা বাংলা দেশে সংগীতের চর্চা প্রসারলাভ করেছে। এঁরই নামের সঙ্গে জড়িত রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা, তারই প্রথম অভিনয়ে (১৮৮১) "প্রতিভা নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতী মূর্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।"

(পুরনারীগণ কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে অভিনয়প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহ স্মরণীয়— এজন্য যে তাঁদের ব্যঙ্গবাণ সহ্য করতে হয় নি তা নয়। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী লিখছেন—"রাজা-রাণী প্রথম যেবার হল, মনে আছে তার পরদিনই 'বঙ্গবাসী' কাগজে 'ঠাকুরবাড়ীর নতুন ঠাট' নামে এক লেখা বেরল, তা'তে প্রত্যেক ভূমিকায় অবতীর্ণ পাত্রের নাম পাশে পাশে দেওয়া আছে। তার অর্থ এই যে কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সেজেছিলেন, সেইটে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—যথা ভাসুর ভ্রাতৃবধূ।"[২৩]

এই অভিনয়ে "দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজোজ্যাঠামশায় [সত্যেন্দ্রনাথ],

২৩ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, "বিজিতলাও", সমকালীন, আষাঢ়, ১৩৬০

সুমিত্রা মেজোজ্যাঠাইমা [জ্ঞানদানন্দিনী], রাজা রবিকাকা…কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা…")।[২৪]

এইখানে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলাতযাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। ছাত্রাবস্থায় বিলাতপ্রবাসকালে স্ত্রী-স্বাধীনতার মঙ্গলপ্রভাব লক্ষ্য করে পত্নীকে সেই আবেষ্টনে কিছুকাল রাখবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছিল, দীর্ঘকাল-পোষিত সেই বাসনা সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ণ করতে পেরেছিলেন পনেরো বৎসর পরে; ঘটনাচক্রে নিজে সঙ্গী হতে পারলেন না, তাতে পশ্চাৎপদ বা উদ্বিগ্ন না হয়ে এক সহযাত্রী বন্ধুর ভরসায় দুই শিশুসন্তানসহ পত্নীকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিলেন; পরে তাঁর অনুবর্তী হন (১৮৭৮)। আত্মীয় "জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সেখানে তাঁদের নাবিয়ে নিতে এসে নাকি বলেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র এ কি করলেন? নিজে সঙ্গে এলেন না?' "[২৫]

এই অবিরত উদ্‌যোগ সার্থক হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে, কৃতার্থ করেছিল তাঁর দেশকে; পরিবারের মধ্যে যে মঙ্গলচেষ্টার তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, সমস্ত দেশের নারীজাতি যার লক্ষ্য ছিল, তা তাঁর ভগিনী পত্নী কন্যা আত্মীয়াদের সূত্রে দেশময় বহুপরিব্যাপ্ত হয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই; ১৯২৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষের মহিলাসমাজকে দেশের বন্ধনমুক্তির আন্দোলনেও স্বামী-পুত্রের সমসুখদুঃখভাগী হতে দেখে গিয়েছেন; "আমার মনস্কামনা অনেকটা পূর্ণ হয়েছে" বলে তিনি তৃপ্তিলাভ করে যেতে পেরেছেন, যদিও দেশ এই পথিকৃৎকে বিস্মৃত হয়েছে।

---

২৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, অধ্যায় ৯

২৫ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, "সত্যেন্দ্রস্মৃতি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২

অর্মাদের পরিবার। বিলাতের একটি বন্ধু পরিবার।

অরুণী। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মারাম। ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ, বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা মরাঠী চিকিৎসক।

ইরাবতী। সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

Oliphant। জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ সরকারি কর্মচারী।

কমলা দেবী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্নী।

কর্তা, কর্তামশায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিশোরী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক কর্মচারী।

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত খ্রীস্টান পাদরী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী।

কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ, গীতসূত্রসারের লেখক।

কেশববাবু। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

কৈলাস মুখুজ্জে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক সরকার।

ক্ষেত্র। ক্ষেত্রমোহন দত্ত।

খণ্ডেরাও। বন্ধুস্থানীয় উচ্চপদস্থ মরাঠী সরকারি কর্মচারী।

গুরুচরণ কবিরাজ। সেকালে ঠাকুরবাড়ির একজন গৃহ-চিকিৎসক।

গোবিন্দ। গোবিন্দ বিঠ্‌ঠল কড়কড়ে, জনৈক মরাঠী অধ্যাপক বন্ধু।

গোস্বামী, গোঁসাই। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

চারুচন্দ্র মিত্র, নিলকমল মিত্রের পুত্র। চারুচন্দ্র এলাহাবাদে জননায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

জানকী। জানকীনাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী।

জ্যোতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র।

তারক। তারকনাথ পালিত।

দিদিমা। মহর্ষির খুড়শাশুড়ি।

নীতীন্দ্র। নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র।

নীলকমল মিত্র। এলাহাবাদ বাসী নীলকমল মিত্র মহর্ষি ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলাহাবাদে ইঁহার উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চলিত।

নূতন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নেণ্ডু। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

প্রসন্ন বিশ্বাস। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক সরকার।

'বন্ধু'। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী।

বর্ণ। বর্ণকুমারী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা।

বিবি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র।

বেলী। ইংরাজ চিকিৎসক।

ব্রজমামা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্যালক।

মনো, মনোমোহন। মনোমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথেব সহযাত্রী। ইনি রাজনীতিজ্ঞ ও ব্যারিস্টাররূপে খ্যাতিলাভ কবিযাছিলেন।

Miss Chuckervutty। অ্যানি চক্রবর্তী, ডাঃ সূর্যকুমাব চক্রবতাব কন্যা।

মেজদাদা। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুবের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Mabel Dutt। বিলাত-প্রবাসী ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা।

যদু। যদুনাথ মুখোপাধ্যায ; শরৎকুমারী দেবীর স্বামী।

রবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজেন্দ্রবাবু। পারিবারিক চিকিৎসক।

রাধাকান্ত দেব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী।

Lord Lister। সুবিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী এবং শস্ত্র-চিকিৎসক। শস্ত্র-চিকিৎসায় অ্যান্টিসেপ্টিক-এব ব্যবহার প্রবর্তন করেন।